সাপ্তাহিক
জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.37Thursday 19 November 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৬তম বর্ষ. ৩৭তম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার ১৯ নবেম্বর ২০২৬ / ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)

www.jonmobhumi.com



এপেক শীর্ষসম্মেলনে মুখোমুখি তিন বিশ্বনেতা

ওয়াশিংটন ডেস্ক ঃ 'শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ', ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আগে জিনপিং-পুতিনের সঙ্গে পৃথক আলোচনা ট্রাম্পের এপেক পার্শ্ববৈঠকে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মুখোমুখি হবেন ট্রাম্প। তার আগে সকালে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন তিনি।

বিশ্বজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ওয়াশিংটন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চিনের সিলিকন ভ্যালি' হিসেবে পরিচিত গুয়াংডং প্রদেশের শেনজনে শহরে বৃহস্পতিবার 'এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন' (এপেক) শীর্ষসম্মেলনে এই দাবি করলেন আমেরিকার **-বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

হাসিনার গোপালগঞ্জে অশান্তির আগুন, আগুন ইউনুসের বাড়িতেও, ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ



ঢাকা ডেস্কঃ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। তাঁর নিজের শহর গোপালগঞ্জ এখন কার্যত নিষিদ্ধ আওয়ামি লিগের দখলে। গ্রেপ্তার হওয়া দলীয় নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতে টুঙ্গিপাড়া থানায় হামলা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশ চৌকি, পুলিশের গাড়ি। এমনকি গোপালগঞ্জ-৩ আসনের বিএনপি সাংসদ এস এম জিলানির বাড়িতেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর। ঘটনার পর থেকে আর জিলানির কোনো খোঁজ নেই। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট ও সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করতে হয়েছে। এরই মধ্যে রাতের দিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের চট্টগ্রামের বাড়িতে পেট্রল বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় অবস্থিত ওই বাড়ির নীচতলার **-বাকী অংশ ১২ পাতায়**



সত্যজিৎ রায়ের পরে এ বার নিশানায় ঋত্বিক ঘটক!

ঢাকা ডেস্কঃ রাজশাহীতে ভাঙা হল বাড়ির একাংশ এই ঘটনায় বুধবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী ও 'ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি'র সদস্যেরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ওই বাড়িটি পরিকল্পিত ভাবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে।বাংলাদেশের রাজশাহীতে প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

'মোদী দৃঢ়চেতা মানুষ, শক্তিশালী নেতা'! ফিলিপিন্সে কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠকে বললেন ট্রাম্প

দিল্লি ডেস্কঃ মোদী এবং ট্রাম্পের পাশাপাশি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ হাজির ছিলেন ফিলিপিন্সে মঙ্গলবারের কোয়াড বৈঠকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'দৃঢ়চেতা মানুষ এবং শক্তিশালী নেতা' বলে সম্বোধন করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলায় দক্ষিণ--**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

এবার অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠাবে ইউরোপের ৫ দেশ

লন্ডন ডেস্কঃ আশ্রয়ের আবেদন বাতিল হওয়া অভিবাসীদের আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে ইউরোপের পাঁচটি দেশ। দেশগুলো হলো জার্মানি, অস্ট্রিয়া, গ্রিস, ডেনমার্ক ও নেদারল্যান্ডস। এ পরিকল্পনার আওতায় রুয়ান্ডায় একটি বিশেষ প্রত্যাবাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তবে এ বিষয়ে দেশগুলোর সঙ্গে রুয়ান্ডার আলোচনা **-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**

কাশ্মীরের 'শেষ সক্রিয় জঙ্গি' সাত ঘণ্টার টানাপড়েনের পর নিহত!

দিল্লি ডেস্কঃ নিরাপত্তাবাহিনীর তাড়া খেয়ে মঙ্গলবার রাত পৌনে ৩টে নাগাদ জঙ্গলপোরার মসজিদে ঢোকেন লতিফ। তার পরেই ওই মসজিদ পুলিশ ঘিরে ফেলে। লতিফ বুঝে গিয়েছিলেন পালানোর আর পথ নেই।কুলগামে সিআরপিএফ পোস্টে হামলার মূলচক্রী ছিলেন। লশকর-এ-ত্যায়বার সেই কমান্ডার লতিফ ভাটের মৃত্যু হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের **-বাকী অংশ ১৬ পাতায়**

'আমি হয়তো আর জীবিত ফিরব না' ইমরান খান

ইসলামাবাদ ডেস্কঃ পরিবারের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশও জেল কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করেননি বলে পাক শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন তিনি।

জেলবন্দি প্রাক্তন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান নিজের ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির শারীরিক অবস্থার মারাত্মক অবনতির কথা জানিয়ে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের একটি চিঠি লিখেছেন। সোমবার ইমরানের আইনজীবী সলমন সফদর সমাজমাধ্যমে-**বাকী অংশ ১৫ পাতায়**

দ্য ইকোনমিস্টের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ আর উন্নয়নের তারকা নয়

ঢাকা ডেস্কঃ ঢাকার একটি ক্যাফের মালিক এক বছর ধরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারছেন না। তিনি বলেন, 'যতবার ব্যাংকে গেছি, কোনো উত্তর পাইনি।' তাঁকে শুধু বলা হয়েছে, ব্যাংকে 'নগদ টাকার সংকট' আছে। এমন সমস্যায় তিনি একা নন। অন্তত ছয়টি **-বাকী অংশ ১৪ পাতায়**

মুক্তি নেই চিন্ময় কৃষ্ণের! চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার জেলে স্থানান্তর

ঢাকা ডেস্কঃ মুক্তি নেই চিন্ময় কৃষ্ণের! ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার জেলে স্থানান্তর, সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের মুক্তি নেই! এবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে **-বাকী অংশ ১৭ পাতায়**









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

MHC
MARKS HOME CARE

প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন






আমাদের এজেন্সীতে কি কি করতে পারবেন?

- আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উর্পাজন করতে পারবেন।
- আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- আমরা CDPAP এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচি : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at 718-647-5555, 646-591-6782

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE
MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



চব্বিশের মতো সবাইকে এক মঞ্চে দাঁড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

ঢাকা, পতিত, পরাজিত ও বিতাড়িত ফ্যাসিস্ট অপশক্তির পুনরুত্থান ঠেকাতে এবং বাংলাদেশকে আবারও তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্ত রুখে দিতে দল-মত নির্বিশেষে গণতন্ত্রের পক্ষের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে চব্বিশের মতো একমঞ্চে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা তারেক রহমান। বুধবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী দিনে দেওয়া দীর্ঘ বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

সংসদে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ও সংসদ যখন দেশকে একটি নিরাপদ, স্বনিভর ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পলাতক ফ্যাসিবাদী অপশক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাস শুরু করেছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে অবস্থানরত চিহ্নিত এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশ ও জনগণের বিরুদ্ধে আবারও তৎপর হয়ে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী এবং সংসদের বাইরের সকল গণতান্ত্রিক দলের প্রতি ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে সংসদ নেতা বলেন, আসুন ঐক্যবদ্ধভাবে ৭ই নভেম্বর এবং ৫ই আগস্টের চেতনায় পতিত, পরাজিত ও তাবেদার অপশক্তির বিরুদ্ধে আমরা সকলে এক মঞ্চে দাঁড়াই।

'এরা কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী' কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রবাদ উল্লেখ করে বলেন, কথায় বলে চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী। সুযোগ পেলেই এই ফ্যাসিস্ট দলটির চরিত্র যে কখনোই ঠিক হবে না, গত কয়েক দিনের চিত্রে তা আবারও পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ তুলে ধরে সংসদ নেতা জানান, এই সন্ত্রাসীরা বিদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে লাঞ্ছিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। এছাড়াও এনসিপির সভাপতি নাহিদ ইসলামকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা, আমেরিকায় এনসিপির নেতাকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ এবং ইতালিতে একজন বাংলাদেশি নারী শিল্পীর ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, পলাতক নেত্রীর নির্দেশে তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে গণতন্ত্রকামী জনগণের ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া এবং হত্যার তালিকা তৈরির মতো বেপরোয়া সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতার মধ্যে একান্ত বৈঠক আ.লীগকে মোকাবিলা প্রশ্নে ঐকমত্য

ঢাকা,বিদ্যমান সহিংস পরিস্থিতি ও নাশকতা মোকাবিলায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি (জাতীয় নাগরিক পার্টি) একযোগে মাঠে নামতে পারে। নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, এই তিন দলের পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া দলগুলোর মধ্যে এ প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। ওই আলোচনা দলগতভাবে বা আনুষ্ঠানিকতায় রূপ না নিলেও বুধবার সন্ধ্যায় সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমানের মধ্যে একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূত্র জানায়, বৈঠকে দুই নেতা আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার বিষয়ে একমত হন। পরে সংসদে দেওয়া দুজনের ভাষণেও বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। একটি সূত্রের দাবি, আজকালের মধ্যে এ প্রশ্নে জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হতে পারে। জানা গেছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ১১ দলীয় ঐক্যের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক হবে। বিরোধীদলীয় নেতার সরকারি বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠেয় এই বৈঠকে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্ব করার কথা রয়েছে। এদিকে, সংসদের ভেতরে ও বাইরে এ প্রশ্নে দুদলের কয়েকজন সংসদ-সদস্য আলোচনার জন্য তৎপরতা শুরু করেছেন।

জানা গেছে, এই তৎপরতার সূত্র ধরেই বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান ফ্যসিবাদের বিরুদ্ধে আবারও ঐক্য গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার সংসদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আগের ঐক্যের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। এদিকে, এ প্রশ্নে সরকারি দল বিএনপির মনোভাবও ইতিবাচক। বুধবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বক্তব্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।



'যখন ফালগুন মাস আসে, তখন মুখে বলে কুহু কুহু'

ঢাকা, জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের শেষ দিনে বিরোধীদলীয় নেতা বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান বলেছেন, এরা বসন্তের কোকিল। যখন ফালগুন মাস আসে-তখন মুখে বলে কুহু কুহু। বসন্ত শেষ হলে সেও চলে যাবে। আপনার দুঃসময়ে তারা পাশে দাঁড়াবে না। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে জামায়াত আমির আরও বলেন, বিরোধী দলের কাজ হলো-সরকারের ন্যায় সঙ্গত কাজগুলোকে এগিয়ে নেওয়া। বিরোধী দলের কাজ হলো-সরকার ভুল করলে তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।

তিনি আরও বলেন, সমালোচনাকে মেনে নেওয়ার, স্বীকার করার মানসিকতা আমাদের সকলের থাকতে হবে। শুধু সরকার দল না, আমাদের বিরোধী দলেরও থাকতে হবে। বাস্তব সমালোচনাকে এনকারেজ করা উচিত। সমালোচনার জবাবে সমালোনা করে কাউকে হেয় করা ঠিক নয়। সমালোচক হলেন- সত্যিকারের বন্ধু। তোষণকারী হচ্ছে সত্যিকারের দুশমন।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, তোষণ কারিরা সুসময়ে তোষণ করবে। অসময়ে আপনার আমার পাশে থাকবে না। আপনাকে আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবে। এরা বসন্তের কোকিল। যখন ফালগুন মাস আসে-তখন মুখে বলে কুহু কুহু। বসন্ত শেষ হলে সেও চলে যাবে। আপনার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়াবে না। এদের হাত থেকে সামাজকে মুক্ত করা হোক।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা,দেশের স্বার্থে আগের ঐক্যে ফিরতে হবে

সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, নির্বাচনের আগে আমরা সবাই একই কাতারে ছিলাম। এখন ঐক্যের জায়গায় দুর্বলতা তৈরি হওয়ায় ফ্যাসিবাদী শক্তি সুযোগ নিচ্ছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আগের ঐক্যের জায়গায় ফিরে আসতে হবে। বুধবার জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, আমাদের আন্দোলন ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী ছিল। দুঃখের বিষয় হলো, আমরা আধিপত্যবাদের কালো ছায়া এখন আবার হালকা অনুভব করছি। সরকারকে বুক টান করে, পায়ের নলা শক্ত করে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। তাহলে পুরো জাতি সরকারের সঙ্গে থাকবে। আধিপত্যবাদ বাংলাদেশে ফিরে আসুক এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দুটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর একটি বাস্তবায়িত হলেও আরেকটি এখনো হয়নি। ফ্যাসিবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং রাজনৈতিক ঐক্যে দুর্বলতা তৈরি হওয়াকে তিনি বর্তমান পরিস্থিতির অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, আমরা তো সবাই নির্বাচনের আগপর্যন্ত একই কাতারে ছিলাম। একই লাইনে ছিলাম। একই দর্শনে ছিলাম। বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সেই জায়গাটায় ফিরে আসুন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

‘আ.লীগ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী’
ওদের হাতে গোলামির জিঞ্জির, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা : প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, দেশকে পুনরায় তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র রুখে দিতে দলমত নির্বিশেষে গণতন্ত্রের পক্ষের সব রাজনৈতিক শক্তিকে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

তিনি বলেছেন, পলাতক ফ্যাসিস্ট চক্র দেশের স্বাস্থ্য খাতের মতো গার্মেন্টস শিল্পকেও ধ্বংস করে অন্য কোনো বিশেষ দেশের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জনগণ কোনো তাঁবেদার শক্তিকে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবে না।

তিনি খালেদা জিয়ার দেওয়া ঐতিহাসিক স্লোগানের কথা স্মরণ করে বলেন, আজ আবারও সেই আওয়াজ তুলে বলতে চাই-‘ওদের হাতে গোলামির জিঞ্জির, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা’।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব কথা বলেন।



স্পিকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে তিনি দেশের চলমান পরিস্থিতি, পোশাক খাতের অস্থিরতা, সুষম উন্নয়ন এবং পলাতক অপশক্তির ষড়যন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার দেশ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এভাবে এগিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে আর কেউ কখনোই বাংলাদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হবে না। তিনি উল্লেখ করেন, গণতন্ত্র এবং সমৃদ্ধি একে অপরের পরিপূরক; গণতন্ত্র সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করে আর সমৃদ্ধি গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।

সাম্প্রতিক সময়ে পোশাক শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টাকে পরাজিত ও পলাতক অপশক্তির ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলের নেতার বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি বলেন, পলাতক ফ্যাসিস্ট চক্র যেভাবে দেশের স্বাস্থ্য খাতকে পরনির্ভরশীল করে একটি বিশেষ দেশে মানুষকে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করেছিল, ঠিক একইভাবে গত ৫০ বছরে শ্রমিক ও মালিকদের তিলে তিলে গড়ে তোলা সমৃদ্ধ গার্মেন্টস শিল্পকেও ধ্বংস করার পাঁয়তারা করছে। গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস করে অন্য কোনো বিশেষ দেশের হাতে এর সুবিধা তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে কি না, তা আজ চিন্তা করার সময় এসেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পোশাক শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রমিক ভাই-বোনদের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শিগগিরই সর্বনিম্ন মজুরি ঘোষণা করা হবে এবং নতুন বেতন কাঠামো অনুযায়ী শ্রমিকরা বেতন পাবেন। সরকার ও মালিকপক্ষ যখন বেতন প্রদানে আন্তরিক, তখন বিদেশে পলাতক সন্ত্রাসী শক্তির উসকানিতে কারখানা ভাঙচুর বা অগ্নিসংযোগ না করার আহ্বান জানান তিনি।

শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রশ্ন রেখে সংসদ নেতা বলেন, ফ্যাক্টরি যদি নষ্টই করে ফেলা হয়, তবে বেতন আসবে কোত্থেকে? পলাতক চক্র দেশের মানুষের অর্থসম্পদ লুটপাট করে বিদেশে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি শ্রমিকদের কারও উসকানিতে পা না দিয়ে নিজেদের জীবন ও আহারের উৎস কর্মস্থলকে হেফাজত করার অনুরোধ জানান।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের নির্বাচিত এই সংসদ ও সরকার একটি নিরাপদ, স্বনির্ভর এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে। এলাকাভিত্তিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সরকার পর্যায়ক্রমে সমাধানের পদক্ষেপ নিচ্ছে। সংসদে বিরোধী দলীয় একজন সদস্যের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, অবহেলিত রংপুরের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার কথা বিরোধী দলীয় বন্ধুর বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে, যা প্রমাণ করে এই সরকার সমগ্র বাংলাদেশে সুষম উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

পতিত ফ্যাসিস্ট দলের সমালোচনা করে তারেক রহমান বলেন, ‘চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী’-এটি আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে সুযোগ পেলেও এই ফ্যাসিস্ট দলটির চরিত্র কখনোই ঠিক হবে না। এত মানুষ হত্যা, গুম ও নির্যাতনের পরও তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি; বরং দেশে-বিদেশে তারা পুনরায় সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা, এনসিপির সভাপতি নাহিদ ইসলামকে হেনস্তা, যুক্তরাষ্ট্রে এনসিপি নেতাদের সঙ্গে অসদাচরণ এবং ইতালিতে একজন নারী শিল্পীর ওপর বর্বরোচিত হামলার ঘটনা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব ঘটনার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছে যে তারা কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং একটি চিহ্নিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী।

তিনি আরও বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ এই সন্ত্রাসী দলের পলাতক নেত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার সন্ত্রাসীদের গণতান্ত্রিক জনগণের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া এবং হত্যার জন্য তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা দেশবাসী জেনেছে। এসব সন্ত্রাসীদের যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, তাদের মনোভাবও বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণের সঙ্গে নয়, বরং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের চেতনা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে লাখো প্রাণের বিনিময়ে এবং ২০২৪ সালে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে এ দেশের মানুষ কারও বশ্যতা মেনে নেওয়ার জন্য স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষা করেনি। তাই পতিত স্বৈরাচারের প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে এবং তাঁবেদারি রুখে দিতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে থাকা সব গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিকে ৭ নভেম্বর ও ৫ আগস্টের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তিন দশক আগে দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার দেওয়া ঐতিহাসিক স্লোগানের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আবারও সেই আওয়াজ তুলে বলতে চাই-‘ওদের হাতে গোলামির জিঞ্জির, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা’।

জাতিসংঘের প্রথম নারী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে রেবেকা গ্রিনস্প্যান

ঢাকা, জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে বর্তমানে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন কোস্টারিকার কূটনীতিক রেবেকা গ্রিনস্প্যান। তিনি নির্বাচিত হলে জাতিসংঘের ইতিহাসে প্রথম নারী এবং প্রথম ইহুদি মহাসচিব হবেন। তিনি কোস্টারিকার সাবেক উপরাষ্ট্রপতি এবং বর্তমানে জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থার (আঙ্কটাড) প্রধান। তার বয়স ৭০



বছর।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আনুষ্ঠানিক গোপন ভোটে তিনি বেশ এগিয়ে আছেন। তবে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচ সদস্যের (যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) যে কোনো একটির ভেটো তার প্রার্থিতায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকালীন কৃষ্ণসাগর শস্যচুক্তি ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে তার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বিশেষ করে জাতিসংঘের সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের (ট্রাম্প প্রশাসন) সমর্থন আদায় করা তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে এবং নতুন মহাসচিব দায়িত্ব নেবেন ২০২৭ সালের পহেলা জানুয়ারি।

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ ভেঙে তৈরি হচ্ছে ১৪টি প্রদেশ

ঢাকা,পাকিস্তানের বর্তমান চারটি প্রদেশ ভেঙে ১৪টি প্রদেশ গঠনের একটি পরিকল্পনা নিয়ে চলছে আলোচনা। প্রস্তাব অনুযায়ী, পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে চারটি করে এবং খাইবার পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তানে তিনটি করে প্রদেশ গঠন করা হতে পারে। পাশাপাশি দেশটির রাজধানী ইসলামাবাদকে পৃথক প্রাদেশিক মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় রয়েছে।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) সংবাদমাধ্যম ‘দ্য নিউজ’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল।

দেশটির পরিকল্পনামন্ত্রী আহসান ইকবাল বলেন, ‘আমি শুনেছি, পাঞ্জাবে চারটি, সিন্ধুতে চারটি, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় তিনটি এবং বেলুচিস্তানে তিনটি প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে।’

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, অতিরিক্ত প্রদেশ গঠনের বিতর্ক পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করে গত সেপ্টেম্বরে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে চিঠি লিখেছিলেন। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

কেন্দ্রীয় রাজধানী ইসলামাবাদের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে আহসান ইকবাল বলেন, রাজধানীর জন্য বিকল্প একটি প্রশাসনিক মডেল তৈরির দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী তাকে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ‘বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে আমরা স্থানীয় সরকার ও প্রাদেশিক পরিষদের সমন্বয়ে একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছি। ইসলামাবাদের জন্য একটি আইন প্রণয়নকারী পরিষদ এবং নিজস্ব স্বশাসনব্যবস্থা প্রয়োজন।’



প্রকাশ অনুষ্ঠানে আত্মজীবনী লেখার কারণ জানালেন সনিয়া!

দিল্লি ডেস্ক ঃ সনিয়া সোমবার জানান, বছরের পর বছর ধরে গাঁধী পরিবারকে আঘাত করে বলা হয়েছে এবং তাঁর মনে হয়েছিল, এই বইটি নিজের এবং পরিবারের কথা তুলে ধরার একটি সুযোগ। তিনি বলেন, ‘‘আমার শাশুড়ি, স্বামী, ছেলে, মেয়ে এবং আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়। যেগুলির অধিকাংশই অসত্য এবং ভিত্তিহীন।

বাজারে এসে গিয়েছিল আগেই। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লির একটি হোটেল আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হল কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধীর সেই বহুচর্চিত স্মৃতিকথা, ‘বিলংগিং: এ জার্নি অফ লভ’-এর। আর সেই অনুষ্ঠানেই সনিয়া জানালেন তাঁর আত্মজীবনী লেখার কারণ।

সনিয়া সোমবার জানান, বছরের পর বছর ধরে গাঁধী পরিবারকে আঘাত করে বলা হয়েছে এবং তাঁর মনে হয়েছিল, এই বইটি নিজের এবং পরিবারের কথা তুলে ধরার একটি সুযোগ। তিনি বলেন, ‘‘আমার শাশুড়ি, স্বামী, ছেলে, মেয়ে এবং আমাকে নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়। যেগুলির অধিকাংশই অসত্য এবং ভিত্তিহীন। আমাদের জীবনের সঙ্গে এগুলির কোনও মিলই নেই।’’ প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর দাবি, বেশ কয়েক জন বন্ধু তাঁকে আত্মীজীবনী লেখার বিষয়ে উৎসাহিত করেছিলেন। তবে প্রথমে তিনি গররাজি ছিলেন। সনিয়ার কথায়, ‘‘আমার অনেক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, ‘তোমাকে তোমার গল্প বলতেই হবে’। কিন্তু নিজের মনের গভীরে থাকা অনুভূতিগুলি প্রকাশ করতে আমি বরাবরই দ্বিধায় ভুগেছি। রাহুল, প্রিয়ঙ্কা এবং আমার এক প্রিয় বন্ধু মঞ্জুলিকা বারবার আমাকে লিখতে বলেছিলেন। তাই শেষপর্যন্ত আমি রাজি হয়ে গেলাম।’’ প্রসঙ্গত, রাজীব গাঁধীর স্কুলজীবনের বন্ধু সুমন দুবের স্ত্রী মঞ্জুলিকা পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে সনিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আস্থাভাজন।

সোমবার সনিয়ার ৫৪৪ পাতার আত্মজীবনীর প্রকাশ অনুষ্ঠানে রাহুল ও প্রিয়ঙ্কার পাশাপাশি হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ভিসিকে প্রধান সি জোসেফ বিজয়, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা ও তাঁর পিতা ফারুক, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেএমএম প্রধান হেমন্ত সোরেন, এনসিপি (শরদ পওয়ার) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিংহ সুখু-সহ কংগ্রেস ও তার শরিক দলগুলির নেতারা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উপস্থিত ছিলেন, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের স্ত্রী গুরশরণ কৌর এবং পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে বিজেপি নেতা অমরিন্দর সিংহ!সনিয়া তাঁর আত্মজীবনীর শিরোনামে ‘বিলঙ্গিং’ শব্দের উপস্থিতিরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, “গোটা বই জুড়ে বিলঙ্গিং বিষয়টি একটি মূল সুর হিসেবে কাজ করেছে। অন্তর্ভুক্ত হওয়া (বিলঙ্গিং) বা মানিয়ে নেওয়া– এই ধারণাটি বইতে বারবার উঠে এসেছে।” সনিয়া মনে করেন, এই অনুভূতি শুধু ইতালি থেকে ভারতে আসা তাঁর একার নয়, বরং দেশের অসংখ্য নারীর জীবনেরও বাস্তবতা।

প্রয়াত গনি খান চৌধুরীর ভাই, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ‘লেবু দা’র প্রয়াণে শোকের ছায়া

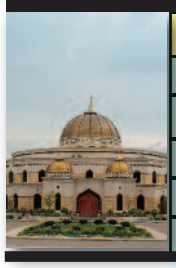
কলকাতা। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত সুজাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আবু নাসের খান চৌধুরী। তিনি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এ বি এ গনি খান চৌধুরীর ভাই। তিনি নিজেও রাজ্যে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি লেবু দা নামেই পরিচিত ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন কংগ্রেস সাংসদ তথা তাঁর ভাইপো ইশা খান চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী-সহ অন্যরা। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদহের কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যেও।

বৃহস্পতিবার সকালে ইশা খান চৌধুরী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, “অত্যন্ত শোক ও বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমার জেঠু, প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ডাঃ আবু নাসের খান চৌধুরী আজ সকালে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা, আশীর্বাদ এবং স্মৃতিগুলি আমাদের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।” পাশাপাশি অধীর চৌধুরী জানান, “সুজাপুরের প্রাক্তন বিধায়ক, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা আবু নাসের খান চৌধুরী (লেবু দা)-র প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা।”

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



নামাজের সময়সূচী



নবেম্বর	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

পূজার সময়সূচী



কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী

সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা

(এছাড়াও পুণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)

বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী



মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত।

ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়

(এছাড়াও পুণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)

চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী



নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

(এছাড়াও প্রতিদিনই পুণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



জাতীয় সংলাপে আওয়ামী লীগকেও রাখতে হবে: রুমিন ফারহানা

ঢাকা । জাতীয় সংলাপ করতে হলে আওয়ামী লীগকেও আলোচনার টেবিলে রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।

তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে, তবে তা জাতীয় সংলাপ হবে না। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রাতে বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলের টকশোতে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

টকশোতে জাতীয় সংলাপের প্রয়োজনীয়তা এবং আওয়ামী লীগকে আলোচনায় রাখার প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা বলেন, 'আপনি যদি আওয়ামী লীগকে বাইরে রেখে আলোচনা করেন, তাহলে সেটা যেকোনো কিছু হতে পারে, কিন্তু জাতীয় সংলাপ হতে পারে না।'

আওয়ামী লীগকে আলোচনায় রাখার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশে ৪০ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগ করে। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার সময়ও দলটির সমর্থন ২৫ শতাংশ ছিল বলে জরিপের তথ্য উল্লেখ করেন তিনি। রুমিনের ভাষ্য, এই বিপুলসংখ্যক মানুষকে আলোচনার বাইরে রেখে কোনো সংলাপ জাতীয় সংলাপ হতে পারে না।

আওয়ামী লীগকে আলোচনার টেবিলে আনার আগে দলটিকে অপরাধ স্বীকার ও অনুশোচনা করতে হবে কি না, এমন প্রসঙ্গে রুমিন বলেন, 'আপনি তাদের টেবিলে আনেন। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেন।'

আওয়ামী লীগ ক্ষমা চাইবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তারা করবে কি না জানি না, আমি আওয়ামী লীগ হলে ক্ষমা চাইতাম না। এদের কাছে কী? চাইতাম, যদি আমার চেয়ে বেটার শাসন তুমি দিতে পারতা।'

তবে আওয়ামী লীগ অপরাধ করেছে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'সার্টেইনলি (অবশ্যই)।'

দলটির বিচারের বিষয়ে রুমিন ফারহানা বলেন, অপরাধ যারা করেছে, তাদের সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে আলোচনার টেবিলে এনে তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য লজ্জিত বা অনুতপ্ত কি না, তা জানতে হবে।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই সংসদ সদস্য বলেন, 'এখন আমাদের ওয়েট অ্যান্ড সি ছাড়া কোনো অপশন নাই, আমরা যারা পলিটিশিয়ান। আমি প্যাশনেটলি রাজনীতিটা করি। এখন সামনের পরিস্থিতি অত্যন্ত কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ঘোলা। অনেক কিছুই জানুয়ারির মধ্যে পরিষ্কার হবে।'

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও বিভাজন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের প্রেক্ষাপট নিয়ে নিজের পড়াশোনার প্রসঙ্গ টেনে রুমিন বলেন, ধর্মীয় বিভাজনের মতো রাজনৈতিক মত ও পথের পার্থক্য থেকেও সমাজে বিভক্তি ও সহিংসতা তৈরি হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'বিভাজনটা এখন ধর্মের ভিত্তিতে না হলেও আরও বহু কারণে বহু রাজনৈতিক মত এবং পথের কারণে আমি ওই হিংস্রতাটা দেখি। রাজনীতিবিদরা একজন আরেকজনের সঙ্গে বসে চা খাওয়া তো দূরের কথা, তাকায়ও না পর্যন্ত। এটা কোনো ভালো দিকে আপনাকে নেবে না।'

একটি দেশবিরোধী অপশক্তি গৃহযুদ্ধ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে: স্পিকার

ঢাকা,একটি দেশবিরোধী অপশক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার লক্ষ্যে দেশে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এই অপশক্তিকে প্রতিহত করতে এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দল-মত নির্বিশেষে সকল সংসদ সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বুধবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে স্পিকার এসব কথা বলেন।

অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে সংসদ সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আমি অত্যন্ত গভীর দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি, একটি দেশবিরোধী অপশক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার লক্ষ্যে দেশে একটি গৃহযুদ্ধ শুরু করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, দল-মত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে এই অপশক্তিকে প্রতিহত করবেন এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করবেন–এই মর্মে আপনাদেরকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

চতুর্থ অধিবেশনের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে স্পিকার সংসদ পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, বিরোধীদলীয় নেতা, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ, চিফ হুইপ ও হুইপবৃন্দ, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সংসদ সচিবালয়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তর, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।

বক্তব্যের শেষে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে স্পিকার সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্বাক্ষরিত অধিবেশন সমাপ্তির আদেশ পাঠ করেন এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এবার স্লোগান দিয়ে বিএনপি এমপির ক্লিনিকে ছাত্রলীগের ভাঙচুর, আসবাবপত্রে আগুন

ঢাকা, গোপালগঞ্জ-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. কে. এম. বাবরের ব্যক্তিগত অফিসে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ। বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে সদর থানার থানাপাড়া এলাকায় অবস্থিত আরাফ ক্লিনিকের নিচতলায় তার অফিসে এ ঘটনা ঘটে।

ডা. কে. এম. বাবর গোপালগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ড্যাব নেতা। গোপালগঞ্জ সদর থানার ২০০ ফুটের মধ্যে তার এই ক্লিনিক ও অফিস অবস্থিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী থানাপাড়া এলাকার আরাফ ক্লিনিকের সামনে স্লোগান দিয়ে ডা. কে. এম. বাবরের অফিসের আসবাবপত্র বাইরে বের করে ভাঙচুর করেন। পরে অফিসের মালামালে আগুন ধরিয়ে দেন। ক্লিনিকের নিচতলায় সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত অফিস ছিল। এ ঘটনার পর ক্লিনিক থেকে রোগীরা অন্যত্র চলে যান।

এদিকে, কাশিয়ানী উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নে জামায়াতের সভাপতি মাহাবুবুর রহমানের ওষুধের দোকান ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। একই উপজেলার রাতইল ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমাদাদুল হকের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র গ্রেপ্তার

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রাক্তন মেয়র ও আওয়ামি লিগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য মহম্মদ সাঈদ খোকনকে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যদিও আওয়ামি লিগ আমলেই মেয়র পদে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। মঙ্গলবার সকালে রাজধানী ঢাকার গুলশান-বারিধারা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-১)।

সাঈদ খোকনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। সর্বশেষ ২০২৫ সালের ১৩ নভেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ৫৪ কোটি টাকা আর্থিক তছরূপের অভিযোগে মামলার অনুমোদন দেয় দুর্নীতি দমন কমিশন। এই মামলায় সাঈদ খোকনের পাশাপাশি তাঁর বোন শাহানা হানিফ ও একজন কর্মচারীকেও আসামি করা হয়েছে। এর আগে একই বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি সাঈদ খোকন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ৭৯টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধের আদেশ দেয় আদালত। এ ছাড়া এর আগে ঢাকা-৬ আসনের সাবেক এই সংসদ সদস্যের পাশাপাশি তাঁর মা শাহানা হানিফ, স্ত্রী ফারহানা সাঈদ এবং ভাই জাবেদ আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে আদালত।



টুঙ্গিপাড়ার বাড়িকে 'সাব-জেল' করে হাসিনাকে ফেরাতে আইনি নোটিশ

ঢাকা, মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির রায় মাথায় নিয়ে ভারতে অবস্থানরত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনতে সরকারকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। এতে টুঙ্গিপাড়ার বাড়িকে 'সাব-জেল' করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্ভাব্য সামরিক সংঘাত এড়ানো এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে নোটিশে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান মামুন রেজিস্টার্ড ডাকযোগে ও ইমেইলে এ নোটিশ পাঠান।

নোটিশে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পররাষ্ট্র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিব, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে বিবাদী করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মাহমুদুল হাসানের নোটিশে বলা হয়, দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকার কারণে শেখ হাসিনার কাছে দেশের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক, কূটনৈতিক প্রটোকল ও জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য রয়েছে। প্রতিবেশী দেশে তার দীর্ঘ অবস্থানের কারণে এসব তথ্য বিদেশি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

ইয়েমেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদরাব্বুহ মানসুর হাদির সৌদি আরবে এবং ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের রাশিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে নোটিশে।

এসব ঘটনার পর আঞ্চলিক যুদ্ধ ও ভূরাজনৈতিক সংঘাতের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নোটিশে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্ভাব্য বৈরিতা বা সশস্ত্র সংঘাত এড়াতে শেখ হাসিনাকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

প্রত্যর্পণ চুক্তির আনুষ্ঠানিক জটিলতা এড়িয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে নোটিশে সাতটি আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কূটনৈতিক পত্র বা 'নোট ভার্বাল' পাঠানো। ১৯৬১ সালের ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে শেখ হাসিনার প্রবেশ ও আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা এবং পরে বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষ দল পাঠিয়ে সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে হেফাজতে নেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে।

AJ ACCOUNTING SERVICES
Accounting, Taxes & Business Consultants
33 YEARS Experienced Year Round Service
Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including
- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

167-09 [redacted] Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ
১৯ নবেম্বর ২০২৬, বাংলা ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩

সম্পাদক রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক শিকদার হুমায়ন কবীর

ঢাকা প্রতিনিধি আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে

দেশের ভেতর ও বাইরের নানামুখী শক্তির ইন্ধনে সৃষ্ট এই অস্থিরতা শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্যই নয়, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার জন্যও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলন, গোপালগঞ্জে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি এবং নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নানামুখী নাশকতামূলক তৎপরতার বিষয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সুশাসন-কর্মীদের পর্যবেক্ষণ বলছে, এর পেছনে রয়েছে সুসংগঠিত চেষ্টা, যার লক্ষ্য সরকারকে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করা এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

এদিকে বর্তমান সরকার এ পরিস্থিতিতে এক ধরনের উভয়সংকটে পড়েছে। একদিকে কঠোর অবস্থান নিলে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দমন-পীড়নের অভিযোগ ওঠার আশঙ্কা থাকে, অন্যদিকে নমনীয়তা প্রদর্শন করলে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারকে একদিকে যেমন কঠোর হাতে আইন লঙ্ঘনকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে, অন্যদিকে প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা সুবিধাভোগীদের দ্রুত চিহ্নিত করে অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় এ ষড়যন্ত্রের পরিধি আরও বিস্তার লাভ করতে পারে এবং জনগণের মধ্যে তৈরি হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী আস্থার সংকট, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বিচ্ছিন্নভাবে বা দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে না উঠে অপশক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। পাশাপাশি, বিদেশি শক্তির মদদে পরিচালিত যে কোনো নাশকতার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সদাসতর্ক থাকতে হবে। জনগণের মাঝে সরকারের কল্যাণমূলক কাজের সুফল পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আরও বেশি গণমুখী, স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তা মোকাবিলা করতে হবে। শুধু মুখের কথায় বা নির্দিষ্ট কিছু নেতার ওপর ভরসা না রেখে সামগ্রিক প্রশাসনিক শৃঙ্খলার ওপর জোর দিতে হবে।আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের কঠোর শাস্তি এবং জনগণের মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল একটি স্থায়ী গণতান্ত্রিক ও স্থিতিশীল ধারায় এগিয়ে যেতে পারে দেশ। অন্যথায় সামান্য উদাসীনতা সমগ্র জাতিকে আবারও এক গভীর অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

পোশাকশ্রমিকদের মজুরি সমঝোতায় আসুন

পোশাকশিল্পে স্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টিতে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই যে যত্নবান এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ শিল্পের অস্তিত্বের সঙ্গে রয়েছে উভয় পক্ষের স্বার্থ। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বেতন বাড়ানো মজুরি বোর্ডের জন্য এক চ্যালেঞ্জ। মূল্যস্ফীতির নির্মম শিকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। বাড়িভাড়া, খাদ্য, চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় নুন আনতে পান্তা ফুরায় গোত্রের মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। একইভাবে পোশাকশিল্পের মালিকরাও স্বস্তিতে নেই গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, অনিশ্চিত সরবরাহ, উচ্চ সুদ, ব্যাংকঋণ, মূলধনের সংকট ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে। ফলে উভয় পক্ষকে নিজেদের স্বার্থেই সমঝোতায় আসতে হবে। পোশাকশ্রমিকদের জীবনযাত্রার বিষয়ে গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশনের ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, ঢাকায় চার সদস্যের পরিবারের জীবনযাপনে মাসে ৪৮ হাজার টাকা লাগে। গড়ে ১.৫৮ জন উপার্জনকারী ধরে একজন শ্রমিকের প্রয়োজনীয় মজুরি ৩০ হাজার ৪৫৯ টাকা। বিবিএসের হিসাবে চলতি বছরের অক্টোবরে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.২৭ শতাংশ, খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৯.৮৯ শতাংশ; বিপরীতে মজুরি বৃদ্ধির হার ৭.৬৩ শতাংশ। টানা ৫৭ মাস মজুরি বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির নিচে। ঢাকার এক শ্রমিকের মাসিক মজুরি ও ওভারটাইম মিলিয়ে প্রায় ১৬ হাজার টাকা হলেও বাড়িভাড়া-খাবার মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। চলতি বছরের মে-আগস্টে ক্লিন ক্লথস ক্যাম্পেইনে ১ হাজার ৯৪ শ্রমিকের ৮৯ শতাংশ বলেছেন, মজুরিতে মৌলিক ব্যয় মেটে না। ব্যয় সামলাতে ২৮ শতাংশ অতিরিক্ত ওভারটাইম, ২৫ শতাংশ ঋণ এবং ৭০ শতাংশ বন্ধু-আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার করেন। এ বাস্তবতা মাথায় রেখে মালিকপক্ষকে উদার হতে হবে নিজেদের স্বার্থে। ডাল-ভাত নিশ্চিত হয় এমন মজুরিকাঠামো মেনে নিতে হবে। পাশাপাশি মালিকরা যাতে শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম মজুরির জোগান দিতে পারেন, সে লক্ষ্যে পোশাকশিল্পে বিদ্যুৎ-গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি। বন্ধ করতে হবে সব ধরনের চাঁদাবাজি। ৪০ লাখেরও বেশি মানুষ এখানে কর্মরত। গত জুন পর্যন্ত দুই বছরে ৪০২টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে। যা কোনো সুখবর নয়। সব ধরনের কলকারখানা টিকিয়ে রাখতে সরকার চোখ-কান খোলা রাখবে-এমনটিই প্রত্যাশিত।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক্ কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
Weekly Jonmobhumi
Editor & President: Ratan Talukder
Published By Jonmabhumi Group Inc.
37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Website: www.jonmobhumi.com
Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

আইনশৃঙ্খলায় আস্থা ফিরবে কীভাবে

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন

আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা স্পষ্ট। মাঠের বাস্তবতা স্বীকার করুন এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আগেই কার্যকর ব্যবস্থা নিন। একজন নাগরিক নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই নিরাপত্তা বিচার করেন। রাতে তিনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরতে পারছেন কি না, ব্যবসা চালাতে গিয়ে চাঁদার হুমকি পাচ্ছেন কি না, কিংবা হামলার শিকার হয়ে থানায় গেলে তার অভিযোগ নথিভুক্ত হচ্ছে কি না-এসব প্রশ্নের উত্তরেই বোঝা যায় রাষ্ট্র তাকে কতটা সুরক্ষা দিচ্ছে। সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার ফারাক বাড়লে আস্থা কমে। সেই আস্থা ফেরাতে সরকারকে জানাতে হবে কোন এলাকায় কী সমস্যা দেখা দিয়েছে, কত অভিযোগ জমা পড়েছে, কতটির তদন্ত এগিয়েছে এবং কোথায় ব্যবস্থা নিতে দেরি হচ্ছে। যেসব এলাকায় বারবার হামলা, চাঁদাবাজি বা ছিনতাইয়ের অভিযোগ আসছে, সেখানে ঝুঁকি অনুযায়ী টহল বাড়াতে হবে। থানায় অভিযোগ করার পর নাগরিক যেন একটি নথি নম্বর পান এবং কার কাছে অগ্রগতির খবর জানতে পারবেন, সেটিও যেন তাকে জানানো হয়।



অভিযুক্ত ব্যক্তি যত প্রভাবশালীই হোন, তদন্ত চলতে হবে প্রমাণের ভিত্তিতে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীরা যাতে প্রতিশোধের ভয় ছাড়াই কথা বলতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার কোথায় কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, কে তার জন্য দায়ী এবং কবে অগ্রগতি জানাবে, তা প্রকাশ করুক। বিপদের সময় দ্রুত সাড়া ও অভিযোগের পর দৃশ্যমান অগ্রগতিই জন-আস্থা ফেরাতে পারে। নভেম্বরের ঘটনাগুলো দেখিয়েছে, জননিরাপত্তার পরিস্থিতি কত দ্রুত বদলে যেতে পারে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১০ নভেম্বর এক দিনেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৩টি ককটেল বিস্ফোরণ ও ১৩টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ঢাকা মহানগর পুলিশের আওতাধীন ২০টি স্থানে ঘটে ৩১টি বিস্ফোরণ। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্টতার সন্দেহে ঢাকায় ৫৯ জনকে গ্রেফতারের কথা জানায় পুলিশ। একই সময়ের সহিংসতা নিয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিবেদনে অগ্নিসংযোগে এক বাসচালকের মৃত্যুর খবরও আসে। এসব ঘটনায় আহত ও নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ঘটনার পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও বাস্তবায়নে কার কী ভূমিকা ছিল, তা প্রমাণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, সে বিষয়ে নিয়মিত তথ্য দেওয়াও জরুরি।

সরকারের প্রকাশিত পরিসংখ্যানেও কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাত ধরনের অপরাধে নথিভুক্ত মামলা আগের বছরের একই সময়ের ১৮ হাজার ৬৬১ থেকে কমে ১৭ হাজার ৩৩৫ হয়েছে।হ্রাস প্রায় ৭ দশমিক ১ শতাংশ। এ সময় হত্যা মামলা ২ হাজার ৯১৩ থেকে ২ হাজার ৬৫৯ এবং ছিনতাইয়ের মামলা ১ হাজার ৪৮৩ থেকে ১ হাজার ৩৭৪-এ নেমেছে। নারী নির্যাতনের মামলা কিছুটা কমলেও নয় মাসে ৮ হাজার ৯৭৮টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। জাতীয় মোটের পাশাপাশি জেলাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ করলে কোথায় উন্নতি হয়েছে এবং কোথায় ঝুঁকি রয়ে গেছে, তা স্পষ্ট হবে। মামলা কমার কারণ বুঝতে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ, থানায় অভিযোগ গ্রহণের অভিজ্ঞতা এবং ভুক্তভোগীদের থানায় যাওয়ার আস্থাও যাচাই করতে হবে।

দলবদ্ধ সহিংসতার হিসাব নিয়ে বড় ব্যবধানটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে এ ধরনের ৬৩টি ঘটনায় ৪০ জন নিহত হয়েছেন। আগের বছরের একই সময়ে মন্ত্রণালয় ১০৭টি ঘটনা ও ৬৩ জনের মৃত্যুর হিসাব দিয়েছিল। অথচ ২০২৬ সালের একই নয় মাসে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ১৭১ জন এবং হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি ১৮৭ জনের মৃত্যুর তথ্য নথিভুক্ত করেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের জানুয়ারি-অক্টোবরের বিভাগভিত্তিক হিসাবে নিহতের সংখ্যা ১৯১। সংবাদমাধ্যম ও নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বেসরকারি হিসাবের সঙ্গে সরকারি নথির এ ফারাক কেন, তা স্পষ্ট করা দরকার। কোনো ঘটনাকে দলবদ্ধ সহিংসতা হিসাবে ধরা হয়েছে, কোনো তথ্য যাচাই করা হয়েছে এবং একই ঘটনা একাধিকবার গণনা ঠেকাতে কী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তা প্রকাশ-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

রূপপুর হয়ে উঠুক বিদ্যুৎ সক্ষমতার নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র

ড. শফিকুল ইসলাম

গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট পরীক্ষামূলকভাবে ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করেছে। উৎপাদিত এ বিদ্যুৎ রূপপুর সাবস্টেশন থেকে সম্ভবত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ, বগুড়া ও বাঘাবাড়ী এলাকায় সরবরাহ করা হয়েছে। গ্রিডের সঙ্গে সফলভাবে সিঙ্ক্রোনাইজেশনের পর বাংলাদেশ বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কারিগরি জটিলতা এবং বহু পরীক্ষার পর এটি জাতির জন্য গর্ব ও আনন্দের বিষয়।

এ অর্জনের গুরুত্ব বুঝতে হলে সি-ধাপ, অর্থাৎ পাওয়ার স্টার্ট-আপ পর্যায়ের তাৎপর্য জানা দরকার। গত ১১ অক্টোবর রিঅ্যাক্টর প্রথমবার ক্রিটিক্যালিটিতে পৌঁছায়। অর্থাৎ, চুল্লিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ অক্টোবর পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা সি-ধাপের কার্যক্রমের অনুমোদন দেয়। এ ধাপে চুল্লির তাপে উৎপন্ন বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তা গ্রিডে সরবরাহের সক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। তবে গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়া মানেই চূড়ান্ত বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হওয়া নয়। এটি টারবাইন, জেনারেটর ও জাতীয় গ্রিডের মধ্যে সামঞ্জস্য যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি পরীক্ষা।



সিঙ্ক্রোনাইজেশন ও পরবর্তী পরীক্ষাগুলো চুল্লির ক্ষমতা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে সম্পন্ন করা হয়। প্রথম দফায় প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতায় ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের পর ইউনিটটিকে গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন করে আরও পরীক্ষা চালানো হবে। এরপর প্রায় ২৮ ঘণ্টা বিরতির পর ৪ থেকে ৬ ঘণ্টার জন্য আবার গ্রিডে যুক্ত করা হবে। প্রতিটি ধাপে বিভিন্ন সিস্টেমের কার্যকারিতা, টারবাইন ও জেনারেটরের কর্মদক্ষতা এবং জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে সামঞ্জস্য যাচাই করা হবে।

এরপর পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষে শুরু হবে ডি-ধাপ, অর্থাৎ পাইলট বাণিজ্যিক পরিচালনা। রুশ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী এ পর্যায়ে ১০ মাস পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিটটি পরিচালনা করা হবে। এ সময় ইউনিটটিকে পূর্ণ সক্ষমতা পর্যন্ত পরীক্ষা করা হবে। প্রায় নয় বছর ধরে চলা নির্মাণ ও কমিশনিং কার্যক্রমের ভিত্তিতে চুল্লির নিরাপত্তাসংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিবেদনটি পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে সন্তোষজনক মনে করলে ইউনিটটিকে পূর্ণ সক্ষমতায় নিয়মিত বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য স্থায়ী সনদ দেওয়া হবে। এরপর রুশ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ইউনিটটি সাময়িকভাবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কাছে হস্তান্তর করবে।

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় গ্রিডের স্থিতিশীলতা। ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ইউনিটটি দেশের সবচেয়ে বড় একক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট। কোনো কারণে এর জেনারেটর হঠাৎ ট্রিপ করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্রুত কমে যায় এবং গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সি নেমে যেতে পারে। এতে গ্রিডের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে তাৎক্ষণিক রিজার্ভ বিদ্যুৎ, দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা অথবা প্রয়োজনে লোডশেডিংয়ের মাধ্যমে গ্রিডকে ব্ল্যাকআউটের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে হয়। বিপরীতভাবে, সরবরাহের তুলনায় চাহিদা হঠাৎ কমে গেলে গ্রিডের ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যেতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে সুরক্ষা ব্যবস্থার কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রের জেনারেটর গ্রিড থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যা গ্রিডের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র সাধারণত বেজলোড প্ল্যান্ট হিসাবে স্থিতিশীল উৎপাদনে পরিচালিত হয়। তাই চাহিদার ওঠানামা সামলাতে অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্রকে নমনীয়ভাবে পরিচালনা করতে হবে। এছাড়া, রিঅ্যাক্টর বন্ধ থাকলেও শীতলীকরণ ব্যবস্থার পাম্পসহ জরুরি ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম চালু রাখতে বাইরের উৎস থেকে প্রায় ১০-১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হতে পারে। অন্যদিকে, ১২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি ইউনিটের নিজস্ব পরিচালনাগত চাহিদা মেটাতেও প্রায় ৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগে। এক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় না থাকলে গ্রিড বিপর্যয়ের ঝুঁকি থেকে যায়। জাতীয় গ্রিড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান পিজিসিবিকে সরবরাহ ও চাহিদার ওঠানামার মধ্যেও গ্রিডের স্থিতিশীলতা রক্ষায় সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য গভর্নর-**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

গোপালগঞ্জ যদি স্বাধীনতাও ঘোষনা করে-!

সাইদ তারেক

তারপরও আমি বলবো সেখানে কোন অভিযান চালানো দরকার নাই। নো গ্রেপ্তার নো তল্লাশী নো মাইরপিট। তারা যদি সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে, সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়, পুলিশ পেয়াদাসহ সব সরকারি লোকজনকে জেলা থেকে বের করে দেয় তারপরও কোন এ্যাকশনের পক্ষপাতি আমি নই। তারা যদি স্বাধীন হয়েই থাকতে চায়, থাক না। বাংলাদেশের সরকার যদি সেক্ষেত্রে শুধু 'সীমান্ত' সীল করে দেয়, পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস যেমন বিদ্যুৎ গ্যাস মোবাইল ফোন ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা সড়ক যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়- তখন নাহয় দেখা যাবে। ময়মুরুব্বীর মুখে শুনেছি এই জেলাটি নাকি (তখন মহকুমা) '৪৭ সালে পাকিস্তানে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, ১৪ই আগস্টের পরেও দুই সপ্তাহ তারা ভারতের পতাকা উড়িয়ে রেখেছিল।

ডিসেম্বরে নেত্রীর ফিরে আসার বায়বীয় আওয়াজে উন্মত্ত হয়ে দলটি যত সন্ত্রাস সহিংসতা করছে তত তাদের পয়েন্ট কাটা যাচ্ছে। এরা বুঝতেই অক্ষম যে মানুষ এসব পছন্দ করে না। জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে খোদ শেখ হাসিনা এবং তার দল ১৭ বছর ওয়াজ নসিহত



করেছে। এমনকি ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে শেখ হাসিনা একবার বলেছিলেন ভবিষ্যতে বিরোধী দলে গেলেও আর হরতাল অবরোধ করিবো না। কিন্তু তিনি কথা রাখেন নাই। ২০০১এর পর বিরোধী দলে গিয়ে হরতাল কত প্রকার ও কি কি একেবারে উদাহরন সহকারে জাতিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্ষমতায় গেলে এক কথা বিরোধী হলে উল্টোটা- এই দ্বিচারিতা দলটির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। তারপরও স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠক একটা পুরনো এবং ঐতিহ্যআহী দল হিসেবে বারবারই ফিরে এসেছে। মানুষ মেনেও নিয়েছে। '২৪এ বিস্তর খুনখারাপি করে পালানোর পরও আমি চেয়েছি ভুলত্রুটি স্বীকার করে জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে ভবিষ্যতে আর সন্ত্রাস সহিংসতা বা খুন খারাপির রাজনীতি করবে না এমন ঘোষনা দিয়ে তারা ফিরে আসুক। আমি তাদেরকে স্বাগত: জানাবো। রাজনীতির মাঠে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভুমিকা পালন করুক, পরের নির্বাচনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করুক। মানুষ ভোট দিলে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। টানা ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকলে যে কোন দলেরই শেকড় পোক্ত হয়ে যায়। অসংখ্য সুবিধাবাদী পয়দা হয়। তার ওপর শেখ হাসিনা এই দীর্ঘ সময়ে প্রশাসনে পুলিশে আর্মিতে বিচারাঙ্গনে ইন্টেলিজেন্সিয়ায় বিশাল এক সিন্ডিকেট এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। এদেরকে তুড়ি মেরে নাই করে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, দীর্ঘকালের লালিত নেতিবাচক বিরোধী রাজনীতি হরতাল অবরোধ জ্বালাও পোড়াও সন্ত্রাস সহিংসতার অবসান ঘটিয়ে রাজনীতিতে একটা সভ্য এবং গনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্যও অংশগ্রহনমূলক রাজনীতি চর্চা দরকার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা সন্ত্রাস সহিংসতা ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মাধ্যমেই ফিরতে চাইছে- যার কোন ভবিষ্যৎ আমি দেখি না।

আমি বরাবরই নীরিহ এবং 'বেচারা' আওয়ামী লীগারদেরকে ঢালাওভাবে হয়রানির বিরুদ্ধে। এটা সত্য পুলিশের গ্রেপ্তার এবং মামলা বাণিজ্যের শিকার হয়ে এই দুই বছরে বহু নীরিহ আওয়ামী পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। তার ওপর আছে এনবিআর দুদকের খাবলা যুবদল ছাত্রদলের মাসোহারা। যারা শয়তান এবং কালপ্রিট তারা টাকা পয়সা বগলদাবা করে দেশ থেকে পগার পার হয়ে গেছে। যাওয়ার আগে এইসব হতভাগা সাধারন নেতাকর্মীদের কথা ভাবে নাই। আমি বলেছি যারা কোন অন্যায় অপরাধের সাথে জড়িত ছিল না, শুধুমাত্র দল করার দায়ে স্বৈরাচারের সহযোগী তকমা দিয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা ঠিক না। আমার সমালোচকরা বলেছেন আওয়ামী লীগ কখনও নীরিহ হয় না। একবার যে কাল সাপ সব সময়ের জন্যই সে কাল সাপ। ওদের প্রতি দয়া দেখিয়ে লাভ নাই। সুযোগ পেলেই ফণা তুলে ছোবল দিয়ে বসবে!

কয়েক দিনে ছাত্রলীগ যুবলীগ বা আওয়ামীদের কীর্তিকান্ড বিশেষ করে সর্বশেষ গোপালগঞ্জের ঘটনায় আমার আর কিছু বলার মুখ রইলো না! ওরা স্বাধীনই হয়ে যাক!

সাইদ তারেক। লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

দেশের রাজনীতি বিদেশে, মূল্য দিচ্ছে সাধারণ বাংলাদেশিরা

হাসান ইলিয়াছ তানিম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধ এখন আর দেশের ভৌগোলিক সীমানায় সীমাবদ্ধ নেই। লন্ডন থেকে নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক থেকে টরন্টো, উত্তর ইউরোপের স্টকহোম ও কোপেনহেগেন থেকে মধ্য ইউরোপের বার্লিন, পশ্চিম ইউরোপের প্যারিস এবং দক্ষিণ ইউরোপের রোম, মাদ্রিদ ও লিসবন পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের বিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠী। এসব শহরে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশিদের বসতি, ব্যবসা, সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল। দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতিক্রিয়াও তাই মুহূর্তে পৌঁছে যায় এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। সভা, সমাবেশ, প্রতিবাদ ও পালটা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক বিভাজন অনেক সময় বিদেশের জনপরিসরেও দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এর অভিঘাত কেবল সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে আটকে থাকে না। বিদেশের মাটিতে জীবিকা গড়া শ্রমজীবী মানুষ, শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও তাদের পরিবারকেও এর পরোক্ষ মূল্য দিতে হয়।



এর সর্বশেষ এবং উদ্বেগজনক উদাহরণ পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডের ঘটনা। গত ১৬ নভেম্বর ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলামের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংঘর্ষে ছয়জন আহত হন। লন্ডন অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের বরাতে সংবাদমাধ্যমটি জানায়, আহতদের ঘটনাস্থলে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং একজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনাটি তদন্তাধীন এবং সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেছেন, আওয়ামী লীগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে আসা সাধারণ প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ও আয়োজকদের বরাতে অতিথিদের লক্ষ্য করে ডিম ও পানির বোতল ছোড়ার অভিযোগও এসেছে।

ঘটনার পর ব্রিটিশ রাজনীতিতেও বিষয়টি আলোচনায় আসে। গ্রেট ইয়ারমাউথের পার্লামেন্ট সদস্য এবং রিস্টোর ব্রিটেন দলের নেতা রুপার্ট লোয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন,রমফোর্ডের রাস্তায় সংঘর্ষে জড়ানো বাংলাদেশি অভিবাসীদের তার দল সরকার গঠন করলে বহিষ্কার করা হবে। বক্তব্যটি তার রাজনৈতিক অবস্থান ও দলীয় প্রতিশ্রুতির অংশ। এটি বর্তমান ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা কিংবা কার্যকর সরকারি নীতি নয়।

তবু একজন নির্বাচিত ব্রিটিশ সংসদ-সদস্যের এমন বক্তব্য উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কারণ, অভিবাসনবিরোধী রাজনীতির একটি পরিচিত কৌশল হলো বিচ্ছিন্ন কোনো অপরাধ বা বিশৃঙ্খলার ঘটনাকে বৃহত্তর অভিবাসন সমস্যার প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা। রমফোর্ডের সংঘর্ষের পরও ব্রিটিশ রাজনীতির অভিবাসনবিরোধী অংশের কেউ কেউ ঘটনাটিকে অভিবাসন নীতির সমালোচনায় ব্যবহার করেছেন। এতে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা সামনে আসে।

এ ধরনের ঘটনা যে শুধু যুক্তরাজ্যেই ঘটছে, তা নয়। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়ে নিউইয়র্কে যাওয়া বাংলাদেশি প্রতিনিধি দলের কয়েকজন সদস্যও হেনস্তার শিকার হন। জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে থাকা এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন ও নেত্রী তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করে স্লোগান ও কটূক্তি করা হয়। আখতার হোসেনের দিকে ডিম ছোড়া হয়, তাসনিম জারাকে মৌখিকভাবে হেনস্তা করা হয়। জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়া একটি দেশের প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বিমানবন্দরে এভাবে হেনস্তার ঘটনা শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয়, দেশের কূটনৈতিক মর্যাদার সঙ্গেও জড়িত।

এরপর ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ইতালিতে ঘটে আরেকটি উদ্বেগজনক ঘটনা। ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতে যাওয়া অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন অভিযোগ করেন, ইতালির মেস্ত্রে এলাকায় ভাই ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় একদল বাংলাদেশি তাকে ঘিরে ধরে হেনস্তা ও শারীরিকভাবে আক্রমণ করে। বাঁধনের অভিযোগ, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টের ছাত্র আন্দোলনে তার ভূমিকার কারণে তাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। হামলাকারীদের কেউ কেউ নিজেদের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সমর্থক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল বলেও তিনি দাবি করেন। **-বাকী অংশ ২৯ পাতায়**



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার হয় না কেন ?

প্রদীপ মালাকার

বাংলাদেশে যে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার পর তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও তা নিয়ে রাজনীতি হয়। কিন্তু বিচার হয় না। ফলে থামছে না নির্যাতনের ঘটনাও। সব সরকারের আমলেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন হয়ে আসছে। কিছু নির্যাতনের ঘটনা দেশে-বিদেশে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় উঠলে সরকার সেগুলুর তদন্ত ও বিচার করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু অধিকাংশ নির্যাতনের ঘটনা আড়ালে, নিভৃতেই থেকে যায়। সাম্প্রতিক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও সংসদ সদস্য -ব্ব ব্যাক ম্যানের বরাত দিয়ে একটি সংবাদ ছাপা হয়, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর, বাংলাদেশ সরকারকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনা গুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে তাগিত দিচ্ছে।

পাঠক, বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ একাধিক সাম্প্রদায়িক ও সুবিধাবাদী গুষ্টি পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে নির্যাতন, দেশ ছাড়া ও সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, যা নিরব গণহত্যারই অংশ। এখানে বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংসতা, বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাপ্রবাহকে বোঝায়। এই সহিংস কর্মকা"ের মধ্যে দেবালয় ও বিগ্রহের পবিত্রতা হানি, আবাসন ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, লাঞ্ছনা এবং জোরপূর্বক ভুমি গ্রাস অন্তর্ভুক্ত। শুধু গত ২০২৫ সালে হিন্দু বিরোধী সহিংসতার ব্যাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য একাধিক দেশীয় মানবাধিকার সংগঠনের রিপোর্ট বলছে, ২০২৫ সালের ১০ জুলাই,দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু অধিকার সংগঠন হিন্দু,বৌদ্ধ,খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানায়, বছরের প্রথমার্ধে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ২৫৮ টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২০ টি ধর্ষণের ঘটনা এবং উপাসনালয়ে ৫৯ টি হামলার ঘটনা অন্তর্ভুক্ত।পরিষদ এই পরিসংখ্যানকে একটি বৃহত্তর সহিংস পরিস্থিতির অংশ হিসেবে উল্লেখ করে জানায় যে, ৪ আগস্ট ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে মোট ২২৪৪ টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অন্য একটি মানবাধিকার সংস্থা, আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলছে,জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে হিন্দুদের লক্ষ্য করে ১৬০ টি হামলার নথিপত্র তৈরি করে, যার মধ্যে ৬০ টি পৃথক বিগ্রহ ভাংচুরের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছারা বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম অবনতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

২০২৫ সালের জুলাই মাসের একটি ফ্যাক্ট শিট,ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়াস ফ্রিডম সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। কমিশন তাদের অনুসন্ধানী তথ্যে জানায়, ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৯২ টি নথিভুক্ত ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে ১১ টি হত্যাকা", ৩ টি ধর্ষণ এবং মন্দিরে ২৫ টি হামলার ঘটনা রয়েছে। কমিশনের প্রতিবেদনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান চরম ভীতির কথা উল্লেখ করে জানায় যে, হয়রানি এড়াতে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের হিন্দু নারীরা শাঁখা ও সিঁদুরের মতো ঐতিহ্যবাহী চিহ্ন পরিধান করা বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতিবেদনে হিন্দু ধর্মীয় নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের অব্যাহত কারাবাসের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়,যাকে ২০২৪ সালে নবেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২০২৫ সাল জুড়ে তিনি জামিনবিহিন অবস্থায় আছেন।

এছারা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিবেদনেও সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী সহিংসতার শিকার হয়েছে এবং উন্মত্ত জনতার সহিংসতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একইভাবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জুলাই মাসে উল্লেখ করে যে,অন্তবর্তীকালীন সরকার তার মানবাধিকার প্রতিশ্রুতি বঙ্গ করেছে।। তারা মব সহিংসতার উদ্বেগ জনক বৃদ্ধি ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অধিকার লঙ্ঘনের ইঙ্গিত করে। ইউনুস জামানা থেকে তারেক জিয়ার আমল পর্যন্ত টার্গেট করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত মব সংস্কৃতির মাধ্যমে কয়েক হাজার হিন্দু শিক্ষকদের চাকুরী চ্যুত করা হয়। শিক্ষা নবীশ পুলিশ কর্মকর্তাদের চাকুরী চ্যুত হওয়ার রিপোর্টও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। এখানে ইউনুস ও তারেক জমানার কয়েক টি ঘটনার উল্লখ করা যেতে পারে,যে গুলোর তদন্ত ও বিচার নিভৃতে কাঁধে।। গত ডিসে ম্ব রে মাসের ১০ তারিখ থেকে চলতি জানুয়ারি মাসের এই সময় পর্যন্ত বীভৎস নৃশংস ১০ টি হত্যাকা" ঘটেছে। যা সারা পৃথিবীর হিন্দুদের বিচলিত করে তুলেছে। সেই হত্যাকা"ের তালিকায় রয়েছে, গত ১৮ ডিসেনবরে রাতে ময়মনসিংহের ভালুকায় গার্মেন্টস কর্মী দীপ দাশকে প্রথমে পিটিয়ে আধা মরা করে তারপর তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা,গত ২৫ ডিসে নবর রাজবাড়ীর পাওশা উপজেলায় অমৃত ম"ল ওরফে সম্রাট নামের এক যুবককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। ২৯ ডিসে নবর ময়মনসিংহের ভালুকায় একজন আনসার সদস্য ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসকে (৪০) প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে। চলতি ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি যশোরের মনিরাম পুরে রানা প্রতাপ বৈরাগী নামে এক ব্যবসায়ীকে মাথায় সাত রাউ" গুলি করে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। ৫ই জানুয়ারি নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় সুলতান পুরে শর ৎ চক্রবর্তী ওরফে মণি নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নরসিংদীতে গ্যারেজে ঘুমিয়ে থাকা শান্ত (২১) নামের এক যুবককে আগুন

পুড়িয়ে হত্যা। ৬ জানুয়ারি নওগাঁ জেলায় মিথুন সরকার (২৫) নামে এক হিন্দু যুবককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ৭ই জানুয়ারি শরীয়তপুরের ডামুডায় ব্যবসায়ি খোকন চন্দ্র দাস নামে একজন ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। ৯ জানুয়ারি সুনামগঞ্জে জয় মহাপাত্র নামে এক যুবককে একটি দোকানে ডেকে নিয়ে মারধর করা হয়। পরে তার মুখে বিষ ঢেলে হত্যা করা হয় ১৮ই জানুয়ারি গাজীপুরের কালীগঞ্জে মিষ্টি ব্যবসায়ী লিটন দাসকে দোকানের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কুমিল্লায় ঘরে ঢুকে হিন্দু নারীকে উলঙ্গ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারেক জিয়ার শাসনামলেও সনাতনীদের ওপর হত্যা নির্যাতন অব্যাহত আছে।

পাঠক, স্বর নে আছে ২০০১ সালে ১০ই অক্টোবরের নির্বাচনে এই বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় ছিল এবং পাঁচ বৎসর ক্ষমতায় থাকাকালীন বিএনপি-জামায়াত জোটের নেতা কর্মীরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর ৭১ এর ন্যায় অকল্পনীয় নির্যাতনের কারণে হাইকোর্টের নির্দেশে শাহাবুদ্দিন চুপ্পুর (সাবেক রাষ্ট্রপতি)নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। তদন্ত শেষে আওয়ামি সরকারের নিকট জমা দেওয়া তিন হাজারের অধিক নির্যাতনের ঘটনার-দুই /একটি ঘটনার মামলার বিচার ব্যাতিত অধিকাংশ ঘটনার বিচার হয়নি।

আওয়ামীলীগের গত তিন আমলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগর, ভোলার বরগুনা, রংপুরের ঠাকুর বাড়ি কিংবা ২০২২ সালের১৩ই অক্টোবরে কুমিল্লার নানুয়ার দীঘির পাড়ে দুর্গা মন্দিরে কোরআন রাখাকে কেন্দ্র করে ১৩ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত উপরি উল্লিখিত সাম্প্রদায়িক সহিংস হামলার একটিরও সুষট বিচার হয়নি। আর এই বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারনেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বার বার হামলার শিকার হচ্ছে। আর এভাবেই বার বার হিংসার আগুনে পুড়ছে হিন্দু সম্প্রদায়।

এখানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা গুলোতে সংখ্যাগুরু বা মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের সরাসরি রাজপথে এসে তীব্র প্রতিবাদ না করার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনি এবং মনস্তাত্ত্বিক বেশ কিছু জটিল কারণ কাজ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা স্থানীয় পর্যায়ে সুরক্ষায় এগিয়ে এলেও তা সব সময় প্রাতিষ্ঠানিক বা দৃশ্যমান আন্দোলনে রুপ নেয় না।

মানবাধিকার গবেষক,সমাজবিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে এর প্রধান কারন গুলো হলো ; রাজনৈতিক ফায়দা ও মেরুকরণঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর বেশিরভাগ হামলা বা সম্পত্তি দখলের ঘটনা কোণ সাধারণ ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে হয় না,বরং এর পেছনে থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ বা ভূমি দখলের উদ্দেশ্য। বড় রাজনৈতিক দল গুলো অনেক সময় একে অপরের দোষ চাপাতে এই বিষয় গুলোকে ব্যবহার করে।

সাধারণ মানুষ মনে করে, কোন নিদিষ্ট ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে তারা অজান্তেই কোন রাজনৈতিক এজেনডার অংশ হয়ে পড়তে পারে বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে পারে।

আইনের শাসন ও নিরাপত্তার অভাবঃ দেশে অতীতে ঘটে যাওয়া কোন সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনারই দৃষ্টান্ত মূলক বা দ্রুত বিচার সম্পন্ন হওয়ার ইতিহাস প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে অপরাধীরা পার পেয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ উগ্র বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পায়। প্রতিবাদ করলে নিজের বা পরিবারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে- এমন একটি সামাজিক ভীতি বা মনস্তাত্ত্বিক বাধা কাজ করে।

অপপ্রচার ও গুজবের প্রভাবঃ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বেশিরভাগ সাম্পদায়িক উত্তেজনার ঘটনা কোন ভুয়া তথ্য বা মিথ্যা ধর্মীয় অবমাননার গুজব ছড়িয়ে তৈরি করা হয়। সাধারণ মানুষের একটি বড় অংশ তাৎক্ষণিক ভাবে ঘটনার সত্যমিথ্যা যাচাই করতে পারে না। বিভ্রান্তি ও আবেগের কারণে অনেক সময় অপরাধের তীব্রতা ঢাকা পড়ে যায়,যা প্রতিবাদের স্বতঃ স্ফুরততাকে স্তিমিত করে দেয়।

সাম্পদায়িক মানসিকতা ও উদাসীনতাঃ যখন কোন অপরাধ সমষ্টিগতভাবে ঘটে, তখন একভাবে কেউ দায়িত্ব নিতে বা ঝুকি নিতে চায় না। "তাছাড়া আমার সম্প্রদায়ের ক্ষতি তো হচ্ছে না,এমন একটি পরোক্ষ ও নীরব উদাসীনতা ও নাগরিক সমাজের একাংশের মধ্যে কাজ করে।

প্রদীপ মালাকার- নিউইয়র্ক,ইউ,এস,এ,

ট্রাম্প মুখ ফিরিয়ে নিলেও মরিয়া নেতানিয়াহু

সাইমন টিসডাল

পড়ে যাওয়া মানুষকে লাথি মারা বা বিপদে পড়া মানুষকে আরও বিপদে ফেলা ভদ্রতার পরিপন্থী। তবে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করাই যায়। গত মাসের জাতীয় নির্বাচনে তাঁর অতি ডানপন্থী জোট সরকার জনগণের ম্যান্ডেট হারানোর পর থেকেই ইসরায়েলের এই প্রধানমন্ত্রী নিজেকে এক কুৎসিত তামাশায় পরিণত করেছেন। তাঁর আচরণ অনেকটা ফাঁসির দ"প্রাপ্ত আসামির মতো, যে মরিয়া হয়ে ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে পালানোর চেষ্টা করছে।

সবার ধারণা (এবং প্রত্যাশা) অনুযায়ী নেতানিয়াহুর পতন যদি সত্যিই অনিবার্য হতো, তবে তাঁর এই ছটফটানি নিয়ে এত ভাবার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁর চূড়ান্ত পতন এখনো নিশ্চিত হওয়া থেকে অনেক দূরে।

ইসরায়েলের পরবর্তী প্রশাসন কারা গঠন করবে–যা নিশ্চিতভাবেই কোনো না কোনো বহুদলীয় জোট হতে যাচ্ছে–তা নিয়ে দীর্ঘ ও জটিল আলোচনা চলছে। এই মুহূর্তে নামমাত্র তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় থাকা নেতানিয়াহু ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। আরব দলগুলোকে বাদ দিয়ে তথাকথিত 'জাতীয় ঐক্যের সরকার' গঠনের ডাক দেওয়ার পাশাপাশি তিনি তাঁর পুরোনো ও পরীক্ষিত সব নোংরা চাল চেলে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, নির্বাচনে বড় ধাক্কা খাওয়া তাঁর সবচেয়ে বড় মিত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে বিপদে ফেলে সরে গেছেন বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছে, তা-ও হয়তো অতি আশাবাদী চিন্তা। পশ্চিম তীরের অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি, ক্ষুধার্ত ও বন্যায় প্লাবিত গাজার বাসিন্দা এবং বোমা হামলায় বিধ্বস্ত ইরানের সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।২০২০ সালে জো বাইডেনের কাছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর ট্রাম্প যেসব নোংরা কৌশল নিয়েছিলেন, নেতানিয়াহু এখন ঠিক সেগুলোরই অনুকরণ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনি নেতৃত্বাধীন দলগুলোর বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতির ভিত্তিহীন ও উদ্ভট অভিযোগ। বিপুল ভোটদানের কারণে এই দলগুলো পার্লামেন্টে অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯টি আসন পেয়েছে, যা পরবর্তী সরকার গঠন ও নেতৃত্বে তাদের একটি নির্ণায়ক ভূমিকা দিয়েছে।পাশাপাশি নেতানিয়াহু বিদেশি হস্তক্ষেপের পুরোনো, ভিত্তিহীন ও অনির্দিষ্ট অভিযোগগুলোও আওড়ে যাচ্ছেন। তদন্তকারীরা এসব অপবাদের কোনো প্রমাণ পাননি। কিন্তু ট্রাম্প ও তাঁর 'মাগা' সমর্থকদের মতোই নেতানিয়াহু এবং তাঁর উগ্র জনতুষ্টিবাদী-জাতীয়তাবাদী মিত্র ও গণমাধ্যমগুলো এই মিথ্যাচার চালিয়েই যাচ্ছে।ইসরায়েলি সংবাদপত্র 'হারেৎজ'-এর কলামিস্ট ইয়োসি ভার্টার সতর্ক করে বলেছেন, আরব-ইসরায়েলি দলগুলোকে কোণঠাসা করার পর নেতানিয়াহুর 'দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো আগামী মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর)–যেদিন স্পিকার পরিবর্তনের কথা রয়েছে–তাঁর কথায় প্ররোচিত জনতাকে নেসেট (পার্লামেন্ট) অভিমুখে মিছিল করতে উসকানি দেওয়া এবং অধিবেশন বসতে না দেওয়া। অথবা বিদায়ী জোটের সংসদ সদস্যদের ইঙ্গিত দেওয়া যাতে তাঁরা অধিবেশন প" করে দেন।'মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দাবি করা একটি দেশের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা নিয়ে এমন পূর্বাভাস সংগত কারণেই বিপৎসংকেত দিচ্ছে। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্পের ব্যর্থ ক্যাপিটল হিল বিদ্রোহের কুখ্যাত ঘটনার মতো ইসরায়েলেও তেমন কিছু ঘটার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।নেতানিয়াহুর বর্ণবাদী মনোভাব কখনোই পুরোপুরি গোপন ছিল না, তবে এখন তা আরও নগ্ন, নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য রূপ নিয়েছে। এক রেকর্ড করা বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, আরবদের অন্তর্ভুক্ত করে বা তাদের সমর্থনে গঠিত যেকোনো জোট হবে একটি 'জাতীয় আত্মহত্যার সরকার... যাঁরা ইসরায়েল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে এবং এর ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাঁদের সঙ্গে নিয়ে সরকার।'

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।



নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Moin Choudhury, Esq. Attorney at Law এটর্নী মঈন চৌধুরী

Timothy Bompart, Esq Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা, কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন
- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION
- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

www.jonmobhumi.com



সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিতে যুক্তিবোধ ও মুক্তচিন্তা: অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক নীরব সাংস্কৃতিক আন্দোলন

জহিরুল ইসলাম

মানুষ অজানাকে ভয় পায়, আবার অজানার প্রতিই তার সবচেয়ে গভীর আকর্ষণ। যে ঘটনা সে ব্যাখ্যা করতে পারে না, কখনো তাকে রহস্য বলে মেনে নেয়, কখনো অলৌকিকতার আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু অজানাকে ঘিরে বিস্মিত হওয়া আর অজানার কাছে নিজের বিচারবুদ্ধি সমর্পণ করা এক বিষয় নয়। প্রথমটি মানুষের কল্পনাশক্তিকে প্রসারিত করে, দ্বিতীয়টি তার চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিজগৎ এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক পাঠ।

সত্যজিৎ রায়ের বিশেষত্ব এই যে, তিনি যুক্তিবাদকে নিছক কিছু তাত্ত্বিক বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে যুক্তি একটি জীবন্ত অভ্যাস, অনুসন্ধান একটি মানসিক প্রবণতা এবং প্রশ্ন করা এক ধরনের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা। তিনি পাঠক বা দর্শককে সব সময় প্রস্তুত সিদ্ধান্ত দেন না; বরং এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি করেন, যেখানে নিজের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে সত্যের কাছে পৌঁছাতে হয়। তাঁর সৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্যকে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক নীরব সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পাঠ করা যায়।

ফেলুদাকে শুধু একজন জনপ্রিয় গোয়েন্দা হিসেবে দেখলে তার সৃষ্টির গভীর তাৎপর্যের একটি অংশ অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। ফেলুদার প্রকৃত শক্তি তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় যতটা, তার চেয়ে বেশি তার চিন্তার পদ্ধতিতে। সে দেখে, শোনে, তথ্য সংগ্রহ করে, আপাত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খোঁজে এবং প্রচলিত ধারণাকে যাচাই না করে গ্রহণ করে না। তার কাছে রহস্য মানেই অলৌকিক কিছু নয়; বরং অজানা কোনো ঘটনার পেছনে লুকিয়ে থাকা বাস্তব কারণ, যা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কার করা সম্ভব।

এখানেই ফেলুদা একটি সাহিত্যিক চরিত্রের সীমা অতিক্রম করে চিন্তার একটি পদ্ধতির প্রতীক হয়ে ওঠে। সে পাঠককে শুধু রহস্যের সমাধান জানতে আগ্রহী করে না, সমাধানে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটিও অনুসরণ করতে শেখায়। তোপসের কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গি এই শিক্ষাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে। সে প্রশ্ন করে, জানতে চায়, পর্যবেক্ষণ করে। অন্যদিকে জটায়ুর সরলতা, কল্পনাপ্রবণতা ও ভুল করার প্রবণতা চরিত্রগুলোর মানবিক বৈচিত্র্য তৈরি করে। অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়ার অর্থ সর্বদা নির্ভুল হওয়া নয়; নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে নতুন তথ্যের কাছে শেখার জন্য প্রস্তুত থাকাও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতার লক্ষণ।

প্রফেসর শঙ্কুর সৃষ্টিজগতে সত্যজিৎ রায়ের চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকাশিত হয়েছে। এখানে যুক্তি ও কল্পনা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞান কেবল জানা বিষয়কে সাজিয়ে রাখার নাম নয়; অজানাকে জানার সাহসও বিজ্ঞানের অন্যতম প্রেরণা। শঙ্কুর অনুসন্ধিৎসা, আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞানের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা দেখায়, কল্পনা কীভাবে নতুন জ্ঞানের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। তবে কল্পনার স্বাধীনতা মানে বাস্তবতা ও প্রমাণের প্রতি উদাসীনতা নয়। বরং কল্পনা প্রশ্নের জন্ম দেয়, অনুসন্ধান সেই প্রশ্নের উত্তর যাচাই করে।

এই জায়গায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক পার্থক্য বোঝা প্রয়োজন। যুক্তিবাদ মানে বিস্ময়কে অস্বীকার করা নয়, আর বিজ্ঞানমনস্কতা মানে মানুষের কল্পনাকে শৃঙ্খলিত করা নয়। যে মন প্রশ্ন করতে পারে না, তার কল্পনাও একসময় প্রচলিত বিশ্বাসের সীমানায় আটকে যায়। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনি তাই কেবল বিনোদনের জগৎ নির্মাণ করে না; মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষাকে মুক্ত ও প্রসারিত করার সুযোগও তৈরি করে।

কিন্তু ব্যক্তিমানুষের যুক্তিবোধ থাকলেই কি সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? এই প্রশ্নের গভীরতর উত্তর পাওয়া যায় তাঁর চলচ্চিত্র 'গণশত্রু'তে। এখানে চিকিৎসক অশোক গুপ্ত মন্দিরের জল দূষিত হওয়ার কারণে মানুষের অসুস্থতার আশঙ্কা করেন। তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি আবেগ বা ব্যক্তিগত বিরোধ নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণ। অথচ ধর্মীয় অনুভূতি, স্থানীয় স্বার্থ, অর্থনৈতিক সুবিধা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবস্থান তাঁর বৈজ্ঞানিক সতর্কবার্তাকে গ্রহণ করতে বাধা দেয়। যে মানুষটি জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে সত্য প্রকাশ করতে চান, তাকেই শেষ পর্যন্ত জনশত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এই সংঘাতের তাৎপর্য কেবল বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ছবিটি দেখায়, কোনো সমাজে সত্যের গ্রহণযোগ্যতা সব সময় প্রমাণের শক্তি দিয়ে নির্ধারিত হয় না। অনেক সময় মানুষের বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানের প্রভাব, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সামাজিক কর্তৃত্ব সত্যের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে অন্ধবিশ্বাস শুধু ব্যক্তিগত অজ্ঞতার ফল নয়; ক্ষমতা ও স্বার্থের সহায়তায় তা সামাজিক কাঠামোর অংশও হয়ে উঠতে পারে। এখানে সত্য জানার চেয়ে সত্য বলার সাহস এবং সত্যকে গ্রহণ করার সামাজিক প্রস্তুতি আরও বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

'হীরক রাজার দেশে' এই প্রশ্নকে আরও বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নিয়ে যায়। চলচ্চিত্রটি শিশু-কিশোরদের জন্য নির্মিত হলেও এর বক্তব্য কোনো নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হীরক রাজার শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা, জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষমতার জন্য বিপজ্জনক। কারণ প্রশ্ন করতে শেখা মানুষকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মগজধোলাইয়ের যন্ত্র, বাধ্যতামূলক আনুগত্য এবং প্রশংসানির্ভর পরিবেশের মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ দেখান, ক্ষমতা যখন মানুষের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন প্রথম আঘাতটি আসে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির ওপর।

ছবির শিক্ষক উদয়ন পণ্ডিত তাই কেবল একজন প্রতিবাদী চরিত্র নন; তিনি মুক্তচিন্তার প্রতিনিধি। তাঁর অবস্থান মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষা মানে শুধু তথ্য মুখস্থ করা কিংবা নির্দেশ মেনে চলা নয়। শিক্ষার প্রকৃত কাজ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা, যুক্তি প্রয়োগের সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিবেক জাগিয়ে তোলা। যে শাসনব্যবস্থা প্রশ্নকে ভয় পায়, সে আসলে জ্ঞানকে নয়, মানুষের স্বাধীন সত্তাকেই ভয় পায়।

তবে সত্যজিৎ রায়ের যুক্তিবাদী অবস্থানকে বিচার করতে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম সতর্কতা প্রয়োজন। যুক্তিবাদ ও অন্ধবিশ্বাসের সমালোচনা করতে গিয়ে মানুষের সব ধর্মীয় অনুভূতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিংবা ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে একই পাল্লায় মাপা যায় না। বিশ্বাসের অধিকার মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ; কিন্তু কোনো বিশ্বাস যখন যাচাইযোগ্য বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য কিংবা স্বাধীনতার ক্ষতি করে, তখন তাকে প্রশ্ন করা জরুরি। যুক্তিবাদের শক্তি এখানেই যে, সে কোনো পরিচয় বা কর্তৃত্বের কাছে বিচারবুদ্ধিকে বন্ধক রাখতে চায় না। একই সঙ্গে যুক্তিবাদী মানুষকেও নিজের সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতে হয়। এই আত্মসমালোচনার মানসিকতা ছাড়া যুক্তিবাদও নতুন ধরনের গোঁড়ামিতে পরিণত হতে পারে।

বর্তমান সময়ে এই পাঠের প্রয়োজন আরও বেড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি অসম্পূর্ণ তথ্য, সম্পাদিত ছবি কিংবা ভিত্তিহীন দাবি মুহূর্তে অসংখ্য মানুষের বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে। গুজবের বিস্তার, অপতথ্যের প্রচার, ব্যক্তিপূজা এবং অন্ধ অনুসরণের পরিবেশে মানুষ অনেক সময় তথ্যের সত্যতা যাচাই করার আগেই নিজের পছন্দের বক্তব্যকে গ্রহণ করে। তখন প্রশ্ন করার পরিবর্তে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ খোঁজার প্রবণতা তৈরি হয়। সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টির দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায়, তথ্যের প্রাচুর্য আর জ্ঞানের গভীরতা এক নয়। জানার জন্য শুধু তথ্য সংগ্রহ যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বিচার, সংশয়, তুলনা এবং আত্মসংশোধনের ক্ষমতা।

সত্যজিৎ রায়ের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তাই তাঁর সৃষ্টির জনপ্রিয়তা কিংবা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মধ্যেই সম্পূর্ণ নয়। তাঁর সৃষ্টির একটি স্থায়ী শক্তি হলো, তিনি মানুষের কৌতূহলকে সম্মান করেছেন, চিন্তার স্বাধীনতাকে মূল্য দিয়েছেন এবং অন্ধ আনুগত্যের বিপরীতে বিবেকের অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফেলুদা আমাদের অনুসন্ধান করতে শেখায়, শঙ্কু অজানার দিকে কল্পনার দরজা খুলে দেয়, 'গণশত্রু' সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সামাজিক মূল্য দেখায়, আর 'হীরক রাজার দেশে' মনে করিয়ে দেয়–প্রশ্নহীন আনুগত্যের সমাজে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দুটোই বিপন্ন।

শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টির সবচেয়ে বড় শিক্ষা হয়তো কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ নয়, বরং একটি মানসিক স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা মানুষকে নিজের বিশ্বাস যাচাই করতে শেখায়, অন্যের বক্তব্যের প্রমাণ চাইতে শেখায় এবং প্রয়োজনে নিজের ভুল স্বীকার করার সাহস দেয়। কারণ অন্ধবিশ্বাসের বিপরীতে যুক্তির জয় কেবল একটি ভুল ধারণার অবসান নয়; এটি মানুষের নিজের কাছে ফিরে আসারও একটি পথ। যে সমাজে প্রশ্ন করার অধিকার নিরাপদ নয়, সেখানে সত্য কত দিন স্বাধীন থাকতে পারে? আর যে মানুষ নিজের বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করতে ভয় পায়, সে কি সত্যিকার অর্থে মুক্তচিন্তার অধিকারী?

লেখক : জহিরুল ইসলাম ; সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সবাজার, বাংলাদেশ।

তারিখ : ১৭/১১/২০২৬



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

সুফিয়া কামাল : বাংলা সাহিত্যে এক অবিনাশী আলোকশিখা

বিচিত্র কুমার

(গত সংখ্যার পর)

আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখন মেয়েরা বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক, প্রশাসক, উদ্যোক্তা ও সাহিত্যিক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এখনো অনেক মেয়েকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, শিক্ষাবঞ্চনা এবং সামাজিক কুসংস্কারের মুখোমুখি হতে হয়। অনেক পরিবারে ছেলের শিক্ষার জন্য যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, মেয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ততটা দেওয়া হয় না। আবার অনেক মেধাবী মেয়েকে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়।

এমন বাস্তবতায় সুফিয়া কামালের আদর্শ আমাদের নতুন করে ভাবতে শেখায়। একটি মেয়েকে শিক্ষিত করা মানে শুধু একজন মানুষকে শিক্ষিত করা নয়; একটি পরিবার, একটি প্রজন্ম এবং একটি সমাজকে আলোকিত করার পথ তৈরি করা। নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়, এটি তার ন্যায্য অধিকার। নারীকে সমান মর্যাদা দিতে পারলেই একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসেও সুফিয়া কামালের ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নারীদের সংগঠিত করতে ভূমিকা রাখেন। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে শুধু কয়েকজন ছাত্রের আন্দোলন ছিল না, বরং সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম ছিল, তা তাঁর কর্মকাে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা মানুষের অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। নিজের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে নিজের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়কে সম্মান করা।

বর্তমান প্রজন্মের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিদিন বাংলা ভাষায় কথা বলি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করি, কিন্তু অনেক সময় ভাষার শুদ্ধতা, সৌন্দর্য ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়ে সচেতন থাকি না। বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার অপ্রয়োজনীয় মিশ্রণ, ভুল বানান এবং অসংলগ্ন বাক্য ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। প্রযুক্তির ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সেই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্ববোধও থাকা জরুরি। সুফিয়া কামালের জীবন আমাদের শেখায়, ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি জাতির আত্মপরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি।

শিশুদের মানসিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। ১৯৫৬ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শিশু সংগঠন 'কচিকাঁচার মেলা'। তাঁর বিশ্বাস ছিল, শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের শুধু পাঠ্যবইয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত করলেই হবে না; সাহিত্য, সংস্কৃতি, সংগীত, আবৃত্তি, খেলাধুলা ও সৃজনশীল কর্মকাে'র মধ্য দিয়েও তাদের বিকাশ ঘটাতে হবে। একটি শিশুর মধ্যে মানবিকতা, দেশপ্রেম, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ তৈরি করতে হলে তার জন্য সুন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রয়োজন।

আজকের বাস্তবতায় এই চিন্তার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় শিশুরা অনেক সময় মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। খেলাধুলা, বই পড়া, প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ কমে যাচ্ছে। এর ফলে শিশুদের কল্পনাশক্তি, সামাজিক যোগাযোগ ও মানসিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে সুফিয়া কামালের সাংস্কৃতিক চেতনা অনুসরণ করে শিশুদের বই পড়া, কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা, ছবি আঁকা এবং সৃজনশীল কর্মকাে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ও সুফিয়া কামাল দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ দিনগুলোতে তিনি মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। যুদ্ধের নির্মমতা, মানুষের দুর্ভোগ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনচিন্তায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর 'একাত্তরের ডায়েরি' মুক্তিযুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ইতিহাস শুধু যুদ্ধের বিজয়গাথা দিয়ে তৈরি হয় না; সাধারণ মানুষের কান্না, ভয়, বেদনা, আত্মত্যাগ ও প্রতিরোধের মধ্য দিয়েও ইতিহাসের সত্যিকারের রূপ প্রকাশ পায়। তাঁর স্মৃতিকথা আমাদের সেই মানবিক বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়।

স্বাধীনতার পরও তিনি দেশ ও সমাজের নানা সংকটে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেননি। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে তিনি আজীবন সোচ্চার ছিলেন। ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। বয়সের ভার তাঁকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর এই সাহস আমাদের শেখায়, অন্যায় দেখেও চুপ থাকা কোনো সচেতন মানুষের দায়িত্ব হতে পারে না।

বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও রাজনৈতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক সময় ভিন্নমতের মানুষকে অপমান করা হয়, গুজব ছড়ানো হয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উসকে দেওয়া হয়। অথচ একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে হলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও মানবিক সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সুফিয়া কামালের অসাম্প্রদায়িক চেতনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মানবিকতা। ধর্মীয় বা সামাজিক পরিচয়ের কারণে কাউকে ঘৃণা করা সভ্যতার পরিচয় হতে পারে না।

তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো প্রতিবাদের সাহস। প্রতিবাদ মানেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা নয়; বরং যুক্তি, বিবেক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। একজন শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর প্রতি অবিচারের প্রতিবাদ করেন, একজন সাংবাদিক যখন সত্য প্রকাশ করেন, একজন নাগরিক যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তাঁরা সমাজের কল্যাণে দায়িত্ব পালন করেন। সুফিয়া কামালের জীবন আমাদের সেই দায়িত্বশীল প্রতিবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়।

সাহিত্য ও সমাজসেবায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি জীবনে বহু পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৭৬ সালে একুশে পদক এবং ১৯৯৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকারের দেওয়া তমঘা-ই-ইমতিয়াজ উপাধিও তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে তা বর্জন করেন। এই ঘটনা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা ও দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত সম্মান বা পুরস্কারের চেয়ে তাঁর কাছে মানুষের অধিকার ও আত্মমর্যাদা ছিল বড়। (চলবে)

হেমন্তকে আনলো ডেকে

সোমা মুৎসুদ্দী

হেমন্তকে আনলো ডেকে
ঠান্ডা দখিন হাওয়া
বছর ঘুরে হেমন্ত রূপ
আবার ফিরে পাওয়া।

সবুজ মাঠে সোনার ফসল
হেমন্তে আজ দোলে
হেমন্তেরই গল্প ছড়ায়
কবির হৃদয় খোলে।

হাটের কথা মাঠের কথা
হেমন্তে আজ সাজে
সবুজ পাতা ঘোমটা খোলে
মিষ্টি মধুর লাজে।

চিড়িয়াখানায় রাখি

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

মামার সাথে চিড়িয়াখানা
দেখত গেলো রাখি,
হরেক পশু দেখতে পেলো
তাই জুড়ালো আঁখি।
মনটা ভরে অথই সুখে
তাধিন ধিন ঘুরে,
বনের পশু চিড়িয়াখানা
দু#৩৯;চোখ গেলো জুড়ে।
খাঁচার মাঝে ওই তো দেখে
বনের বাঘ আছে,
ভালুক সিংহ বানর টিয়ে
দেখছে রাখি কাছে।
দেখেই পশু রাঙায় মন
খাতার পাতা খুলে,
চিড়িয়াখানা রঙ তুলিতে
রঙিন করে তুলে।
রাখির ছবি চিড়িয়াখানা
পশু পাখির মেলা,
রাখির মনে রংধনু রং
কাটে রঙিন বেলা।

হেমন্তে নবান্ন

মজনু মিয়া

হেমন্তের পাখি ডাকে ওঠো ভোর বেলা
সময় হয়েছে চলো মাঠে করো খেলা।
রাত হলে উঠান জুড়ে গানের আসর
জোছনা রাত সাজায় যেনো ফুল বাসর।
মাঠে ঘাটে কোলাহল কাজকাম ভরা
প্রকৃতি যে মনোরম সুন্দর ধরা।
কেউ কাটে পাকা ধান কেউ বয় বোজা
কেউ ঝারে আটি পেটা কেউ ধান খোঁজা।
নয়া ধানে নয়া চাল নবান্ন পিঠা
রাত জেগে গড়া হয় খেতে ভারী মিঠা।
পিঠা মেলা পৌষ মেলা ঘরে ঘরে হয়
হেমন্তের নবান্ন যে বড় মধুময়।
খোকাখুকু খালি গায়ে লুটোপুটি যায়
মায়ের হাতের পিঠা মজা করে খায়।

আঁচলের ঘ্রাণ

মাজহারুল ইসলাম

শীতের দিনগুলোতে মাকে বেশি মনে পড়ে,
সেলাই করা কাঁথা গায়ে জড়ালে
মনে হয় মায়ের বুকের ভিতর
ক্যাঙ্গারুর মতো ঢুকে আছি।

মা'র গায়ের ঘ্রাণে –
দুচোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসে।
নির্ঘুম রাতের কষ্ট ভুলে
ঘুমের রাজ্যে পাখা মেলে উড়ি।

কাঁথাগুলো যত পুরোনো হয়
আঁচলের ঘ্রাণ ততই বাড়ে।

অসুখ

মো. আশতাব হোসেন

হিংসা হলো কঠিন অসুখ,
ওষুধে সারে না, সেবা-যত্নে সারে না।
কোনো চিকিৎসক নেই এর,
কোনো আরোগ্য নেই।

এ অসুখ প্রথমে বাসা বাঁধে চোখে,
তারপর ছড়িয়ে পড়ে প্রাণে।
যারা পরশ্রীকাতর, তাদের
কুঁরে কুঁরে খায় এই রোগ।

বুকের ভেতর তাদের অগ্নিকুণ্ড,
অন্যের সুখ দেখলেই দাউ দাউ করে জ্বলে।
এক দণ্ড শান্তি নেই,
তৃপ্তি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

রাতের ঘুম তাদের চিবিয়ে খায়।
পরের বিজয় খবর এলে
অন্যের সুখের নিঃশ্বাসে
তাদের বুকে চাপা দেয় ভারী পাথর।

তারা ভালোকে ভালো বলতে পারে না,
ভালোকে ভালো চোখে দেখে না।
ভালোকে ভালো বলা ভালোমানুষের কাজ



সেখবর তারা জানেনি কোনোদিন।

অনেকে চায় লোকে তাকেই বলুক উত্তম,
জোর করে, কৌশল করে
নিজের প্রশংসা আদায় করে স্বাদ নেয়
যাদের মন অসুস্থ,যাদের চোখে অসুখ।

হেমন্ত এসেছে

মৃত্যুঞ্জয় দাশ শেখর

শান্ত স্নিগ্ধ নদী দেখে বলি,
এসেছে গো এবার হেমন্ত।
স্বচ্ছ জলে মাছের খেলা,
দেখতে পাচ্ছি আজ অনন্ত।

ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু,
দেখতে ভারি চমৎকার।
হাত বুলিয়ে নিই যখন,
হৃদয় ছুঁয়ে যায় আমার।

হালকা হালকা মিষ্টি কুয়াশা,
কি যে লাগছে ভালো!
হাত মেলে ধরতে গেলাম,
বুকে টেনে নিল।

মিষ্টি রোদে দক্ষিণা বাতাসে
দেখি,শিউলি ফুল ঝরে!
সুশী হৈমন্তী মেয়েটি দেখি,
ফুল কুড়িয়ে আঁচলে ভরে।

মায়ের আঁচল

মাসুদ রানা

মায়ের আঁচল শীতল ছায়া,
মায়ের বুকে সুখের মায়া।
মায়ের আমার সোনার পাখি,
মায়ের ছবি হৃদয় আঁকি।

মায়ের আমার সবার সেরা,
মায়ের নিয়ে স্বপ্ন ঘেরা।
মায়ের মুখে মিষ্টি হাসি,
মায়ের অনেক ভালোবাসি।

মায়ের মুখে মধুর বাণী,
মায়ের আমার নয়ন মনি।
মায়ের কোলে স্বপ্ন আঁকি,
মায়ের কোলে সুখে থাকি।

বাঁচব মরণে!

রকিবুল ইসলাম

যাবে থেমে সব কোলাহল,
নিভবে সাধের জীবন প্রদীপ!
নামবে তমসাবৃত গাঢ় আঁধার,
ছিনিয়ে নিবে আলো চোখের।

থামবে সকল ব্যস্ততা যখন,
জরা খরা ঘুচবে তখন।
ঘনাবে তমসাবৃত গাঢ় আঁধার,
লেনা দেনা মিটবে সকল।

ছিন্ন হবে সকল বাঁধন,
চাওয়া পাওয়ার হলোনা মিলন।
ফিরবোনা কভু আসবোনা আর,
অতি অসহায় এই ছিন্নমূল।

কাঁদবে সকল বন্ধু স্বজন,
করবে বিলাপ পরিবার পরিজন।
হলোনা জীবনে বাঁচা যখন,
"বাঁচব মরণে" সতত তখন।

জলের বুকে

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

শাপলা ফুটে জলের বুকে
লাল শাড়িটি পড়ে
সুখের বার্তা নিয়ে আসে
চঁড়ুই পাখি ঘরে।

ঘরের ভেতর টিয়া পাখি
ডাকে উচ্চ সুরে
পাখির ডাক শুনে আমার
মনটা কেমন করে।

চোখে জলে বুকটা ভাসে
পাখির কান্না দেখে
ছোট্ট পাখি খাঁচায় বন্দি
নির্দয় গেলো রেখে।

লাল শাপলায় জলের ফোঁটা
বাতাসে নৃত্য করে
বিন্দু জল দেখে মাছরাঙা
ঝাপটা দিয়ে ধরে।

আমি ও তো বন্দি পাখি
ভাঙা খাঁচার মাঝে
জীবন নদীর দুঃখ কষ্ট
হৃদয় মাঝে বাজে।

ফজরের মেসেজ

আনজানা ডালিয়া

তুমি মিশে আছো আমার নিত্য প্রার্থনায়
দূরে থেকেও তোমার ছোঁয়া পাই হাওয়ায়।
জীবনে দিয়েছো সন্মান,মনে রঙের দোলা
খুচরো পৃথিবী ভুলে তোমাতেই মনভোলা।
তোমার ছায়া সারাক্ষণ আমায় দেয় পাহারা
আল্লাহ পাকের কাছে দুহাত তুলে চাই সাহ-
ারা।
সকল অবসাদ দূর করে দিয়েছো
চোখের চাহনীতে আগলে রেখেছো।
আমাকে দিওনা আল্লাহ সেই গভীর ঘুম
আমি যেন তোমার মেসেজ না পাই-
"আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম"।

হেমন্তের উদাস দুপুর

রফিকুল ইসলাম

কুয়াশার চাদর জড়িয়েছে মাঠ, অলস গাঁয়ের পথ,
হিমেল বাতাসে থমকে গেছে যেন কার্তিকের রথ।
ঘাসের ডগায় জমে থাকা জল কার বিরহে কাঁদে,
উদাসীন মন অকারণে আজ স্মৃতির মায়ায় বাঁধে।
মাঠের সোনা রঙ ধানের শীষে ম্লান রোদ পড়ে নুয়ে,
হেমন্ত তার আঁচল বিছায় দিগন্তের সীমা ছুঁয়ে।
নবান্নের ঘ্রাণ ভেসে আসে গাঁয়ের মেঠো পথ পানে,
ধুলোহীন পথে একাকী পথিক হেঁটে যায় বাউল গানে।
অগ্রহায়ণের নিঝুম দুপুর কী যে এক কথা জানে!
কামরাঙা রোদ ফিকে হয়ে আসে হিম কুয়াশার টানে।
লাউয়ের মাচায় অলস ডানায় প্রজাপতি বসে রয়,
হলুদ সর্ষে ফুলের বনে মৌমাছি জানি কি কথা কয়।
হেমন্তের অবদানে এঁকে যায় প্রকৃতির রূপচ্ছায়া,
উদাস দুপুর বুনে চলে এক নীরব নারীর কায়া।

দৃষ্টি আকর্ষণ!
কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে ।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন ঃ
www.jonmobhumi.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

ফলহারিণী কালীপুজো কবে? জেনে নিন কোন কোন নিয়ম মানলে মিলবে সুফল

জ্যৈষ্ঠর অমাবস্যায় কালী মা পূজিত হন ফলহারিণী নামে। হিন্দুমতে, বিশ্বাস করা হয় ফলহারিণী কালীপুজো করলে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে। শুভফল পাওয়া যায়।

দশম মহাবিদ্যার প্রথম শক্তি তিনি। চার হাত। একহাতে খড়্গ। গলায় নরমুণ্ড। রক্তচক্ষু। মা কালীর পরিচিত রূপ এটাই। তবে মায়ের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন রূপে মা পূজিত হন। কখনও তিনি কৌশিকী, তিনিই আবার দীপান্বিতা, তিনিই মা চণ্ডী। প্রতিটি অমাবস্যায় মা পূজিত হন। জ্যৈষ্ঠর অমাবস্যায় কালী মা পূজিত হন ফলহারিণী নামে। হিন্দুমতে, বিশ্বাস করা হয় ফলহারিণী কালীপুজো করলে অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটে। শুভফল পাওয়া যায়।



কবে এই বছরের ফলহারিণী অমাবস্যা?

আগামী ১৬ মে, ১ জ্যৈষ্ঠ ফলহ-ারিণী কালীপুজো।

এ মহাযোগ! জ্যৈষ্ঠে আটটি 'বড় মঙ্গলবার', খুলবে বজরংবলীর কৃপার দুয়ার

মিটবে অর্থসংকট, আসবে সাফল্য, বুদ্ধ পূর্ণিমায় এই নিয়মগুলি মানলেই দুর্দান্ত কাটবে গোটা মাস

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী, ১৬ মে, ভোর ৫টা ১৩ মিনিটে শুরু অমাবস্যা। তিথি শেষ মধ্যরাত ১টা ৩১ মিনিট।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে, অমাবস্যা তিথি শুরু ১৫ মে, শুক্রবার ভোর ৪টে ১ মিনিটে। তিথি শেষ পরদিন ১৬ মে, মধ্যরাত ১টা ৪৯ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে।

এই পুজোর নিয়মাবলি:

ফলহারিণী অমাবস্যায় দেবীকে বিভিন্ন মরশুমি ফল দিয়ে পুজো দিতে হয়। আম, জাম, কলা, লিচু-সহ বিভিন্ন ফলের মালা তৈরি করে দেবীকে পরানোর রেওয়াজ রয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, কেউ যদি ফলহারিণী পুজোর দিন এমনটা করেন, তাহলে তাঁর জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে। তবে এইসব নিয়ম সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারাপীঠ-সহ একাধিক মাতৃপীঠে এইদিন মায়ের মূর্তি ফুলের বদলে ফল দিয়ে সাজানো হয়।

পুজোয় আর কী করতে পারেন?

জ্যোতিষমতে ফলহারিণী পুজোর দিন বিশেষ একটি নিয়ম মানলে ব্যক্তিগত সিদ্ধিপূরণ হতে পারে।

স্রেফ একটি মরশুমি ফল দিয়ে প্রথমে দেবীর পুজো দিতে হবে।

তারপর দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে নিজের মনের কথা জানাতে হবে।

পুজো শেষে নির্দিষ্ট ফলটি বাড়িতে এনে রেখে দিন। কোনওভাবেই ওই ফল খাওয়া যাবে না। এমনকী আগামী এক বছর ওই বিশেষ ফল খেতে পারবেন না ব্রতী।

যদি এক বছরের মধ্যেই নিজের মনস্কামনা পূরণ হয় তাহলে প্রসাদী ফলটিকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে হবে।

তারপর মায়ের পুজো দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ওই ফল খাওয়া যেতে পারে।

মা চতুর্ভুজা দিগম্বরী দেবী। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এলোকেশী, ভীষণরূপা। অথচ তাঁর কাছেই জগতের সমস্ত শান্তি বিরাজ করে। তিনিই মাতৃস্বরূপা দেবী কালী। ভক্তের প্রতি তাঁর আশীর্বাদ সর্বদা বর্ষিত হয়। অন্যান্য অমাবস্যাগুলির মতো এই তিথিরও বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। কথিত আছে, এইদিন স্বয়ং দেবী ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হন। যদিও ভক্তের চোখে তিনি সদা বিরাজমানা। তাঁর প্রকাশ সর্বত্রই। তবু ফলহ-ারিণী অমাবস্যায় বিশেষ নিয়ম মানলে সুখশান্তি আসে জীবনে।

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল , কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন





ইমামের সামাজিক মর্যাদা ও আচরণবিধি

শায়খ আতাউর রহমান নদভী

(গত সংখ্যার পর)

* মসজিদের উদার পরিবেশ : চেষ্টা করুন আপনার মাসজিদের পরিবেশ এমন রাখতে, যেন প্রতিটি মতাদর্শ ও ঘরানার মানুষ সেখানে দ্বিন শেখার জন্য স্বাচ্ছন্দ্যে আসতে পারে।

৪. বিদআত ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা

* যাবতীয় বিদআত, অনৈসলামিক রীতিনীতি ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখুন। * শুধু দাওয়াত খাওয়া এবং কিছু অর্থ কামানোর ধান্ধায় কোরআন-সুন্নাহর বাইরে বা সমাজের লোকদের কথায় নতুন কোনো ইবাদতের সিস্টেম চালু করবেন না।

* মানুষকে যা বলবেন তা আগে নিজে করে দেখাবেন।

* রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো কিছু খাবেন না। * সমাজের ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেবেন, এখানে তিক্ত একটি কথা না বলে পারছি না। এই যুগের মাদরাসাপড়ুয়া ছাত্ররা এবং আলেমদের বড় একটি সংখ্যা মনে করেন তাঁরা শুধু সালাম পাওয়ার জন্য দুনিয়াতে এসেছেন। তাই তাঁরা অন্যকে সালাম দেন না। এ প্রসঙ্গে আমার একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ছে। আমরা



তাঁকে সালাম দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকি যে তিনি আরেকটু কাছে এলে সালাম দেব; কিন্তু না, তার আগেই তিনি সালাম দিয়ে দিতেন। তাঁকে কেউ আগে সালাম দিতে পারেনি।

৫. মাজহাব ও অন্যান্য ওলামাদের প্রতি সহনশীলতা

* মতান্তরের প্রতি উদারতা : ভিন্ন ভিন্ন মাজহাব ও মতামতের প্রতি উদারতা এবং সহনশীলতা বজায় রাখুন। যে বিষয়ের পেছনে কোরআন ও সুন্নাহর কোনো না কোনো দলিল বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে, তা নিয়ে সাধারণ মানুষকে জোরজবরদস্তি বা পাকড়াও করবেন না।

* মাশায়েখদের সম্মান : আপনার সমসাময়িক বা অন্যান্য দ্বিনি নেতা, আলেম এবং মাশায়েখদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলুন। চাই তিনি যে মাজহাবেরই হোন না কেন? যে দলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন না কেন? এসব কথা মানতে পারলে সমাজে আপনার মর্যাদা বাড়বে।

* অবসর সময়ে জিকির-আজকার করতে থাকুন। বিশেষ করে ইস্তিগফার করতে থাকুন, আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

৬. রাজনীতি ও বিতর্কিত বিষয় পরিহার

* রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ের জটিল চোরাবালি এবং অনাবশ্যক বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। মসজিদের মিম্বারকে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ির ঊর্ধ্বে রাখুন।

৭. নামাজের পর মুসাল্লায় (জায়নামাজে) অবস্থান ও সুন্নত আদায়

* প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের পর তাড়াহুড়া না করে কিছুক্ষণ জায়নামাজে জিকির ও দোয়ায় অবস্থান করুন। তবে এটি আপনার নিজস্ব ইবাদত। তাই এটি কোনোভাবেই জোরে করা যাবে না। কারণ আপনার জোরে জোরে দোয়া কত মানুষ সুরাতুল ফাতেহা ভুলে তা কি আপনি জানেন? তাই আপনার দোয়া জান্নাতে না নিয়ে জাহান্নামেও নিতে পারে–এটি ভুলে যাবেন না। মেহরাবের পেছনের দরজাগুলো মূলত (মানুষের মুখোমুখি হওয়া থেকে) পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা। মসজিদে এমন দরজা রাখবেন না।

* সব সময় মেহরাবের ভেতর থেকেই সরাসরি জায়নামাজে আসা এবং সালাম ফিরিয়েই সেখান দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার স্থায়ী অভ্যাস করবেন না। কোনো বিশেষ বাধ্যবাধকতা বা জরুরি প্রয়োজন থাকলে তা ভিন্ন কথা।

* ফরজের আগের ও পরের সুন্নাত নামাজগুলো মসজিদেই আদায় করুন। যদিও সাধারণ মানুষের জন্য সুন্নত ও নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম, কিন্তু একজন ইমাম হওয়ার খাতিরে আপনি তা করবেন না; বরং মুসল্লিদের শিক্ষা দেওয়া এবং ভুল-বোঝাবুঝি এড়াতে মসজিদেই তা আদায় করুন।



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



মঙ্গলবার থেকে হিংসা ছড়িয়েছে বাংলাদেশের মোট ১৫টি জেলায়। শুধু গোপালগঞ্জ নয়, পাশের জেলা ফরিদপুরেও হাসিনার সমর্থকদের সঙ্গে বিএনপি সমর্থকদের লড়াই হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। সেই সংঘর্ষে বিএনপির কৃষক শাখা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের স্থানীয় নেতা রাজু মোল্লার মৃত্যু হয়েছে। বিএনপির দলীয় কার্যালয় এবং বেশ কয়েকটি মোটর সাইকেলে আগুন ধরানো হয়। নাশকতার ঘটনা ঘটেছে নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোনা, পিরোজপুর, রংপুর, কুমিল্লা, মেহেরপুর, হবিগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুরেও। বিক্ষোভের আঁচ থেকে মুক্ত নয় রাজধানী শহর ঢাকাও। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার তেজগাঁও ও মীরপুর এলাকায় স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৪৫ থেকে ১১টা ১৫-র মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা চারটি বাসে আগুন লাগিয়ে দেয় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা। তবে কারও হতাহতের খবর নেই। এই পরিস্থিতিতে বিক্ষোভকারীদের সতর্ক করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ। তাঁর সাফ কথা, 'ভিডিয়ো ফুটেজ, অডিয়ো রেকর্ডিং বা ছবি দেখে থানা, পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানোয় জড়িত ব্যক্তিদের আজ বা কাল চিহ্নিত করা হবে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে সরকার।' বিক্ষোভের কেন্দ্রে থাকা টুঙ্গিপাড়া থানায় ২০০ পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে মন্ত্রী সালাউদ্দিন জানিয়েছেন। তবে প্রাণহানি ঠেকাতে সরকার পুলিশকে কোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় এক সাংবাদিক জানাচ্ছেন, টুঙ্গি থানায় ৩০ জন সন্দেহভাজন আওয়ামি সমর্থককে আটক রাখা হয়েছিল। এখন থানা খালি করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সামা ওবাইদ ইসলাম এখন ফরিদপুরেই রয়েছেন। তিনি বলেন, 'ক্ষমতাচ্যুত ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগ দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছে।' নিষিদ্ধ আওয়ামি লিগের নাশকতার প্রতিবাদে ডিসেম্বরজুড়ে কর্মসূচি ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছে জামাত।

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, টুঙ্গিপাড়ায় থানা ও সাংসদের বাড়িতে আগুন, বিমানবন্দরের কাছে বোমা ফেটে জখম ৩

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের আগে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত বাংলাদেশ। মঙ্গলবার রাতে দফায় দফায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটল বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শেখ হাসিনার খাসতালুক টুঙ্গিপাড়ায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় থানায়। অন্তত তিনটি গাড়ি ভস্মীভূত হওয়ার খবর মিলেছে। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে সংসদ সদস্য এসএম জিলানীর বাড়িতেও। এ সময় 'জয় বাংলা' স্লোগানও শোনা গিয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই অভিযোগের তির হাসিনার আওয়ামি লিগের দিকে। আগুন জ্বলেছে রাজধানী ঢাকাতেও। পল্লবী ও মহাখালিতে দুটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্যামলীতেও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

পাশাপাশি সোমবার রাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে ফ্লাইওভারের উপর থেকে দু'টি দেশি বোমা ছোড়া হয়েছে। জখম হয়েছেন তিন পথচারী। ঢাকা এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ কামরুল ইসলাম তালুকদার জানিয়েছেন, ফ্লাইওভারের উপর অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা বোমা ছুড়েছে। একটি বোমা ফেটেছে বিমানবন্দরের বাইরের গেটের কাছে, অন্যটি ফ্লাইওভারের সংযোগস্থলে জসিমুদ্দিন এলাকায়। তবে এই ঘটনার সঙ্গে হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যবর্তনের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তদন্ত চলছে।

এদিকে, বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে উত্তেজনার আঁচ পৌঁছে গিয়েছে ব্রিটেনের রাস্তাতেও। সোমবার রাতে পূর্ব লন্ডনের রোমফোর্ডে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও আওয়ামি লিগের সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়েছেন। লন্ডনে আসা এনসিপি প্রধান নাহিদ ইসলামের জন্য আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনার একটি অনুষ্ঠান ঘিরে সংঘর্ষের এই ঘটনা। জখম হয়েছেন চার-পাঁচজন। আওয়ামি লিগের সমর্থকদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন বাংলাদেশের এই প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক অশান্তির পাশাপাশি বেতনবৃদ্ধির দাবিতে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভও অব্যাহত। ফাঁপরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার। প্রতিবাদী শ্রমিকরা এদিন ঢাকার সঙ্গে টাঙ্গাইল, আরিচা ও ময়মনসিংহ সংযোগকারী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়ে অবরুদ্ধ করে দেন। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে চলে লাঠি, কাঁদানে গ্যাস। সাউন্ড গ্রেনেডও ব্যবহার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

অশান্তির এই আবহেই হিন্দুনেতা চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে চট্টগ্রাম জেল থেকে ঢাকার বিশেষ জেলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোমবার কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে ঢাকার জেলে আনা হয়েছে। তবে কী কারণে এই স্থানান্তর, তা স্পষ্ট করেনি পুলিশ।

উত্তাল বাংলাদেশে জ্বলল ইউনুসের বাড়ি! আওয়ামি-বিএনপি সংঘর্ষে মৃত ৮

চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় অবস্থিত ইউনুসের পৈতৃক বাড়ি। অভিযোগ, বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে দেয়।

ডিসেম্বরেই দেশে ফিরবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার আগে অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। প্রকাশ্যে মিটিং-মিছিল করছেন নিষিদ্ধ আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভে ছড়িয়ে পড়ছে জেলায় জেলায়। বুধবার চট্টগ্রামে পূর্ববর্তী অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, নড়াইলে বিএনপি-আওয়ামি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে বন্‌ধের ডাক দিয়েছে হাসিনার দল। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় অবস্থিত ইউনুসের পৈতৃক বাড়ি। অভিযোগ, বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী বাড়িটিতে অগ্নিসংযোগ করে দেয়। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক জানান, বাড়িটির নিচতলায় একটি পরিত্যক্ত কক্ষে আগুন লাগিয়ে দেন কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় যুবক। দ্রুত সেই আগুন নেভানো হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশিও শুরু হয়েছে।

এদিকে বুধবার সন্ধ্যায় নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় মোটরবাইক মিছিল বের করে বিএনপি।সেখানে হামলার অভিযোগ উঠেছে আওয়ামি লিগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন। হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার বেন্দারচর এলাকার বটতলা মোড়ে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সূত্রের খবর, আওয়ামি লিগের 'আস্ফালনে'র প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি বেন্দারচর এলাকায় পৌঁছাতেই সেখানে হামলার অভিযোগ ওঠে আওয়ামি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন কালিয়া পৌর যুবদলর সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মহম্মদ মফিজুর রহমান এবং উপজেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন ইসলাম, উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানে সোহেল এবং শাহিনের মৃত্যু হয়। শুধু তাই নয়, দুই দলের সংঘর্ষে ঢাকায় আরও দু'জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

ঢাকায় চিরুনি অভিযান শুরু

১৫ জেলায় নাশকতা, দুজন নিহত, বাস ও রেললাইনে আগুন

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : কোথাও বাসে, কোথাও রেললাইনে, আবার কোথাও বিএনপির কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। আগুন দেওয়া হয়েছে থানায়। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সংসদ সদস্যের বাড়িও। গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত গোপালগঞ্জসহ দেশের ১৫ জেলায় নাশকতার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় একটি বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় হত্যা করা হয়েছে কৃষক দলের এক নেতাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

নাশকতার ঘটনা ঘটেছে গোপালগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোনা, পিরোজপুর, রংপুর, কুমিল্লা, মেহেরপুর, হবিগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুরে। নাশকতার চেষ্টা চালানো হয়েছে দুই জেলায়।

টুঙ্গিপাড়া থানায় আগুন এবং সেখানে বিএনপির সংসদ সদস্যের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া নাশকতার বিভিন্ন ঘটনায় নিষিদ্ধ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ছয় বাসে আগুন

নারায়ণগঞ্জে তিনটি বাস আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে রূপগঞ্জে একটি বাস ডিপোর সামনে পার্ক করে রাখা দুটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আর গতকাল রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড়ে মহাসড়কের পাশে পার্ক করে রাতে একটি স্টাফ বাসে আগুন দেওয়া হয়।

আজ ভোরে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের আবদুর রশিদ মার্কেট এলাকায় মেঘলা ট্রান্সপোর্টের বাস ডিপোর সামনে এ ঘটনা ঘটে। তিনটি মোটরসাইকেলে করে আসা ছয়জন মুখোশধারী ব্যক্তি বাস দুটিতে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের ভাষ্য, আজ ভোরে উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের আবদুর রশিদ মার্কেট এলাকায় মেঘলা ট্রান্সপোর্টের বাস ডিপোর সামনে দুটি বাস পার্ক করে রাখা ছিল। এ সময় তিনটি মোটরসাইকেলে করে ছয়জন মুখোশধারী ব্যক্তি এসে বাস দুটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় ভোর সাড়ে চারটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে ততক্ষণে বাস দুটির ভেতরের অংশ পুড়ে যায়। বাসের স্টাফ মো. আলম দাবি করেন, আগুনে বাসের সিটসহ সব কিছু পুড়ে গেছে।

এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাউদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, কারা এ ঘটনায় জড়িত, তা শনাক্ত করতে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের সানারপাড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে পার্ক করে রাখা 'থ্রি স্টার' পরিবহনের একটি স্টাফ বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। ক্ষতিগ্রস্ত বাসটির মালিক ঢাকার ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা লোকমান মামুন। তিনি জানান, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের কাজে বাসটি ব্যবহার করা হতো।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ এমদাদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, মহাসড়কের পাশে পার্ক করে রাখা বাসটিতে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে বাসের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

ঢাকায় চিরুনি অভিযান শুরু, মাঠে সরকারের ৪ বাহিনী

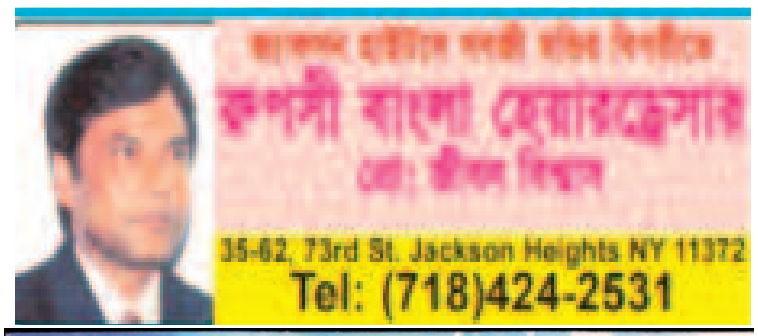
গোপালগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় নাশকতা ও সহিংসতা করে রাজধানী ঢাকায় আশ্রয় নেওয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধরতে চিরুনি অভিযান শুরু করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) বিকালে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ তথ্য জানান ডিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার নিয়াজ মেহেদী।

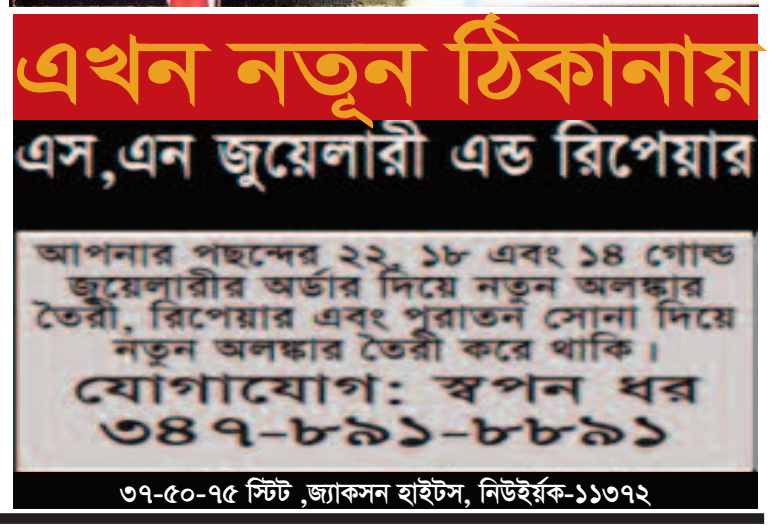
তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতা ও সহিংসতা করে রাজধানীতে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের গ্রেফতারে ইতোমধ্যে চিরুনি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। নাশকতা প্রতিরোধে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চৌকি ও টহল বাড়ানো হয়েছে।নাশকতার উদ্দেশ্যে কেউ বের হলে তাকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনাই এসব তল্লাশি চৌকির মূল লক্ষ্য, জানান ডিএমপির অতিরিক্ত উপকমিশনার। তিনি জানান, নাশকতার ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পুলিশ কাজ করছে। ইতোমধ্যে কয়েকজন সংগঠক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আত্মগোপনে থাকা বা পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের গ্রেফতারে শিগগিরই আরও অভিযান চালানো হবে।

এদিকে গোপালগঞ্জে সাম্প্রতিক নাশকতার ঘটনার পর রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আগামী ১৯ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কথিত 'লকডাউন' কর্মসূচিকে ঘিরে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তাদের দাবি, ডিসেম্বরকেন্দ্রিক অস্থিতিশীলতা তৈরির লক্ষ্যে ধারাবাহিক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ। তবে তাদের এই পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বাহিনীগুলো সক্রিয় হয়ে উঠেছে।









অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা

www.jonmobhumi.com



ধর্ষণ-যৌন হেনস্তা-তোলাবাজি! ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে বাগুইআটি থানায় জিরো এফআইআর

কোলকাতা ডেস্কঃ জিরো এফআইআরের ভিত্তিতে বাগুইআটি থানার তরফে অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নতুন করে এফআইআর দায়ের। ইন্দ্রনীল সেন ও ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে বাগুইআটি থাকায় জিরো এফআইআর দায়ের করলেন এক সমাজকর্মী। তাঁদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, দুর্নীতি ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাগুইআটি থানার তরফে অভিযোগগুলি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুধু প্রাক্তন দুই মন্ত্রী নন একাধিক সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধেও জিরো এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৩ মহিলা। সেই অভিযোগগুলির তদন্তের জন্য রাজীব সরকার নামের এক সমাজকর্মী বাগুইআটি থানায় জিরো এফআইআর দায়ের করেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, তোলাবাজি-সহ দুর্নীতির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সেই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই ১২ নভেম্বর জিরো এফআইআর দায়ের হয়। পরে সেই অভিযোগগুলি বিধাননগর উত্তর থানায় পাঠিয়ে দেয় বাগুইআটি থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর প্রিভিউ পাস সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় বর্তমানে জেলে রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। এবার তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা হওয়ায় বিপাকে প্রাক্তন মন্ত্রী। রাজ্যে পালাবদলের পর রাজনীতি থেকে দূরে রয়েছেন ব্রাত্য বসু। তাঁকে সেভাবে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এবার ব্রাত্যর বিরুদ্ধেও ধর্ষণ, যৌন হেনস্তার অভিযোগে জিরো এফআইআর দায়ের হল। যদিও এবিষয়ে এখনও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, "যাঁরা অভিযোগ করছেন তাঁরা এখন মুখ খুলতে পারছেন। এতদিন তাঁরা মুখ খুলতে পারছিলেন না। এই ঘটনার তদন্তে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব থাকবে না। দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী সাজা হবে।"

এবিষয়ে সমাজকর্মী রাজীব সরকার বলেন, "অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য তিন অভিযোগকারীর উপর ব্যাপক চাপ আসছিল। তাঁদের মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই আত্মগোপন করেছেন। আমার কাছে এই সংক্রান্ত মামলার তথ্য এসেছিল। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বাগুইআটি থানায় জিরো এফআইআর দায়ের করি। অভিযুক্তদের তালিকায় ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেন, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ সরকাররা রয়েছেন।"



হরিণঘাটায় হবে ক্যাম্পা কোলার প্ল্যান্ট, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ভূমিপুজো ।। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কোলকাতা ডেস্কঃ চলতি বছরেই বাংলায় বিনিয়োগ করছে আম্বানি গোষ্ঠী। ডিসেম্বর মাসেই ক্যাম্পা কোলার প্ল্যান্ট ভূমিপুজো। নদিয়ার হরিণঘাটায় এই প্ল্যান্ট খুলতে চলেছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। একথা খোদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার রাতে পোস্তা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পুজোরতে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি বিনিয়োগের বিষয়ে জানান। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরে বলেন, "আদানি আরোগ্য মন্দির করা হয়েছে। ডিসেম্বরের শুরুতে ক্যাম্পা কোলা আসছে। জানুয়ারিতে জিন্দলের ভূমিপুজো। শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদেরও খেয়াল রাখতে হবে।"

রাজ্যের পালাবদলের পিছনে অন্যতম কারণ ছিল শিল্পহীনতা! বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল তাদের সরকার বাংলার হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনবে। সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার কাজ করছে! এর আগে লাভ কোজির নতুন কারখানা থেকে আমূলের ফ্যাক্টরি খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপাত্রবাড়ে তৈরি হবে গভীর বন্দর। লগ্নি আনতে মুকেশ আম্বানি থেকে গৌতম আদানিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউটাউনে হাসপাতাল তৈরি করছে আদানিরা। এবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন হরিণঘাটায় আসছে ক্যাম্পা কোলা। ডিসেম্বর মাসেই হবে ভূমিপুজো। এই বিনিয়োগের ফলে রাজ্যে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরাসরি কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্ল্যান্টকে কেন্দ্র অন্যান ছোট ব্যবসা গড়েস উঠবে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহল মহল।

কংগ্রেসের দাবি ১৮১, সমাজবাদী পার্টির প্রস্তাব সাকুল্যে ২৪! উত্তরপ্রদেশে অথৈ জলে ইন্ডি জোট

দিল্লি ডেস্ক ঃ শেষমেশ উত্তরপ্রদেশে আদৌ ইন্ডিয়া জোটে আসনরফা হবে তো? বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের সদিচ্ছা নিয়েই। আসনরফা নিয়ে আলোচনার শুরুতে দুই শিবির একেবারে দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে।

একদিকে যেমন কংগ্রেস যে ১৮১ আসনের দাবি জানিয়েছে সেটা একপ্রকার বেমক্কা। কংগ্রেস নেতারাও জানেন, সেটা পাওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে যে প্রস্তাব দিতে চলেছে সেটাও একপ্রকার অসম্ভব। সূত্রের খবর, সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে প্রাথমিকভাবে মোটে ২৪টি আসন ছাড়তে চাইছে। ইতিমধ্যেই সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব জানিয়েছেন কংগ্রেস ১৮১ আসনের দাবি করছে। সেটা যে সম্ভব নয়, তাও ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন তিনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, ওই বিশাল অঙ্কের আসন পাওয়া যে সম্ভব নয়, সেটা কংগ্রেসও জানে। তবে দল একটা মোটামুটি সম্মানজনক আসনে লড়তে চায়। সেক্ষেত্রে ১০০ আসনকে বেঞ্চমার্ক ধরা হয়েছে।

কিন্তু পালটা সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে যে অফার দিতে চলেছে, সেটা আর যা-ই হোক সম্মানজনক নয়। সূত্রের দাবি, ২০২২ সালে যে আসনগুলিতে একা লড়ে কংগ্রেস প্রার্থীরা ২০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছিলেন সেই আসনগুলি কংগ্রেসকে ছাড়ার প্রস্তাব দেবে সমাজবাদী পার্টি। সংখ্যাটা মোটে ২৪! আসলে কংগ্রেস যেমন অনেক বেশি আসনের দাবি নিয়ে দর কষাকষি শুরু করতে চাইছে, সমাজবাদী পার্টিও তেমনই অনেক কম আসন থেকে দর কষাকষি শুরু করতে চাইছেন। যাতে দর কষাকষি সামঞ্জস্যের একটি জায়গায় এসে থামে। সূত্রের দাবি, সমাজবাদী পার্টি মোটামু-



টিভাবে ৫০ আসন থেকে ৭০ আসনের বেশি ছাড়তে চায় না কংগ্রেসকে। ফলে দুই শিবিরের মধ্যে দড়ি টানাটানিটা যে দীর্ঘ হতে চলেছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আঞ্চলিক নেতাদের তত্ত্বে জোর দিচ্ছেন রাহুল গান্ধীরা। সোমবার দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। সূত্রের খবর, সেখানেই রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, আসন সংখ্যার থেকে দল কতগুলিতে জিততে পারে, সেদিকে জোর দিতে হবে। মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া জোট একত্রিতভাবে গদিচ্যুত করবে লখনউয়ের সন্ন্যাসী রাজাকে। তবে লখনউয়ের গদির লড়াইয়ে কংগ্রেস যাতে সম্মানজনক আসনে লড়তে পারে, সেই বিষয়টিতেও জোর দিয়েছেন রাহুল। পাশাপাশি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে কেন্দ্র বা এলাকায় দলের সংগঠন এবং জেতার মতো প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে সেই এলাকাগুলিতে জোর দিতে হবে।

মোদিকে 'খুবই কঠোর মানুষ' বললেন ট্রাম্প

দিল্লি ডেস্ক ঃ ফিলিপাইনে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কোয়াড নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'খুবই কঠোর মানুষ' বলে প্রশংসা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মোদির পাশে দাঁড়িয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, 'তিনি একজন খুবই কঠোর মানুষ।এরপর জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'আর তিনি হয়তো আরো বেশি কঠোর।'

এ সময় কোয়াডের অন্য দুই নেতা, জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজও উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে ট্রাম্প বলেন, এই তিন নেতা ও তাদের দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। সবাই বন্ধু এবং অসাধারণ মানুষ।শীর্ষ সম্মেলনের আরেকটি বৈঠকেও মোদির প্রশংসা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'মোদি আমার বন্ধু, একজন মহান নেতা এবং বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত সম্মানিত।' এর আগেও বিভিন্ন সময়ে মোদির প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। চলতি বছরের জুনে সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি মোদিকে 'মহান নেতা' ও 'খুবই কঠোর ব্যক্তিত্ব' বলে উল্লেখ করেন।

এ ছাড়া তাকে বিশ্বের যেসব নেতাকে তিনি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করেন, তাদের একজন বলেও মন্তব্য করেন।ওই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, মোদির আগে ভারতে ঘন ঘন ক্ষমতার পরিবর্তন হতো। কিন্তু মোদি ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন এবং শক্ত অবস্থানে আছেন।

এ বছর ফিলিপাইন দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে। পাশাপাশি ২০২৪ সালের পর এবারই প্রথম কোয়াড নেতাদের সরাসরি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে গঠিত এই জোটের সর্বশেষ সরাসরি সম্মেলন ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর আয়োজক ছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

কোয়াডকে ভারতের জন্য একটি গঠনমূলক ও নির্ভরযোগ্য অংশীদারি হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় কোয়াড নেতাদের বৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন। মোদি বলেন, কোয়াডভুক্ত চার দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এ পর্যন্ত পাঁচবার বৈঠক করেছেন। এটি এই অংশীদারির প্রতি দেশগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও অভিন্ন অঙ্গীকারের প্রমাণ।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD
Board Certified Internal Medicine
Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.



True Medical Care P.C
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



এপেক শীর্ষসম্মেলনে মুখোমুখি তিন বিশ্বনেতা

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শীর্ষ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে তাঁর ঘোষণা– ''এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সুস্থিত ও শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন এবং আরও নিবিড় আর্থিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা কাজ চালিয়ে যাব।''

এপেক শীর্ষসম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, "আমার নেতৃত্বে, আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম জ্বালানি সরবরাহকারী। আমার প্রশাসন জ্বালানি অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের জন্য এই সম্মেলনে হাজির অনেক দেশের সঙ্গে কাজ করছে। আমরা সবেমাত্র আলাস্কায় একটি বিশাল তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন অনুমোদন করেছি, যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সাশ্রয়ী মূল্যের মার্কিন প্রাকৃতিক গ্যাস এশিয়ায় রফতানি করা হবে। এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম পাইপলাইন।" ভেনেজুয়েলায় ক্ষমতার পালাবদলের পরে আমেরিকার বড় বড় তেল কোম্পানিগুলি সেখানকার বাজারে প্রবেশ করছে জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ''আমরা ভেনেজুয়েলায় অসাধারণ ব্যবসা করছি। আমেরিকা শুধু এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির প্রতিই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, আমরা স্থিতিশীলতা ও শান্তির প্রতিও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।''

বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানানোর আগে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে জিনপিং! নিন্দা মার্কিন শুল্কনীতি ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞার

আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে ট্রাম্পের দাবি কম্বোডিয়া-তাইল্যান্ড সশস্ত্র সংঘাতে ইতি টানতে মধ্যস্থতা করেছে আমেরিকা। এপেক পার্শ্ববৈঠকে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শই জিনপিংয়ের



মুখোমুখি হবেন ট্রাম্প। এই প্রথম বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসতে চলেছেন তিন রাষ্ট্রনেতা। তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে ট্রাম্প মুখোমুখি বৈঠক করেন পুতিনের সঙ্গে। জিনপিংয়ের সঙ্গেও পৃথক ভাবে আলোচনায় বসেন। ২০২৫ সালের অগস্টে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত রাশিয়া-মার্কিন শীর্ষ সম্মেলনের পর আবার আলোচনা হল ট্রাম্প-পুতিনের। বুধবার শীর্ষসম্মেলনের নৈশভোজের আগে ফোটোসেশন পর্বে জিনপিং এবং তাঁর স্ত্রী পেং লিউয়ান আনুষ্ঠানিক ভাবে অভ্যর্থনা জানান ট্রাম্প এবং পুতিনকে। করমর্দনের পাশাপাশি তিন রাষ্ট্রনেতাকে পরস্পরের পিঠ চাপড়াতে এবং কুশল বিনিময় করতেও দেখা যায়।

বৃহস্পতিবার এপেক মূল শীর্ষসম্মেলনে জিনপিং জানান, সদস্যরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দৃঢ় করতে চিন ২ কোটি ডলার দেবে। তিনি বলেন, "গবেষণা, মতবিনিময় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা শেনজনে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমিউনিটি স্টাডি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করব।" ডিজিটাল প্রযুক্তি, আন্তঃসীমান্ত তথ্যপ্রবাহ, পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে চিন বিভিন্ন সহযোগিতা সংস্থা গড়বে।'' এপেক বৈঠকে যোগ দিতে শেনজনে গিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার কমিউনিস্ট একনায়ক কিম জং-উন। জল্পনা রয়েছে, বৃহস্পতিবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে কিছুক্ষণের জন্য হাজির হতে পারেন তিনি।

বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে অভ্যর্থনা জানানোর আগে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে জিনপিং!

বৃহস্পতিবার সকালে জিনপিং, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরান পরিস্থিতি, বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

ত্রিপাক্ষিক শীর্ষবৈঠকে যোগ দিতে আসা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিমানবন্দরে গিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তার আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে পশ্চিমি বাণিজ্য-আধিপত্যবাদ, শুল্কনীতি ও আর্থিক নিষেধাজ্ঞা নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

বুধবার দক্ষিণ চিনের শহর শেনজনে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (এপেক) শীর্ষসম্মেলনে যোগ দেন পুতিন এবং জিনপিং। সেখানে চিনের প্রেসিডেন্ট পশ্চিমি বাণিজ্য-আধিপত্যবাদের বিরোধিতার অঙ্গীকার করেন। বিশেষত ওয়াশিংটনের উন্নত এআই চিপ রফতানিতে কড়াকড়ি এবং চড়া শুল্কনীতির বিপরীতে তিনি মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-র বিধি মেনে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থা রক্ষার আহ্বান জানান। অন্য দিকে, পুতিন তাঁর বক্তৃতায় ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার উপর আরোপিত পশ্চিমি আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক এবং রফতানি বি-ধিনিষেধকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ''আধিপত্যবাদী শক্তিগুলি উদীয়মান অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমিয়ে রাখতে চাইলেও নিষেধাজ্ঞা জারির কৌশল সফল হয়নি।'' এপেক শীর্ষসম্মেলনের ফাঁকে পুতিনের সঙ্গে পার্শ্ববৈঠক করেন জিনপিং। এর পরে শেনজনে বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে লাল-কার্পেট অভ্যর্থনা জানাতে যান তিনি। রানওয়ের উপর ট্রাম্পকে আলিঙ্গনও করেন।

ইউক্রেন সেনার ক্ষেপণাস্ত্র হানায় ভেঙে পড়ল কের্চ সেতুর একাংশ! এ বার কি ক্রাইমিয়া দখলের ছক জল্লেনস্কির?

ফিলিপিন্সের রাজধানী ম্যানিলা থেকে সরাসরি বুধবার শেনজনে পৌঁছোন ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার সকালে জিনপিং, পুতিন ও ট্রাম্পের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইরান পরিস্থিতি, বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও পারমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত করে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের বিনিময়ে জিনপিং উন্নত এআই চিপ সরবরাহে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার এবং আমেরিকা-তাইওয়ান সামরিক সহযোগিতায় রাশ টানার শর্ত দিতে পারেন। চিনের বাণিজ্যনীতি নিয়ে আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলির আপত্তি রয়েছে। তাদের অভিযোগ, নিজস্ব উৎপাদন খাতকে অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার কারণে চিনের বার্ষিক বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এক ট্রিলিয়ন (১ লক্ষ কোটি) ডলারের বেশি হয়েছে। ওয়াশিংটন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আশঙ্কা, আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থায় চিনের আধিপত্য অন্য দেশগুলির শিল্প ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আশঙ্কা তৈরি করছে।

দ্য ইকোনমিস্টের বিশ্লেষণ

বাংলাদেশ আর উন্নয়নের তারকা নয়

প্রতিষ্ঠানের আমানতকারীরা অভিযোগ করেছেন, সন্তানদের বিয়ে বা মা-বাবার শেষকৃত্যের জন্য জমানো টাকা তাঁরা তুলতে পারছেন না।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বড় একটি অংশ দেউলিয়া হওয়ার ঝুঁকিতে আছে। এর একটি কারণ শেখ হাসিনা ওয়াজেদের স্বৈরশাসনামলে ব্যাংক থেকে অর্থ লুটপাট। ছাত্রদের নেতৃত্বে ২০২৪ সালের আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে তিনি ১৫ বছর ক্ষমতায় ছিলেন। দুর্নীতির কারণে ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ জমেছে। এসব ঋণের অনেকগুলোই আর ফেরত পাওয়া যাবে না। যাঁরা ব্যাংক চালাতেন, তাঁরাই ব্যাংক থেকে ঋণও নিয়েছেন, এমন ধনকুবেরদের কেউ কারাগারে, কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন।

শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা বলার পর রাজধানীতে ৫০টির বেশি হাতে তৈরি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সরকারের দাবি, এর পেছনে আওয়ামী লীগ রয়েছে। শেখ হাসিনা হয়তো দেশে ফেরার কথা বলে চাপ তৈরি করছেন। রক্তাক্ত দমন-পীড়নে ভূমিকার জন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তবে তিনি সত্যিই ফিরলে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেন।

এখন ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খেলাপি। তুলনায় ভারতে এই হার ১ দশমিক ৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫ শতাংশ। ফলে পুরো খাতই কার্যত দেউলিয়া। ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতা মাপার একটি সূচক হলো ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধনের অনুপাত। বাংলাদেশে এই অনুপাত ঋণাত্মক ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।

এই সংকট বাংলাদেশের এক বড় বৈপরীত্যের পরিণতি আরও খারাপ করতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু রাজনীতির অবস্থা খারাপ। বিশ্বের অষ্টম জনবহুল এই দেশে ১৮ কোটি মানুষ বাস করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তারা বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলেছিলেন। দেশটি ছিল দরিদ্র, বন্যাপ্রবণ এবং শরণার্থী ছাড়া বিশ্বের বাকি অংশে রপ্তানির মতো পণ্যও ছিল খুব কম। কিন্তু পরে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখায়। দ্রুত প্রবৃদ্ধি হয়েছে, দারিদ্র্য কমেছে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দুর্বল অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা ও দুর্বল প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও এই অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশ কখনো ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, কখনো সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গেছে।

নবনির্বাচিত সরকার এখন নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর একটি অন্তর্বর্তী সরকারের জায়গায় ক্ষমতায় এসেছে। এখন ব্যাংকিং খাতের সংকট এবং পোশাকশিল্পে ধর্মঘট–দুই দিক থেকেই বিএনপি অর্থনৈতিক চাপের মুখে। পোশাকশিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল রপ্তানি খাত। দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতেও সরকারকে বেগ পেতে হচ্ছে। শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা বলার পর রাজধানীতে ৫০টির বেশি হাতে তৈরি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। সরকারের দাবি, এর পেছনে আওয়ামী লীগ রয়েছে। শেখ হাসিনা হয়তো দেশে ফেরার কথা বলে চাপ তৈরি করছেন। রক্তাক্ত দমন-পীড়নে ভূমিকার জন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। তবে তিনি সত্যিই ফিরলে নতুন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটি কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেন।

ব্যাংক এমন একটি জায়গা, যেখানে অর্থনীতি ও বাংলাদেশের উত্তপ্ত রাজনীতির যোগ ঘটে। 'ব্যাংক লুটপাটের যে চোরতান্ত্রিক ধারা ছিল, এখন আমরা সেই উত্তরাধিকার সামলাচ্ছি,' বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। শেখ হাসিনার শাসনামলে ব্যাংক লুটপাট নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তিনি একটি প্রতিবেদন লিখেছিলেন। দুই ধরনের ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বেশি: ইসলামী ব্যাংক, যেখানে ধর্মীয় কারণে সুদ নেওয়া হয় না, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে। আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের এই দুই ধরনের ব্যাংকেই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। দেশের সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থা তুলনামূলক ভালো।

এখন ব্যাংক খাতের মোট ঋণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খেলাপি। তুলনায় ভারতে এই হার ১ দশমিক ৭ শতাংশ, পাকিস্তানে ৫ শতাংশ। ফলে পুরো খাতই কার্যত দেউলিয়া।

দেশের বড় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ইসলামী ব্যাংক। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় নিষিদ্ধ থাকা ইসলামপন্থী বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ব্যাংকটির সম্পর্ক ছিল। পরে সন্ত্রাসে অর্থায়নের অভিযোগ তুলে ব্যাংকটি জোর করে এস আলম নামে একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। এস আলম এ অভিযোগ অস্বীকার করে। গোষ্ঠীটির মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম মাসুদ শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ। পরে ব্যাংকটির মোট ঋণের প্রায় অর্ধেক এস আলমের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে দেওয়া হয়।শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সিঙ্গাপুরের নাগরিক সাইফুল আলম মাসুদকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। জামায়াতে ইসলামী বলেছে, ব্যাংকটির বিরুদ্ধে আনা আগের অভিযোগগুলো সাজানো ছিল। তাদের দাবি, আওয়ামী লীগের পছন্দের লোকদের হাতে ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ তুলে দিতেই এসব অভিযোগ আনা হয়। মাসুদ অবশ্য কোনো অনিয়মের কথা অস্বীকার করেছেন।তবে খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে কিছুটা বেশি স্বচ্ছতাও কাজ করেছে। ২০১৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের বকেয়া ঋণের মূল টাকার ২ শতাংশ পরিশোধের সুযোগ দেয়। এরপর তাঁরা এক বছর বাকি কিস্তি না দিয়ে স্থগিত রাখতে পারতেন এবং পুরো ঋণ শোধের জন্য আরও ১০ বছর সময় পেতেন। ২ শতাংশ পরিশোধ করলেই ওই ঋণকে আর খেলাপি হিসেবে ধরা হতো না।ব্যাংকিং সংকট বাংলাদেশের উন্নয়নকে থামিয়ে দিতে পারে। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ২০২৫ সালের প্রায় ১০ শতাংশ থেকে কমে এ বছর ৪ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ৩৩ বছরের মধ্যে এটি সর্বনিম্ন।

২০২০ সালে আইএমএফ সতর্ক করেছিল, তখন সরকারি হিসাবে খেলাপি ঋণের হার ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। কিন্তু প্রকৃত হার এর দ্বিগুণ পর্যন্ত হতে পারে। ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সংজ্ঞা বদলানো হয়। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ঋণের কিস্তি ৯০ দিন বকেয়া থাকলে সেটিকে খেলাপি ধরা হয়। নতুন সংজ্ঞায় এখন খেলাপি ঋণের হার ৩৩ শতাংশ।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সত্যজিৎ রায়ের পরে এ বার নিশানায় ঋত্বিক ঘটক!

ঘটকের পৈতৃক ভিটের একটি ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। দেয়াল ঘেঁষে থাকা একটি বটগাছও কেটে ফেলা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে রাজশাহী শহরের ঘোড়ামারা মহল্লার মিঞাপাড়ায় সরেজমিনে গিয়ে তা দেখেছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম।

এই ঘটনায় বুধবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী ও 'ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি'র সদস্যেরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে আসা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক ওই বাড়িটি পরিকল্পিত ভাবে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে। প্রকাশিত খবরে দাবি, ঋত্বিকের পৈতৃক ভিটের একটি ঘরের দেওয়াল ভাঙা হয়েছে। সেখানে আগে প্রয়াত পরিচালকের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল। ঘরের দেওয়ালে আঁকা ছিল তাঁর প্রতিকৃতি ও নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম। এমনকি, চলতি বছরের ৪ নভেম্বর ওই ঘরেই ঋত্বিকের ১০১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল। ২০২৪ সালের পর তিন-চারবার বাড়িটি ভাঙার চেষ্টা করা হয়েছে বলেন দাবি করে স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী হাসিবুল হাসনাত বলেন, ''প্রথমে বড় যন্ত্রপাতি দিয়ে বাড়ির বড় অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর পরে শ্রমিক ও মিস্ত্রি দিয়ে ধীরে ধীরে অবশিষ্ট অংশ ভাঙার চেষ্টা চলছে। আমরা চাই, জায়গাটি সংরক্ষণ করা হোক।'' 'ঋত্বিক ১০১তম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন কমিটি'র সদস্য-সচিব আতিকুর রহমান বলেন, ''শ্রমিকেরা জায়গাটি পরিষ্কার করার কথা বললেও সেখানে ভাঙার কাজ চলছিল। পরে তাঁদের থামানো হয়। রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঐতিহাসিক স্থাপনাটি ধ্বংস করে জায়গাটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।'' প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকারের কাছে ওই ঐতিহাসিক স্থানটি রক্ষার আর্জি জানান তিনি।



'আমি হয়তো আর জীবিত ফিরব না' ইমরান খান

চিঠিটি প্রকাশ করেছেন। সেখানে নিজের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা করে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য আর্জি জানিয়েছেন ইমরান।

তাঁদের চিকিৎসার জন্য আদালতের দেওয়া নির্দেশ পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার বাস্তবায়ন করেনি জানিয়ে ইমরানের দাবি– মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে তাঁর। জেলবন্দি বুশরার স্থায়ী ভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণে বাধ্য হয়ে নিজের আইনজীবীর মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টকে এই চিঠি লিখেছেন। এর পরেই 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' (পিটিআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান লিখেছেন, ''৭৪ বছর বয়সে এই পরিস্থিতি আমাকে এমন এক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখান থেকে আমি হয়তো আর জীবিত ফিরে আসতে পারব না!'' দীর্ঘ সময় ধরে নির্জন কারাবাস তাঁর শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলেও প্রাক্তন পাক ক্রিকেট অধিনায়কের দাবি। তাঁকে পরিবারের সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডের সুপারিশও জেল কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করেননি বলে পাক শীর্ষ আদালতকে জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অগস্ট মাস থেকে রওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে বন্দি ইমরান। তোষাখানা-২ মামলায় ২০২৫ সালে ১৭ বছরের সাজা হয়েছিল ইমরান এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ইমরান-বুশরার আবেদন এখন ইসলামাবাদ হাই কোর্টের বিবেচনাধীন। ২০২৪ সালে তোষাখানা-১ মামলায় ১৪ বছর জেলের সাজা হলেও তা ইতিমধ্যেই স্থগিত করেছে ইসলামাবাদ হাই কোর্ট। স্থগিত হয়েছে 'ন্যাব' দুর্নীতি মামলা এবং নির্বাচন কমিশনের মামলায় জেলের সাজাও। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে আল-কাদির রিয়েল এস্টেট কোম্পানির কাছ থেকে অবৈধ ভাবে জমি ও সুবিধা নেওয়ার মামলায় তাঁর ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়। এ ছাড়া 'রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস'-সহ একাধিক মামলা চলছে ইমরানের বিরুদ্ধে।

'মোদী দৃঢ়চেতা মানুষ, শক্তিশালী নেতা'! ফিলিপিন্সে কোয়াড গোষ্ঠীর

পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের ৪৯তম শীর্ষ সম্মেলন এবং ২১তম ইস্ট এশিয়া সামিট-এর ফাঁকে মঙ্গলবার ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় চতুর্দেশীয় সামরিক অক্ষ কোয়াডের শীর্ষবৈঠকে ওই মন্তব্য করেন তিনি।

মোদী এবং ট্রাম্পের পাশাপাশি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ হাজির ছিলেন মঙ্গলবারের কোয়াড (কোয়াড্রিল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ) বৈঠকে। গত দু'বছর ধরে চলা শুল্কযুদ্ধ এবং ভারত-মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে অচলাবস্থার আবহে ট্রাম্পের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বৈঠক শেষে ফটোসেশন-পর্বে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোদীকে দেখিয়ে ট্রাম্প বলেন, ''উনি এক জন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ এবং শক্তিশালী নেতা। সারা বিশ্বের মানুষ ওঁকে শ্রদ্ধা করে।'' ফটোসেশন-পর্বে মোদীর পরে তাকাইচির দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প হাসতে হাসতে বলেন, ''আর উনি হয়তো আরও



বেশি কঠোর।'' এর পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরস মন্তব্য– ''আলবানিজ এবং আমি ঠিকঠাক।''

প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের নভেম্বরে আমেরিকায় ডেলাওয়ারে শেষবার কোয়াডের বার্ষিক শীর্ষবৈঠক হয়েছিল। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আয়োজিত ওই বৈঠকে মোদীর পাশাপাশি আলাবানিজ এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন ফুমিয়ো কিশিদা যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও জানানো হয়েছিল, ভারত পরবর্তী কোয়াড শীর্ষবৈঠকের আয়োজক হতে চলেছে। কিন্তু চিনকে চাপে রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত চতুর্দেশীয় অক্ষের গুরুত্ব হঠাৎই কমে গিয়েছিল ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, ভারতের সঙ্গে শুল্কসংঘাত এবং জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যিক টানাপড়েন এর অন্যতম কারণ। কিন্তু হঠাৎ কেন কোয়াড নিয়ে আগ্রহী হলেন ট্রাম্প? কূটনৈতিক মহলের মতে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবির জেরে চাপের মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সে কারণেই কৌশলগত সহযোগী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে মন দিয়েছেন তিনি।

'গুপ্তচর' বান্ধবী কাণ্ডে জেনসেন ইস্তফা দিলেও কন্যা ম্যাডিসন এখনও এনভিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদেই! বিভ্রান্তি সংস্থার অন্দরে

'গুপ্তচর' বান্ধবী কাণ্ডে জেনসেন ইস্তফা দিলেও কন্যা ম্যাডিসন এখনও এনভিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদেই! বিভ্রান্তি সংস্থার অন্দরে

ফিলিপিন্সে এ বারের আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের মূল বিষয় হল 'নেভিগেটিং আওয়ার ফিউচার, টুগেদার' (আমাদের ভবিষ্যতের যৌথ দিশানির্দেশ)। দ্বীপরাষ্ট্র ফিলিপিন্স তথা আসিয়ান অঞ্চলের সমুদ্রপথগুলি বিশ্ববাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'নেভিগেটিং' শব্দটি প্রতীকী অর্থে বেছে নেওয়া হয়েছে। মূল সম্মেলনের পাশাপাশি ১৭ নভেম্বর '১৬তম আসিয়ান মেরিটাইম ফোরাম' এবং ১৮ নভেম্বর '১৪তম এক্স্যান্ডেড আসিয়ান মেরিটাইম ফোরাম' অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আলোচনার মূল অভিমুখ– সুস্থিত বাণিজ্যিক নৌচলাচল। মোদী এই দু'টি কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। তা ছাড়া, ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সভাপতিত্বে আয়োজিত ২১তম ইস্ট এশিয়া সামিট-এও প্রধানমন্ত্রী হাজির থাকবেন। ইস্ট এশিয়া সামিট-এ বর্তমানে ১৯টি সদস্য রাষ্ট্র রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি দেশ আসিয়ানেরও সদস্য। এর হল– ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, তাইল্যান্ড, পূর্ব তিমোর এবং ভিয়েতনাম। এ ছাড়া ৮টি সহযোগী দেশ– ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চিন, ভারত, জাপান, নিউ জল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া ইস্ট এশিয়া সামিট-এ যোগ দিচ্ছে।

ব্রিটেনের পর এবার ইসরায়েলিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলো অস্ট্রেলিয়া

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : দখলকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি সম্প্রসারণ এবং বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার দায়ে তিনজন ইসরায়েলি ব্যক্তি ও চারটি সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে অস্ট্রেলিয়া।



বুধবার (১৮ নভেম্বর) দেশটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসব কর্মকা দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর ঠিক একদিন আগে মঙ্গলবার পশ্চিম তীরে বসতি নির্মাণে জড়িত আটটি ইসরায়েলি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাজ্য।

এক বিবৃতিতে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেছেন, 'নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলো তহবিল সংগ্রহ, স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ এবং সহিংস বসতি স্থাপনকারীদের সহায়তা প্রদানসহ নতুন বসতি পরিকল্পনা, সমন্বয় ও প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে।' নতুন এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় অস্ট্রেলীয় নাগরিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থাগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করা বা তাদের কোনো ধরনের সহায়তা দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার তালিকায় বসতি স্থাপনকারী সংগঠন নাচালার নেতা ড্যানিয়েলা ওয়েইস রয়েছেন, যিনি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়নের পক্ষে সোচ্চার। এছাড়া তালিকায় থাকা আরেক ব্যক্তি এলিয়াভ লিবি তার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করেছেন।

পেনি ওং জানান, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ই-১ বসতি প্রকল্পে সহিংসতা দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ন করেছে। ই-১ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীরকে দ্বিখ িত করবে এবং পূর্ব জেরুজালেম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, যা ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের মূল ভূখ কে খ বিখ করে দেবে। প্রত্যক্ষদর্শী ও ফিলিস্তিনি কর্মকর্তাদের মতে, চলতি সপ্তাহেই অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরের একটি অংশে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা গুলি চালিয়ে ৭২ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি নারীকে হত্যা করেছে, যেখানে সম্প্রতি বসতি স্থাপনকারীরা বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি বাড়ি দখল করে নিয়েছে।উল্লেখ্য, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এসব বসতিকে অবৈধ বলে মনে করে, যদিও ইসরায়েল এই অবস্থান অস্বীকার করে আসছে। অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিওন সারের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানান ওং।বুধবার এবিসি রেডিওকে ওং বলেন, 'আমি আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছি... আমি বলেছি আমরা বসতি স্থাপন কার্যক্রমের সঙ্গে একমত নই, আমরা এর বিরোধিতা করি। এ বিষয়ে আমাদের দীর্ঘদিনের অবস্থান রয়েছে।'গত বছর অস্ট্রেলিয়ার মধ্য-বামপন্থী সরকার শর্তসাপেক্ষে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এবং ডিসেম্বরে সিডনির বন্ডি সৈকতে ইহুদিদের হানুক্কা উৎসব চলাকালীন নির্বিচার গুলিতে অন্তত ১৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পর থেকে অস্ট্রেলিয়া ও ইসরায়েলের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি

TAX SERVICES
IRS e-file
অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্ভুলভাবে
পার্সোনাল ট্যাক্স ফাইল করা হয়
25% Special Discount
RAFIQUE AHMED, PhD.
Tel: (917) 442 2872
37-18, 73rd Street (Suite-502), Jackson heights, NY-11372
(খামার বাড়ি প্লাজারির বিল্ডিং এর ৫ম তলায়)



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



কাশ্মীরের 'শেষ সক্রিয় জঙ্গি' সাত ঘণ্টার টানাপড়েনের পর নিহত!

নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে। বুধবার কুলগামের জঙ্গলপোরা গ্রামের একটি মসজিদে প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে পুলিশ ও আধাসেনার সংঘর্ষ চলে। মসজিদে না ঢুকেই জঙ্গিকে নিকেশ করতে সক্ষম হয়েছেন নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যেরা। মৃত্যুর আগে তাঁকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লতিফ কথা শোনেননি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের দাবি, লতিফই কাশ্মীরের 'শেষ সক্রিয় জঙ্গি' ছিলেন।

গত ১১ নভেম্বর কুলগামে সিআরপিএফের নাকা চেকিং পোস্টে হামলা হয়েছিল। তাতে তিন আধাসেনা জওয়ান গুলিবিদ্ধ হন। এখনও তাঁরা হাসপাতালে। তদন্তে নেমে ওই ঘটনায় দু'জনের যোগ পায় পুলিশ– লতিফ এবং আর এক জঙ্গি নিসার দার। সূত্রের খবর, হামলার ঠিক আগের দিন কুলগামের মীর বাজার, অখরান, হবলিশ এবং কিলমের মতো এলাকায় তাঁদের ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের খোঁজে উপত্যকায় চিরুনিতল্লাশি শুরু করে পুলিশ, সেনা ও আধাসেনা। কিছু দিন আগে নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতেই মৃত্যু হয়েছিল নিসারের। এ বার নিহত হলেন লতিফও। তাঁর মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজি জানিয়েছেন, পাকিস্তান থেকে যে ভাবে জঙ্গিদের নিয়োগ করা (রিক্রুটমেন্ট) হয়, তা কাশ্মীরে এখন প্রায় 'শূন্য'। লতিফ সেখানকার শেষ সক্রিয় জঙ্গি ছিলেন। এই অভিযানের সাফল্যের জন্য সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

সাত ঘণ্টার অভিযান

সূত্রের খবর, নিরাপত্তাবাহিনীর তাড়া খেয়ে মঙ্গলবার রাত পৌনে ৩টে নাগাদ জঙ্গলপোরার মসজিদে ঢোকেন লতিফ। তার পরেই ওই মসজিদ পুলিশ ঘিরে ফেলে। লতিফ বুঝে গিয়েছিলেন পালানোর আর পথ নেই। তবে তিনি আত্মসমর্পণ করতেও চাননি। মসজিদের ভিতর থেকে টানা গুলির লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। পুলিশ বা সেনা জওয়ানেরা কেউ মসজিদের ভিতরে ঢোকেননি। ২৩ বছর বয়সি এই যুবকের সঙ্গে ভিডিয়োকলে কথা বলেন কুলগামের সিনিয়র পুলিশ সুপার আনায়ত আলি। দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁরা লতিফকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। বাহিনীর তরফে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলা হয়, ''অস্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করো। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'' কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। এক পর্যায়ে বাহিনীর বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করে লতিফ বলেন, ''আমি আল্লার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আল্লা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।'' এর পর বাইরে মসজিদে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। ধোঁয়ায় ভরে ওঠে মসজিদ চত্বর। সেই ধোঁয়াকে 'ঢাল' বানিয়ে মসজিদের ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করেছিলেন লতিফ। তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। লতিফ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সকাল সাড়ে ৯টা-১০টা নাগাদ অভিযান শেষ হয় বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে আনুষ্ঠানিক কোনও সময়ের কথা জানানো হয়নি।

লতিফের উত্থান

কুলগাম জেলার খ্রেবান চাডর (নয়ি বস্তি) এলাকায় থাকতেন লতিফ। পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের এই ১৮ নভেম্বরই লশকর-এ-ত্যায়বায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। ঠিক এক বছরের মাথায় তাঁর মৃত্যু হল। কাশ্মীরে কাঠের মিস্ত্রির কাজ করতেন লতিফ। পড়াশোনা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছিল, এক বছর আগে লতিফ নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। ২০২৫ সালে তাঁর পরিবার থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করেছিল। কয়েক দিন বাদেই জানা যায়, লশকর জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। পাক জঙ্গি সাজ্জাদ গুল তাঁকে লশকরের ছায়া সংগঠন টিআরএফে নিয়োগ করেছিলেন। লতিফ প্রশিক্ষণ নেন কুলগাম এবং শোপিয়ানের পাহাড়ে। নিরাপত্তাবাহিনীর সূত্র বলছে, লতিফই ছিলেন জম্মু-কাশ্মীরে একমাত্র প্রশিক্ষিত স্থানীয় জঙ্গি। বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশের খাতায় 'মোস্ট ওয়ান্টেড' হিসেবে উল্লেখ ছিল লতিফের নাম। তাঁর খোঁজে পোস্টারও দেওয়া হয়েছিল। গত জুলাইয়ে এই কুলাগামে কয়েক দিনের ব্যবধানে পর পর দু'টি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাগুলির নেপথ্যে লতিফের যোগের অভিযোগ ওঠে।

কৌশলে বার বার হামলা

সূত্রের দাবি, দক্ষিণ কাশ্মীরের জঙ্গি কার্যকলাপ মূলত লতিফের নেতৃত্বেই চলত। ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্লিপার সেল তৈরি করেন তিনি। কুলগাম এবং অনন্তনাগে তাঁর এই স্লিপার সেল সক্রিয় ছিল। দুই জেলায় নিরাপত্তাবাহিনীর উপর হামলা এবং অ-কাশ্মীরিদের বেছে বেছে নিশানা এবং হত্যা করার বহু অভিযোগ ছিল লতিফের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, স্থানীয় হওয়ার সুযোগ নিয়ে হামলা চালিয়ে সেখানকার ভিড়ে মিশে যেতেন। হামলা চালাতে কোনও গাড়ি ব্যবহার করতেন না। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে গুলি চালিয়ে আবার হেঁটে ভিড়েই মিশে যেতেন। এটাই ছিল তাঁর কৌশল। স্থানীয় হওয়ায় কুলগামের অলিগলি হাতের তালুর মতো চেনা ছিল। বার বার এ ভাবে পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছেন লতিফ। গত ৮ জুলাই নিরাপত্তাবাহিনী তাঁকে এবং আর এক জঙ্গিকে অনন্তনাগের জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছিল। সেই অভিযানে 'ওয়ান্টেড' জঙ্গি জাকির গনেইয়ের মৃত্যু হলেও পালিয়ে বেঁচেছিলেন লতিফ। জঙ্গলপোরায় বুধবার সকালে অবশেষে পুলিশ তাঁকে নিকেশ করল।

'রিক্রুটমেন্ট শূন্য'

লতিফের মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন সিআরপিএফের ডিরেক্টর জেনারেল জ্ঞানেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ। লেখেন, ''কিছু খাবার ঠান্ডাই পরিবেশন করা ভাল।'' ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে কোনও কিছুর 'প্রতিশোধ' নেওয়া হলে এই প্রবাদের ব্যবহার করা হয়। সিআরপিএফ প্রধান বুঝিয়েছেন, রাগের মাথায় বা কোনও ঘটনায় উত্তেজনার মধ্যে তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে কিছুটা সময় অপেক্ষা করা ভাল। পরে সব দিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা করে কোনও প্রতিশোধ নিলে তা অনেক বেশি কার্যকর এবং সন্তোষজনক হয়। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও একটি পোস্ট করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ''দৌড়াতে পারো, কিন্তু কখনওই লুকিয়ে থাকতে পারবে না।'' কোনও ক্ষেত্রেই লতিফের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু দু'টি পোস্টের ইঙ্গিতই স্পষ্ট। পরে কাশ্মীরের ডিজিপি বলেন, ''গত ৩৫ বছর ধরে আমরা পাকিস্তানি মদতের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। গত দু'বছরে পাকিস্তান থেকে জঙ্গি নিয়োগ আমরা প্রায় শূন্য করে ফেলেছি। শেষ সক্রিয় জঙ্গি যিনি ছিলেন, সেই লতিফ ভাট আজ মারা গেলেন।'' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ট্রাম্পের চীন সফরের আগে বৈঠকে শি ও পুতিন

ঢাকা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চীন সফরের আগে বৈঠক করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) চীনের শেনজেন শহরে তাদের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার একই শহরে ট্রাম্পের সঙ্গে শি ও পুতিনের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার তিন নেতার মধ্যে এটিই হবে প্রথম ত্রিপক্ষীয় বৈঠক।

বার্তা সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (এপেক) সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শেনজেনে জড়ো হয়েছেন বিশ্বনেতারা। ট্রাম্পের আগমনের এক দিন আগে শি ও পুতিনের বৈঠককে পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় চীন-রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতার প্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।



মঙ্গলবার শেনজেনে ব্যবসায়ীদের এক সম্মেলনে বক্তব্য দেন পুতিন। সেখানে ট্রাম্প ও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আসন্ন বৈঠককে 'বড় সম্ভাবনাময়' বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিকে মঙ্গলবার রাতে শেনজেন বিমানবন্দরে পৌঁছান রুশ প্রেসিডেন্ট। তাকে স্বাগত জানাতে সেখানে চীনা নাগরিকদের একটি দল রাশিয়ার পতাকা ওড়ান।

পুতিনের চীন সফরের পাশাপাশি ভিয়েতনামে রাশিয়ার কৌশলগত পারমাণবিক বোমারু বিমান অবতরণের খবরও সামনে এসেছে। স্যাটেলাইট চিত্রের বরাতে নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, সোভিয়েত যুগের পর এই প্রথম প্রকাশ্যে রাশিয়ার এমন যুদ্ধবিমানের ভিয়েতনামে অবতরণের তথ্য পাওয়া গেল। ভিয়েতনামের সঙ্গে রাশিয়ার দীর্ঘদিনের সামরিক সম্পর্ক রয়েছে। দেশটির সামরিক সরঞ্জামের বড় অংশই রাশিয়া সরবরাহ করে। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের প্রভাব মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সম্পর্ক জোরদার করেছে ভিয়েতনাম।

বিশ্লেষকদের মতে, চীনে পুতিনের সফরের সঙ্গে একই সময়ে ভিয়েতনামে রুশ পারমাণবিক বোমারু বিমান পাঠানোর ঘটনা ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের সঙ্গে আসন্ন আলোচনার আগে মস্কোর সামরিক সক্ষমতা ও বৈশ্বিক উপস্থিতির বার্তা বহন করছে।

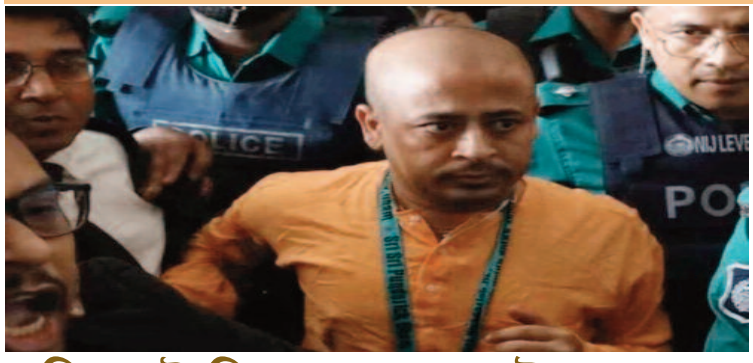






www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



মুক্তি নেই চিন্ময় কৃষ্ণের! চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার জেলে স্থানান্তর

স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে। সোমবার কড়া নিরাপত্তায় তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, 'সমস্ত অন্যায়ের জবাব পাবে ওরা'।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক ইকবাল হোসেন সাংবাদিকদের জানান, চিন্ময় দাসকে ঢাকার কারগারে স্থানান্তর করা হয়েছে। কী কারণে তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আনা হল? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর দাবি, বিশেষ কোনও কারণ নেই। বন্দিদের কারাগার পরিবর্তন নিয়মিত একটি কাজেরই অংশ। একাধিক মামলায় জামিন মিললেও বাংলাদেশের সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্রের জেলমুক্তি না হওয়া, নতুন করে ঢাকার কারগারে তাঁকে স্থানান্তরের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "চিন্ময় প্রভু একজন সনাতনী মানুষ। তাঁকে এই ধরনের অত্যাচার করছে, তাই দেশটার এই অবস্থা। দেশটার উন্নতি হচ্ছে না। সবকিছুরই জবাব পাবে ওরা।"

উল্লেখ্য, ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ২০২৪ সালে গ্রেপ্তার করা হয় চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। একই বছরের ২৬ নভেম্বর তাঁর জামিনের শুনানিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম আদালত এলাকায় সংঘর্ষ হয়। যেখানে আইনজীবী সাইফুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সইফুলের বাবা জামাল উদ্দিন ৩১ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন। এছাড়া পুলিশের ওপর হামলা, কাজে বাধা, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের ওপর হামলা এবং ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও পাঁচটি মামলা হয়।

২০২৫ সালের ১ জুলাই চিন্ময় দাস-সহ ৩৮ জনের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন তদন্ত আধিকারিক। একই বছরের ২৫ আগস্ট আদালত আসামি সুকান্ত দত্ত-সহ ৩৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ করে। বর্তমানে মামলাটির সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানার মোহরা ওয়ার্ডরে বিএনপির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ খান কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস-সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগে রাষ্ট্রদ্রোহ আইনে মামলাটি হয়। ওই মামলাতেই ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকা থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।



এবার অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠাবে ইউরোপের ৫ দেশ

এখনো চলছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় এক অভিবাসনবিষয়ক সম্মেলনে এ পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন বলেন, অবৈধ অভিবাসনের বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) থাকার সব আইনি সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়া অভিবাসীদের রুয়ান্ডার ওই কেন্দ্রে পাঠানো হবে। সেখানে গিয়ে তারা নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন, রুয়ান্ডায় বসবাস করতে পারবেন অথবা অন্য কোনো দেশে যাওয়ার সুযোগ নিতে পারবেন, যেখানে তাদের থাকার বৈধ অধিকার রয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে পাঁচটি দেশ এ ধরনের একটি প্রত্যাবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কাজ করছে। ইউরোপে অনিয়মিত অভিবাসন ঠেকানো এবং অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া জোরদার করার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি দেশে নির্বাচন সামনে থাকায় ডানপন্থী দলগুলোর জনপ্রিয়তা মোকাবিলায় ইউরোপের বিভিন্ন সরকারও অভিবাসন নীতিতে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে।

তবে এ উদ্যোগের বিরোধিতা করেছে মানবাধিকার ও শরণার্থীবিষয়ক ৪৭টি সংগঠন। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা পাঁচটি দেশকে পরিকল্পনাটি বাতিলের আহ্বান জানিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, এর ফলে আশ্রয়প্রার্থীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়বে।

সংগঠনগুলোর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অভিবাসন ঠেকানোর লক্ষ্য অর্জনের বিনিময়ে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি মেনে নিচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলো। আন্তর্জাতিক উদ্ধার কমিটি ও ডাচ কাউন্সিল ফর রিফিউজিসহ বিভিন্ন সংগঠন এ উদ্বেগ জানিয়েছে।

উদ্যোক্তা দেশগুলোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত কেন্দ্রটিতে একসঙ্গে প্রায় ১০০ জন অভিবাসীকে রাখা হবে। তাদের দাবি, এ উদ্যোগ ইউরোপে প্রবেশের ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা থেকে সম্ভাব্য অভিবাসীদের নিরুৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে।

রুয়ান্ডার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিনসেন্ট বিরুতা জানিয়েছেন, যেসব অভিবাসীর অংশীদার দেশগুলোতে থাকার আইনি অধিকার নেই, তাদের নতুন করে জীবন শুরু করার সুযোগ দিতে চায় রুয়ান্ডা। এ ব্যবস্থার জন্য রুয়ান্ডা অর্থ দাবি করছে না। তবে অভিবাসীদের স্থানান্তর এবং দেশটিতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের খরচ বহন করবে সংশ্লিষ্ট ইউরোপীয় দেশগুলো।



এদিকে রুয়ান্ডার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট পল কাগামে ১৯৯৪ সালের গণহত্যার পর দেশ পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখার জন্য প্রশংসিত হলেও তার সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী মত দমন, নজরদারি, নির্বিচার আটক ও নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। প্রতিবেশী কঙ্গোতে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে দেশটির বিরুদ্ধে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সতর্ক করে বলেছে, যথাযথ নজরদারির অভাবে রুয়ান্ডার এই চুক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক অন্ধকার কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এর আগে যুক্তরাজ্যও আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল। তবে ২০২৩ সালে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট ওই পরিকল্পনাকে বেআইনি ঘোষণা করলে তা বাতিল করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র গত বছর একটি চুক্তির আওতায় অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠানো শুরু করে। ওই চুক্তিতে সর্বোচ্চ ২৫০ জনকে দেশটিতে পাঠানোর সুযোগ রয়েছে।

হোটেলে প্রেমিক যুগলকে মাদক মামলায় ফাঁসানোর হুমকি

ঢাকা, ভারতের মধ্যপ্রদেশে হোটেলের কক্ষে অবস্থান করা এক প্রাপ্তবয়স্ক যুগলকে বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় যুবকের ব্যাগে গাঁজা রেখে মাদক মামলায় ফাঁসানোর নির্দেশ দেন পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন অনেকে।

ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার একটি হোটেলের। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৩ নভেম্বর ওই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে এক প্রাপ্তবয়স্ক যুগলকে পেয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন কর্মকর্তারা। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপক মিশ্র তাদের বাবা-মাকে ফোন করার নির্দেশ দেন। তবে যুগল সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে ওই যুগল নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক বলে পরিচয় দেন। তারা একই জাতের এবং ভবিষ্যতে বিয়ে করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও পুলিশকে জানান। এরপরও তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাপ দিতে থাকেন কর্মকর্তারা। এমনকি তরুণীর কাছে তার মুঠোফোনের লক খুলে দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। তবে তিনি তাতে রাজি হননি।

অভিযোগ, যুগল পুলিশের নির্দেশ না মানায় ক্ষুব্ধ হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপক মিশ্র। একপর্যায়ে হোটেলের কর্মীদের উদ্দেশে যুবকের ব্যাগে গাঁজা রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ছেলেটির ব্যাগে কিছু গাঁজা রেখে দিতে। তাহলে সে বিষয়টি বুঝতে পারবে।







www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



চিত্রাঙ্গদা নয় কেউ

পূরবী বসু

সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল। কিন্তু গোল বাধলো ডিনার শেষে আবার বারে গিয়ে বসার কিছুক্ষণ পরেই। মুকুলের বাঁ-পাশে বসেছিল এক অপরিচিত পুরুষ। তিরিশের ঘরে হবে বয়স। মোটা গোঁফ। গাট্টাগোট্টা চেহারা। বসে বসে বোতল থেকে সরাসরি বিয়ার খাচ্ছিল সে। মুকুলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল লোকটা। একসময় মুকুল উঠে পেছনের দিকে বাথরুমে গেলে লোকটাও মুকুলের পিছু পিছু যায়। তারপর সে মুকুলকে পেছন থেকে 'হ্যালো' বলে ডেকে থামিয়ে কাছে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

মুকুল কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে অপরিচিতের দিকে তাকাতেই হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই মুকুলের মুখমণ্ডলটি নিজের দুই হৃষ্টপুষ্ট হাতের মধ্যে তুলে ধরে সামনের দিকে টেনে তাকে খোলা মুখে চুমো খেতে চেষ্টা করে লোকটা। এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে কিছুটা পিছু হটতেই রাগে-অপমানে রক্তাভ হয়ে ওঠে লোকটির ফর্সা মুখ। চোখদুটো খানিকটা বিস্ফারিত। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে সে। তারপর আবার সামনে এগিয়ে এসে দুই হাতে মুকুলের মাথাটা ধরে বাথরুমের বাইরের দেয়ালে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে দিয়ে সে সোজা সামনের দিকে হেঁটে চলে যায়। মুকুলের সমস্ত পৃথিবীটা চক্কর দিয়ে ওঠে। এ-সময় এখানে কেউ নেই। চিৎকার করতে গিয়ে গলা থেকে স্বর বেরোয় না মুকুলের। মনে হয় তার শরীরে কোনো শক্তি যেন অবশিষ্ট নেই। মাথায় প্রচণ্ড আঘাতে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল মুকুল। মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে। পারে না। মেঝেতেই আবার শুয়ে পড়ে। জ্ঞান সম্পূর্ণ হারায়নি হয়তো। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হারিয়েছিলও। কিন্তু চারদিকের সকল শব্দ যে থেমে গিয়েছিল, সমস্ত আলো নিভে গিয়েছিল, সেটা মুকুল টের পায়। নৈঃশব্দ্যে, ঠান্ডা মেঝেতে, টয়লেটের বাইরে এককোণে মরার মতো পড়ে থাকে মুকুল। কতক্ষণ কে জানে!

মুকুল যখন সম্বিত ফিরে পায়, উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সামনের দিকে এসে দেখে ততক্ষণে খদ্দেররা সবাই চলে গেছে। বারের ক্যাশিয়ার বার বন্ধ করার আগে শেষ হিসাব করছে। মুকুল মাথায় হাত দিয়ে টের পায়, মাথার পেছনের ডান দিকটা ফুলে গেছে পিংপং বলের সাইজের একটা গুটলি পাকিয়ে।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে মুকুল মনে মনে হাসে। এতদিন সে ভাবতো, এ-ধরনের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বুঝি শুধু মেয়েদেরই যেতে হয়। কিন্তু নিজের কথা–বারের আড়ালে আগন্তুকের হাতে নিশ্চুপে এই মার খাবার কথা কাউকে বলা যাবে না। শুনলে হাসবে সকলে। মুকুল যাদের সঙ্গে এখানে এসেছিল, তারা চলে গেছে তাকে ছাড়াই। অপেক্ষা করতে করতে হয়তো ভেবেছে, পাগলা মুকুল কে জানে কী কারণে আবার বুঝি রাগ করে আগেই সটকে পড়েছে। সে যে 'এই আছে, এই নেই'।

রাত বারোটা বেজে গেছে। বাড়ি থেকে অনেক দূরে শহরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে মুকুলের হঠাৎ মনে হলো, আজ থেকে বছরখানেক আগেও তার মা-বাবা শুধু নয়, বড় দুই বোনও সমান ব্যতিব্যস্ত ও চিন্তিত হয়ে পড়তো মুকুলের ঘরে ফিরতে সামান্য দেরি হলে। রাত সাড়ে আট বা নয়টার কাছাকাছি হলে তো কথাই নেই। বাবা ছুটতো রিকশা নিয়ে মেয়ের খোঁজে সম্ভাব্য জায়গার আশেপাশে। বোনেরা টেলিফোন নিয়ে সব জায়গায় ফোন করতে লেগে যেত। মা রাঁধা ডাল পুনরায় জ্বাল দিতে শুরু করতো নিজেকে শান্তা ও ব্যস্ত রাখার চেষ্টায়।

কিন্তু আজ রাত সাড়ে বারোটা হয়ে গেলেও তাদের একজনও তাকে এখনো ফোন করেনি।

মুকুলের মুখভরা দাড়ি, পরনে গলফ শার্ট-কডোরয়েড প্যান্ট আর পায়ে গাঢ় বাদামি মোজার সঙ্গে সররুলেসে বাঁধা কালো চকচকে চামড়ার জুতো বুঝি তাদের এই নিশ্চয়তা, নির্ভয়তা দিয়েছে। মুকুলের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা আর আগের মতো চিন্তিত নয়। বিশেষ করে বিকেলে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে যখন বেরিয়ে এসেছে সে।

এদিকটার সব দোকানপাট আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। রিকশা চলাচলও কমে গেছে এখন রাস্তায়। বাস চলছে ঘণ্টায় হয়তো একটা বা দুটো।

হাড়-লিকলিকে একটা বাদামি কুকুর সঙ্গে দুটি বাচ্চাসহ রাস্তার ওপাশে ডাস্টবিনের চারপাশে শুঁকে শুঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সম্ভবত খাদ্যের খোঁজে।

রেস্টুরেন্টের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মুকুল ঘরে ফেরার জন্য বাহনের অপেক্ষা করে। বারবার হাতের সেলুলার ফোনের দিকে তাকায়। কেউ, যে কেউ, যদি ফোন বা টেক্সট করে জানতে চায়, তুমি কোথায়? ঠিক আছো তো? কিন্তু না। কোনো ফোন আসে না। কোনো মেসেজও নেই।

আজ-এই মুহূর্তে অন্ধকারে নির্জন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘরে ফেরার জন্য রিকশা কিংবা সিএন-জির অপেক্ষা করতে করতে জীবনে প্রথমবারের মতো মুকুলের মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগে, আসলেই কি তার শৈশব, কৈশোর, নবযৌবনকাল সর্বাংশেই অসুখী আর অর্থহীন ছিল?









ড. জীবন বিশ্বাসের একক সংগীতানুষ্ঠান

নিউইর্য়ক ঃ সংগীতশিল্পী, লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. জীবন বিশ্বাসের একক সংগীতানুষ্ঠান। তিনি কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক, সুরকার ও গীতিকার কমল দাশগুপ্তের বহু জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে গানগুলো শুনে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতারা ফিরে গিয়েছিলেন অতীতে। অনুষ্ঠানটি ছিল প্রকৃত সংগীতপ্রেমীদের এক চমৎকার বিশেষ মিলনমেলা। মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজনে উপস্থিত হল উপছে পড়া দর্শক।



Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation

IRS

Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk in.

* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার ।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন ।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



Mirza M Zaman
(Shamim) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



নিউইয়র্কে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও সাবেক তথ্য মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এমপি।

সভায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে মওলানার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও জাতীয়ভাবে ভাসানী পুরস্কার প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়েছে। অপরদিকে সভায় জহির উদ্দিন স্বপন এমপি বলেন, মওলানা ভাসানী এখন আর রাজনীতিক নন, তিনি একটি আদর্শে পরিণত হয়েছেন। তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অতীতের মতো বর্তমান বিএনপি সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, উত্তরসূরী হিসেবে মওলানার ধানের শীর্ষ বহন করে চলেছে বিএনপি। তিনি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটও উদ্বোধন করেন। খবর ইউএনএ'র।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলী ইমাম শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)-এর কেন্দ্রীয় মহাসচিব কাজী মোহাম্মদ নাহিদ। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং শেষে মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়্যুম। সভায় রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন ছাড়াও জাতীয়ভাবে ভাসানী পুরস্কার প্রবর্তনের দাবী সহ ৮ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পাঠ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে দাবীগুলো তুলে ধরার জন্য তার কপি জহির উদ্দিন স্বপনের কাছে হস্তান্তর এবং ওয়েবসাইট-এর বিস্তারিত তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর। সভায় মওলানা ভাসানীর উপর রচিত মরহুম আতিকুর রহমান সালু'র লেখা কবিতা আবৃত্তি করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এম এ সাদেক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব এস এম ফেরদৌস।

সভায় মওলানা ভাসানীর উপর স্মৃতিচারণ করে আলোচনায় অংশ নেন প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক মনজুর আহমদ, ফাউন্ডেশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, সিনিয়র সাংবাদিক তাসের মাহমুদ, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের এপিএস আজিজুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, ফাউন্ডেশনের সহ সভাপতি মোস্তফা করিম ফরিদ ও নতুন প্রজন্মের সাইফান নিহান।

সভায় বক্তারা বলেন, মওলানা ভাসানী কখনো ক্ষমতার রাজনীত করেননি। তিনি ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। শেখ মুজিবুর রহমান আর জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল নেতাই তাকে সম্মান ও সমিহ করতেন। তার তুলনা তিনি নিজেই। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের চলমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো নেতার বড় প্রয়োজন। বক্তারা মওলানা ভাসানীকে বাঁচিয়ে রাখতে তার স্মৃতি চিহ্ন সংরক্ষণ সহ তাঁর নবুবিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান।

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, মওলানা ভাসানী এমন একজন নেতা যার আদর্শ সকল দল ও নেতার আদর্শ হতে পারে। ভাসানী ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক নেতাদের নেতা, অভিভাবক। তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী যে আদর্শের রাজনীতি করতেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া সেই রাজনীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁদের উত্তরসূরী হিসেবে বিএনপি'র চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সেই আদর্শই সমুন্নত রেখে চলেছেন। মওলানার ধানের শীষ, বিএনপি'র ধানের শীষ। তিনি ভাসানী ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডকে স্বাগত জানিয়ে মওলানা ভাসানীকে নিয়ে আরো গবেষণা করতে হবে তার বুদ্ধিবিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা আর দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে হবে, মওলানাকে জানতে হবে এবং জানাতে হবে।

সভার সভাপতি আলী ইমাম জহির উদ্দিন স্বপন এমপি-কে ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করতে তিনি আলী ইমামকে তার নেতা হিসেবে উল্লেখ করে প্রস্তাবটি সাদরে গ্রহণ করেন। এসময় তিনি বলেন, আমরা যখন ছাত্র তখন আমাদের নেতা ছিলেন আলী ইমাম ভাই সহ আরো অনেকেই।

ফাউন্ডেশনের স্মারকলিপির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে উত্থাপিত দাবীগুলোর



মধ্যে রয়েছে: মওলানা ভাসানীর মৃত্যুদিন ১৭ নভেম্বরকে জাতীয় দিবস ঘোষণা, স্বাধীনতার অন্যতম স্বপ্নদ্রস্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, দেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তাঁর নামে নামকরণ, মওলানা ভাসানী আন্তর্জাতিক গবেষণা ও স্মৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, জাতীয় পাঠ্যক্রমে তাঁর জীবন ও দর্শন অন্তর্ভূক্তি, রাষ্ট্রীয়ভাবে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও প্রচার এবং মওলানা ভাসানী পদক প্রবর্তন।

সভায় সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র পরিচালক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিক জসিম ভূইয়া, ফাউন্ডেশনের অন্যতম উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, শেখ সিরাজুল ইসলাম, সহ সভাপতি কাজী আযম, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, সাপ্তাহিক প্রথম আলো'র নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল হক সহ বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক এবং দলমত নির্বিশেষে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



মসজিদেই লস্কর কমান্ডারকে হত্যা করল ভারত

ঢাকা, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন লস্কর-ই-তাইয়েবার কমান্ডার লতিফ ভাট। আত্মসমর্পণের আহ্বান উপেক্ষা করে একটি মসজিদের ভেতর থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। পরে গুলিতে নিহত হন তিনি।

বুধবার (১৮ নভেম্বর) ভোররাতে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।পুলিশের দাবি, গত ১১ নভেম্বর আখরান এলাকায় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) একটি চেকপোস্টে হামলায় জড়িত ছিলেন লতিফ। ওই হামলায় তিন নিরাপত্তাকর্মী আহত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর সহযোগী উমর নিসার দার সোমবার কুলগামে পৃথক বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা জানান, লতিফ একটি মসজিদের ভেতরে আত্মগোপন করেছিলেন। তাকে আত্মসমর্পণ করতে রাজি করানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে ভিডিও কলে যোগাযোগ করা হয়। এ সময় কর্মকর্তারা তাকে জীবনের মূল্য বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণে রাজি হননি। কুলগামের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার আনায়াত আলী জানান, লতিফকে আত্মসমর্পণের জন্য বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি নিজেও দীর্ঘ সময় ভিডিও কলে তার সঙ্গে কথা বলেছেন। লতিফকে বলা হয়েছিল, তার সামনে এখনো অনেক জীবন পড়ে আছে এবং তিনি বয়সেও তরুণ। কিন্তু কোনো অনুরোধেই তিনি সাড়া দেননি।

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচিঃ
সোম-শুক্র ঃ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি ঃ সকাল ৯টা- বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499
Gobindapaul.PC@Outlook.com

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



‘পূরবী বসু ‘একুশে’ পেলে কিছুটা সান্তনা থাকতো’

শিতাংশু গুহ

পূরবীদি চলে গেলেন। জ্যোতিদা’র সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝলাম, এ পরিস্থিতিতে কথা বলা বেশ কষ্ট, কি বলবো! জানালেন ছেলেমেয়েরা সবকিছু দেখছে। পূরবী বসু-জ্যোতি দত্ত এক চমৎকার জুটি। সদা হাস্য, হিংসা-দ্বেষহীন, নিরংকার অথচ উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, দেশের জন্যে নিবেদিত প্রাণ এমন জুটি যেকোন সমাজের জন্যে আশীর্ব্বাদ। আমি ও আমার স্ত্রী তাঁদের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম। আলপনা আমাকে প্রথম শোক সংবাদটি জানায়।

আমেরিকা আসার (১৯৯০) প্রায় সাথে সাথেই আমার জ্যোতিদা’র সাথে পরিচয় ঘটে। সৈয়দ মোহাম্মদুল্ল্যাহ আমাকে জ্যোতিদা’র সাথে পরিচয় করিয়ে দেন্ না জ্যোতিদা আমাকে সৈয়দ মোহাম্মদুল্ল্যাহ’র সাথে পরিচয় করিয়ে দেন্ ঠিক মনে নেই, তবে দু’টোই প্রায় একই সময়ে ঘটেছিলো। জ্যোতিদা আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলেছিলো, দ্রুতই যাই, তারা তখন ম্যানহাটনের বাসায় থাকেন, সেখানে প্রথম পূরবী বৌদি’র সাথে পরিচয়, তিনি যত্ন করে ভাত খাইয়েছিলেন। কেমন জানি বৌদি প্রথম দেখাতেই আমাকে আপন করে নিয়েছিল। এরপর এই ৩৬ বছরে এ সম্পর্কে কোন ছেদ পড়েনি। পূরবীদি সাহিত্যিক, বাংলা একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত। তিনি বিজ্ঞানী, ছোটখাট নয়, বেশ বড়সড়, বেশকিছু রিসার্স আছে। একবার তিনি মনের দু:খে বলেছিলেন যে, তাঁর রিসার্স নিয়ে কেউ তাঁকে ঠকিয়ে যথেষ্ট সুনাম কামিয়েছে! এই দম্পতি দীর্ঘকাল আমেরিকান নাগরিকত্ব নেননি (এখন জানিনা, সম্ভবত: এখনো নেননি, ঠিক জানিনা)।

দু’বার তাঁরা বাংলাদেশ গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করেছেন, আবার ফিরতে বাধ্য হয়েছেন। যেদেশকে তারা গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন, দেশ ঠিক সেভাবে তাঁদের ভালবাসতে পারেনি। অনেকেই লক্ষ্য করেছেন বা জানেন যে, পূরবীদি সর্বদা শাড়ী পড়তেন, প্যান্ট-শার্ট পরা পূরবীদি-কে আমি দেখিনি। আমি একবার পূরবীদি আবার পূরবী বৌদি লেখার কারণ হচ্ছে, তিনি আমার কাছে দু’টোই ছিলেন। একই সাথে দিদি এবং জ্যাতিদা’র স্ত্রী হিসাবে বৌদি।

পূরবীদি সম্পর্কে অনেকে লিখেছেন, আরো লিখবেন, তাঁর লেখক ও বিজ্ঞানী স্বত্বা নিয়ে লেখার স্পর্ধা আমার নেই, আমি মানবী পূরবী বসু’র কথা বলছি, তিনি একজন ভাল মানুষ ছিলেন। এ সময়ে বহু স্বার্থপর, খারাপ মানুষের মাঝে পূরবী বৌদি একজন মহিয়সী নারী, একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ঠিক কতদিন আগে পূরবীদি-কে দেখেছি মনে নেই, তবে আমার স্ত্রী জানালো বছর খানেক আগে তাঁরা নিউইয়র্কে এসেছিলেন, তখন দেখা হয়েছে।

শেষদিকে পূরবীদি বেশ অসুস্থ ছিলেন। নিউইয়র্ক ছেড়ে তারা কলরাডো এবং পরে ফ্লোরিডায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, যোগাযোগ ব্যাহত হবারই কথা, তবে বন্ধ হয়ে যায়নি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ খুব একটা টানতে চাইনা, তাঁর মৃত্যুতে দু:খ পেয়েছি। একটু সান্তনা থাকতো যদি তিনি ‘একুশ’ পদকটা পেতেন। পরপারে তিনি ভাল থাকুন, তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি। খারাপ লাগছে জ্যোতিদা’র কথা ভেবে, তিনি একলা হয়ে গেলেন। নিউইয়র্ক ১৫ই নভেম্বর ২০২৬।



গবেষণার জন্য মরদেহ দান করা হবে ইউনিভার্সিটি অব মায়ামীতে

কথাসাহিত্যিক ড. পূরবী বসু’র পরলোকগমন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধিক ও বিজ্ঞানী এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত-**বাকী অংশ ২০ পাতায়**

লেখক ড. পূরবী বসু আর নেই। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১টায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের পোর্ট সেন্ট লুসি শহরে তিনি পরলোকগমন করেন। ক্ষণজন্মা এই নারীর চির বিদায়ে বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যানুরাগীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তার স্বামী বাংলা ছোটগল্পের বরপুত্র ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। মৃত্যুকালে ড. পূরবী বসু’র বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, এক পুত্র ও এক কন্যা সহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। খবর ইউএনএ’র।

ফ্লোরিডা থেকে প্রাপ্ত পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা ১২টায় ল্যাব এ্যাসিস্ট্যান্স ড. পূরবী বসু’র বাড়িতে এসেছিলেন টেস্টের জন্য ব্লাড নিতে। তিনি ব্লাড নিয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এর ঘন্টাখানেক পরে পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে পূরবী বসু আর নেই। ঘুমের মধ্যেই তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। বিকেল তিনটার দিকে তাঁর মরদেহ ফিউনেরাল হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। ড. পূরবী বসু’র ইচ্ছা অনুযায়ী তার দেহ মেডিকেল সাইন্সের গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব মায়ামীতে দান করা হবে। তিনি দীর্ঘদিন নিউইয়র্কেও বসবাস করেন।

এদিকে ড. পূরবী বসুর ছেলে দীপেন দত্ত মায়ের প্রয়াণের খবর জানিয়ে ফেসবুক পোস্টে এক আবেগঘন বার্তায় তার দীর্ঘ ও সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন পার-কিনসন্স রোগে ভুগছিলেন পূরবী। আগে স্ট্রোকেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। একটি সড়ক দুর্ঘটনার পর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু হয়।

দীপেন দত্ত জানান, গত দুই বছর আগে বড় ধরনের স্ট্রোক করেন পূরবী বসু। পাঁচ বছর আগে গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তিনি। এর ১২ বছর আগে ক্যানসার জয় করেছিলেন তিনি। প্রায় ২০ বছর আগে পারকিনসন্স রোগ ধরা পড়ার পরও অদম্য মনোবল নিয়ে বেঁচে ছিলেন পূরবী বসু।

মায়ের স্মৃতিচারণ করে দীপেন দত্ত বলেন, ‘আমার মা আমার দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। প্রকৃতির এক সত্যিকারের অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যিনি তার সংস্পর্শে আসা প্রতিটি মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে গেছেন এবং অসংখ্য মানুষের জীবনকে উন্নত করেছেন।’

জীবনভর বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণে ব্রতী থাকা এই মানুষটির আজীবনের ইচ্ছা অনুযায়ী, তার মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব মায়ামিতে দান করার প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলা সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং নারী আন্দোলনের অঙ্গনে ড. পূরবী বসু এক দীপ্তময় ও বরেণ্য নাম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই মহীয়সী নারী একাধারে একজন কৃতি বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, কবি এবং ঔপন্যাসিক। তার লেখনিতে ফুটে উঠেছে বিজ্ঞানের শাণিত যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, বাংলার সমাজজীবনের গভীরে প্রোথিত অবহেলিত মানুষের বেদনাবোধ, নারীর আত্মোপলব্ধি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য বার্তা।

ড. পূরবী বসু ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মুন্সিগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াকালীন তার লেখা একটি গোয়েন্দা গল্প স্থানীয় দেয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং মুন্সিগঞ্জের একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার ছোটদের পাতা- যেমন ‘কচিকাঁচার আসর’, ‘সাত ভাই চম্পা’ এবং ‘খেলাঘর’-এ নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেন।

১৯৫৯ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহসান হাবীব সম্পাদিত তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা) পত্রিকার সাহিত্য পাতায় তার একটি গল্প প্রকাশিত হয়, যা তার সাহিত্যিক জীবনে একটি বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি শিক্ষাজীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী।

ড. পূরবী বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসি বিষয়ে স্নাতক (অনার্স) ডিগ্রি অর্জন করেন। ফার্মেসিতে পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা মেডিক্যাল কলেজ অব পেনসিলভেনিয়া থেকে প্রাণ-রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরে ইউ-নিভার্সিটি অব মিসৌরি থেকে পুষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেন এবং তার গবেষণাকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। তার বহু গবেষণা-প্রবন্ধ বিশ্বের নানা খ্যাতনামা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. পূরবী বসুর পেশাগত জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা ছিল তার পেশাগত জীবনের মূল ভিত্তি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিশ্ববিখ্যাত মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যানসার সেন্টারে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার সঙ্গ যুক্ত হন।

দীর্ঘকাল প্রবাসে বিজ্ঞান সাধনা ও অধ্যাপনা শেষে তিনি স্বদেশে ফিরে যান। বাংলাদেশে ফিরে তিনি দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসে উচ্চ পদে যোগদান করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক হিসেবেও অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ১৯৬৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর একুশে পদক বিজয়ী প্রখ্যাত সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সঙ্গে বিব-াহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদেরে এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছেন।

ছোটবেলায় লেখালেখি শুরু করলেও পেশাগত জীবনের ব্যস্ততা পেরিয়ে ১৯৮৯ সালে সমবায় প্রকাশনী থেকে তার প্রথম মৌলিক গল্পের বই ‘পূরবী বসুর গল্প’ প্রকাশিত হয়। তার গল্পে, উপন্যাসে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত, প্রান্তিক মানুষ এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও দরিদ্র জনগণের জীবনসংগ্রামের বাস্তব চিত্র।

তার রচনায় নারীর অধিকার, নারীবাদী ধ্যান-ধারণা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী অত্যন্ত জোরালোভাবে উঠে এসেছে। তার প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে ২০১৩ সালে প্রকাশিত ‘প্রাচ্য পুরাণ ও প্রাচ্যে পুরাতন নারী’ অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। এই বইটিতে ১৩টি প্রবন্ধে ১৮টি পুরাণ ও উপপুরাণসহ প্রাচ্যের রূপকথা ও উপকথার নারী চরিত্র এবং তাদের ঘটনাবলির সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া বেঙ্গল পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত তার ‘আমার এ দেহখানি’ গ্রন্থে পুরুষ ও পু-রুষতন্ত্র, মাতৃত্ব এবং নারী-পুরুষের সৃষ্টির আদি রহস্য নিয়ে গভীর দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

২০১৪ সালে অন্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত তার প্রথম উপন্যাস ‘অবিনাশী যাত্রা’ প্রবাসজীবনে একজন নারীর একা বেঁচে থাকার দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মিক উপলব্ধির এক মর্মস্পর্শী দলিল।

বাংলা কথাসাহিত্যে ও মননশীল লেখায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড. পূরবী বসু দেশের বেশ কয়েকটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার (২০০৫) এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (২০১৫)।

পূরবী দিদি, কী যে কষ্ট হচ্ছে, এই কষ্ট কোথায় রাখি!

শামীম আল আমীন

কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও বিজ্ঞানী ড. পূরবী বসু চলে গেছেন। শনিবার আমেরিকার ফ্লোরিডায় নিজ বাসায় তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। শেষ মুহূর্তে পাশে ছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গী, কথাসাহিত্যিক ড. জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত। কতবার তাঁদের দুজনকে পাশাপাশি দেখেছি। আজ খবরটা পড়তে গিয়ে বারবার ওই ভালোবাসাপূর্ণ দৃশ্যে চোখ আটকে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তেও দু'জন দুজনের পাশে ছিলেন।

পূরবী দিদি ছিলেন আমার মায়ের মতো। বহু বছর আমাকে সন্তানের মতো স্নেহ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে আমার মনটা শান্ত হতো। আমেরিকায় আসার পর শুরুর দিনগুলোয়, যখন নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছি, তখন নানাভাবে তিনি আমার পাশে থেকেছেন। কতবার যে কারণ ছাড়াই তাঁকে ফোন করেছি! তিনিও নিয়মিত ফোন করতেন। শেষদিকে অসুস্থতার কারণে আগের মতো কথা হোত না। আজ মনে হচ্ছে, আর একবার যদি তাঁর গলাটা শুনতে পেতাম!

বাংলাদেশের অন্যতম প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্যপ্রকাশের প্রতিষ্ঠাতা মাজহারুল ইসলামের মাধ্যমে পূরবী দিদি আর জ্যোতিদার সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন ঢাকায় একাত্তর টেলিভিশনের অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর ছিলাম। রিপোর্টিংয়ের পাশাপাশি খবর ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে টক শো 'একাত্তর জার্নাল' সঞ্চালনা করতাম। সবে ‘একাত্তর সকাল’-এ গুণী মানুষদের সঙ্গে একটু অন্য রকমের আলাপ শুরু করেছি সবে। সেই অনুষ্ঠানের এক পর্বে এসেছিলেন তাঁরা দুজন। প্রথম



আলাপেই মনে হয়েছিল, কী সহজ করে কাছে টেনে নেন তাঁরা, কী মর্যাদা দিয়ে কথা বলেন মানুষের সঙ্গে! ঢাকায় তাঁদের শান্তিনগরের বাসায় গিয়েছি, অমর একুশে বইমেলায় দেখা হয়েছে। সেই থেকে শুরু। আমি আমেরিকায় চলে আসার পর সম্পর্কটা আরও গভীর হলো।

কলোরাডোর ডেনভারে থাকতেন, পরে চলে যান ফ্লোরিডায়। চিকিৎসার জন্য দিদি প্রায়ই নিউইয়র্কে আসতেন, এখানে তাদের একটি বাড়ি ছিল। তাঁরা এলে দেখা হতো প্রায় প্রত্যেকবার। আমাদের বাসায়ও এসেছেন দুজন। নিউইয়র্কের টিবিএন২৪ টেলিভিশনে তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তবে আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে আপস্টেট নিউইয়র্কে তাঁদের বাসায় কাটানো এক বর্ষণমুখর দিনের কথা। তাদের ছেলেমেয়েরা তখন আর তাঁদের সঙ্গে তেমনভাবে থাকতেন না। দিদি আর দাদা একে অপরকে ঘিরেই থাকতেন। সেদিন কত আনন্দ করেছিলাম! দাদা নিজেই গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন কাছের একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁয়। বাইরে বৃষ্টি, আমরা একসঙ্গে খেতে যাচ্ছি। ওই দিনটির কথা মনে পড়লে আজও মনে হয়, জীবন কত আনন্দময়!

জ্যোতিদা একুশে পদক পাওয়ার পর নিউইয়র্কে তাঁর সংবর্ধনায় আমিও বক্তা ছিলাম। সেদিন দিদির কী আনন্দ! নিউইয়র্কেই হুমায়ূন আহমেদ সাহিত্য সম্মেলনসহ কত অনুষ্ঠানে তাঁদের সঙ্গে থেকেছি। আরও অনেককে নিয়ে তাঁরা শুরু করেছিলেন বিশ্ব বাংলা সাহিত্য সমাবেশ। দিদি সুস্থ থাকতে আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবছর সেই আয়োজন হতো। পূরবী দিদি চাইতেন, উদ্বোধনী আর সমাপনী অনুষ্ঠান আমি সঞ্চালনা করি, আমার কথা বলা তিনি খুব পছন্দ করতেন। কয়েকবার যোগ দিতে পেরেছি, কয়েকবার কথা দিয়েও যেতে পারিনি। আজ সেই যেতে না-পারা দিনগুলোর কথাও খুব মনে পড়ছে।

‘দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ অবলম্বনে আমার প্রামাণ্যচিত্র ‘সংস ফর এ কান্ট্রি’র জন্য জ্যোতিদার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সেদিনও পাশে বসে নানা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন দিদি। আর অনিন্দ্য প্রকাশ থেকে আমার গল্পসংকলন ‘তোমার অসীমে’ বেরোনোর আগে কী ভয়ে ভয়ে যে পা-ুলিপিটা তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলাম! দিদি আর দাদা দুজনেই পড়ে প্রশংসা করেছিলেন। নিউইয়র্কে বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে দিদির প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল। শরীর খারাপ থাকায় আসতে পারেননি। তবু কত যত্ন করে একটা ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছিলেন! আমার লেখালেখির আনন্দযজ্ঞেও ভালোবাসা ছড়িয়ে গেছেন তিনি।

১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জে জন্ম পূরবী বসুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মেসিতে স্নাতক হয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকায় আসেন। মেডিকেল কলেজ অব পেনসিলভানিয়া থেকে প্রাণরসায়নে স্নাতকোত্তর এবং ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরি থেকে পুষ্টিবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন। গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন নিউইয়র্কের মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যান্সার সেন্টার ও কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে। দেশে ফিরে একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কাজ করেছেন। ব্র্যাকের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

বিজ্ঞানের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠা। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও কবিতা মিলিয়ে তাঁর প্রকাশিত বই চল্লিশটির বেশি। তাঁর লেখায় এসেছে নারীর জীবন ও অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষের জীবনসংগ্রাম। ‘নারী তুমি নিত্য’, ‘অবি-নাশী যাত্রা’, ‘আমার এ দেহখানি’, ‘প্রাচ্য পুরাণ ও প্রাচ্যে পুরাতন নারী’ এবং ‘নারী দীপাবলী’ তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৫ সালে অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার এবং ২০১৩ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। নিজের কাজে এত উজ্জ্বল একজন মানুষ, অথচ কী বিনয় আর মমতা ছিল তাঁর ব্যবহারে। জ্যোতিদার মধ্যেও সেই একই গুণ দেখেছি।

পারকিনসন্স রোগের পাশাপাশি স্ট্রোক ও পুরোনো সড়ক দুর্ঘটনাজনিত নানা শারীরিক জটিলতায় দীর্ঘদিন ভুগছিলেন দিদি। তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব মায়ামিতে তাঁর মরদেহ দান করা হচ্ছে। জ্যোতিদা, তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং অসংখ্য পাঠক ও গুণগ্রাহী আজ এই শোকের ভার বহন করছেন।

১৯৬৭ সালে পূরবী দিদি আর জ্যোতিদা বিয়ে করেছিলেন। সেই থেকে সাহিত্য আর জীবনের কতটা পথ একসঙ্গে হেঁটেছেন তাঁরা! আমি যতবার তাঁদের কাছে গিয়েছি, দেখেছি, দুজন কীভাবে একে অন্যের খেয়াল রাখেন, যত্ন করেন, ভালোবাসেন। দিদির চলে যাওয়ার পর দাদার দিনগুলো কেমন কাটবে, ভাবতেই বুকটা ভারী হয়ে আসছে।

পূরবী দিদি, আপনি যে আমার কত আপন, তা কি আপনাকে যথেষ্ট বলেছি? আজ সেই বর্ষার দিনের কথা মনে পড়ছে, আপনার পাঠানো ভিডিওবার্তার কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে আমাদের কারণ-অকারণের ফোনালাপ। এক জীবনে এত মমতা খুব কম মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি আমি। যেখানেই থাকুন, আকাশের তারা হয়ে থাকুন, দিদি। আপনি আমার সমস্ত জীবনজুড়ে থাকবেন, ভালোবাসায়। আমার কাছ থেকে আপনার কোনো বিদায় নেই।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



“পূরবী বসুর গল্প”-এর নায়িকা পূরবী বসু আর নেই

রতন তালুকদার

পূরবীদি আর নেই। জীবন যুদ্ধের লড়াই শেষ হলো। অবশেষে নিঃশব্দ অন্তিমে। পেছনে রেখে গেছেন একজন অসাধারণ নারীর জীবন গাঁথা। চেনা জগৎ থেকে অচেনা গন্তব্যে। জীবন সংগ্রামে তিনি ছিলেন সফল নারী, একজন প্রকৃত মানুষ, একজন অসাম্প্রদায়িক অকুতোভয় সৈনিক।

ফেসবুকে প্রথমে খবর ও হাস্যোজ্জ্বল ছবি দেখে বিশ্বাসই হয়নি, পূরবীদি চলে গেলেন। অসুস্থ ছিলেন। তবে দৃঢ় মন-মানসিকতার জোরে দীর্ঘদিন রোগের সাথে লড়াই করে হেরে গেলেন তিনি।

ভাল মানুষের ব্যাখ্যা কী জানি না, আমার দেখা তিনি একজন অনন্য বৈশিষ্ট্যের নারী। যাঁর ভেতর মানবিকতার চেতনা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মাতৃত্বের গুণাবলী স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাঁর কর্মময় জীবনের বাঁকে বাঁকে বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা পূরবী বসুকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে। একজন আদর্শ নারী, মা ও প্রতিব্রতা হিসেবে তার কর্মময় জীবনধারা তাকে মানুষের মনের মণিকোঠায় বেঁধে রাখা যায়।

পূরবী বসু ছিলেন আজন্ম পরবাসী। পাঁচ দশকের প্রবাস জীবন ছেড়ে একবার বাংলাদেশে ফিরেছিলেন। সেই ফেরা বেশিদিন টেকেনি ফিরে আসেন নিউইয়র্কে। আবার শুরু প্রবাস জীবনের চেনা জনপদে আনাগোনা।

পূরবীদি ও জ্যোতিদার সাথে আমার সম্পর্ক-বন্ধুত্ব প্রায় চল্লিশ বছরের। জানাশোনার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পেয়েছি স্নেহ-মমতা। পূরবীদিকে যখনই ডাকতাম তখনই হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতো।

পূরবী বসু বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জের মেয়ে। বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্ম। ধলেশ্বরী নদীর পাড়ের কন্যা পূরবী বসুর অনেক লেখা গল্পে মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর, ধলেশ্বরী নদী নিয়ে অনেক নষ্টালজিক স্মৃতি বার বার এসেছে।

একধারে বিজ্ঞানী আবার সাহিত্যিক এই সমান্তরাল পথ চলা বিরল ঘটনা অন্তত একজন নারীর জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমেরিকান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় হেঁটেছেন তিনি। পেয়েছেন উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা। তিনি ছিলেন একজন পুষ্টি বিজ্ঞানী। নিউইয়র্কের বিখ্যাত ‘মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং ক্যান্সার সেন্টারে করেছেন গবেষণা। তারপর হলেন ড. পূরবী বসু। কর্মজীবন শুরুও নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় একজন পুষ্টি বিজ্ঞানী হিসেবে। মাঝে ক’বছর বাংলাদেশে একটি বহুজাতিক সংস্থায় গবেষণায় কর্মরত ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের উঠোনেও জেগে উঠেন তিনি। একজন বিজ্ঞানী হয়েও লেখালেখিতে সরব হন। এখানেও পেয়েছেন গগন ছুঁই ছুঁই সাফল্য। বাংলা সাহিত্যে চর্চায় পূরবী বসু বিজ্ঞানভিত্তিক লেখার পাশাপাশি তার সৃজনশীল সাহিত্য রচনার জন্য অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার, আরও পরে কথাসাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার তার ঝুলিতে ঢোকান।

পূরবী বসু ছিলেন গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। নানাধর্মী লেখায় তার দেশপ্রেম,সমাজের ক্ষতস্থান গুলির ছবি উঠে এসেছে। তিনি ছিলেন একজন নারীবাদী ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবি দেখা যায় তার সাহিত্য কর্মে। বিজ্ঞান চর্চা তার পেশা হলেও বাংলাসাহিত্যের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় তার বিচরণ ছিলো।

পূরবী বসুর প্রকাশিত বই অনেক। মূলত বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা, পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের সমাজ-নারী তার রচনায় ফোটে উঠে। লেখার মুন্সিআনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে তার গল্পে সমাজ প্রগতির প্রতিচ্ছবি।

পূরবী বসুর প্রথম বই “পূরবী বসুর গল্প” বেশ ক’টি গল্প নিয়ে সমৃদ্ধ। প্রতিটি গল্পেই যেন নিজের বাস্তব জীবন, শৈশব-কৈশোর, মুন্সিগঞ্জের ঘর-বাড়ি, মা-বাবার কথা আর ধলেশ্বরী নদীর নিরবধি বহতার কথা। মনে হয় তার “পূরবী বসুর গল্প”-বই এর নায়িকাও ছিলেন তিনি।

পূরবীদি ও জ্যোতিদার সাথে আমদের পরিবারের দীর্ঘ সম্পর্ক, বন্ধুত্ব এখনো অটুট। জ্যোতিদা অমায়িক মানুষ। অসম্ভব ভদ্র ও বিনয় তাকে মহিমান্বিত করেছে। আমি মাঝে মাঝে পূরবী-জ্যোতি দম্পতির সম্পর্ক দেখে প্রেরণা পাই।

সর্বশেষ পূরবীদি জ্যোতিদাকে নিয়ে নিউইয়র্ক এসেছিলেন মাত্র দু’বছর আগে। ছিলেন আমার বাসায়। নিউইয়র্কেও ডাক্তার দেখালেন। চিকিৎসার ত্রুটি হয়নি। হায়,তবু চলে যেতে হয়।

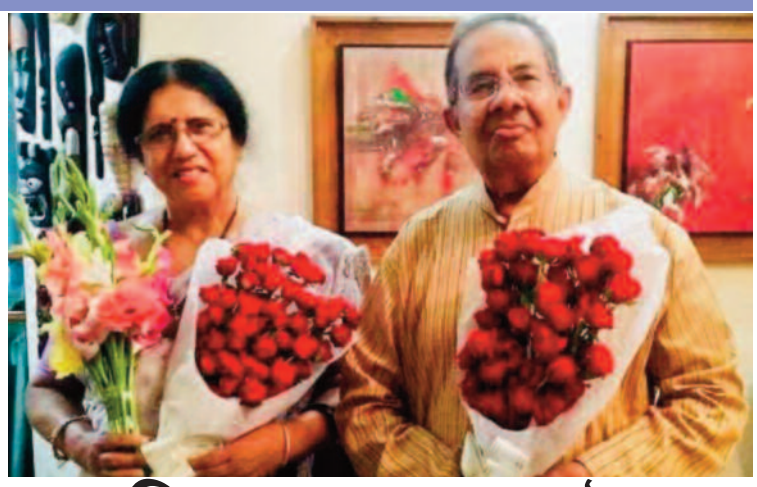
লাগুয়ার্ডিয়া এয়ারপোর্টে শেষ বার যখন পূরবীদিকে ছেড়ে আসি– অপলক তাকিয়ে রইলেন, একেবারে শিশুর মতো কোমল চোখ-মুখ। শুধু বল্লেন, ভালো থাকবেন রতন! সেই বিদায় শেষ বিদায় হবে মনেও হয়নি বিশ্বাসও হয়নি।

কাল রাতে জ্যোতিদার সাথে কথা হলো, বিমর্ষ চিত্তে ফোন করি– তিনটি রিং এর পর জ্যোতিদা ধরলেন– নীরবতা ভেঙ্গে আমিই বলি “দাদা” হ্যাঁ রতন, জ্যোতিদা বল্লো পূরবী আজ চলে গেলো!– এই বয়সে আমি একা হয়ে গেলাম- কীভাবে থাকবো? সান্ত্বনার ভাষা নেই! শুধু খবর নিয়েছি পূরবীদির মেয়ে জয়ীষা ও পুত্র দীপনের।

গুডবাই পূরবীদি, সেখানে ভালো থাকুন!

লেখকঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমির সম্পাদক





চিত্রাঙ্গদা নয় কেউ

পূরবী বসু

এই যে দুটি ছোট্ট বলের মতো মাংসপি- দেখছো, এগুলোই তোমার ওভারি। তোমার শরীরে মেয়েদের হরমোন এস্ট্রোজেন আর প্রজেস্টারোন বানাতো এগুলো। অর্থাৎ এই ছোট্ট বল দুটিই প্রধানত তোমাকে এতো বছর ধরে মেয়ে করে রেখেছিল। সন্তান তৈরির জন্যে মেয়েদের যে ডিম্বাণুর দরকার হয়, সেটাও আসে এই ওভারি থেকেই।’

ডাক্তার এই কঠিন কঠিন শব্দগুলো যতটা সম্ভব ধীরে ধীরে উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। তবে এগুলো সবই তো আমার কাছে অতিপরিচিত এখন। কিছুই নতুন মনে হয় না।

একটু থেমে ডাক্তার আবার বলে, ‘গত কিছুকাল ধরে যে তোমাকে নানারকম ওষুধ খাওয়াচ্ছিলাম, ইনজেকশন দিচ্ছিলাম, তা আসলে এই বলদুটোকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার জন্যেই; মানে মেয়ে হরমোনের কাজকর্ম চেপে রাখার জন্যে।’

ডাক্তারের নির্দেশমতো বিছানার সামনের দেয়ালে যে বিশাল আয়না রয়েছে, সেদিকে তাকায় মুকুল। দেখতে পায়, তার শায়িত শরীর থেকে কয়েক ফুট সামনে স্টেইনলেস স্টিলের এক ঝুলমত্ব ট্রে। ট্রের ওপর টানটান করে পাতা রয়েছে কয়েক প্রস্থের সাদা টিস্যু পেপার। সেখানে, সেই টিস্যু পেপারের ওপরেই রাখা হয়েছে সদ্য পেট থেকে বের করে আনা তাজা রক্তে ভেজা লাল টুকটুকে দুটো বল। প্রতিটি বলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে একটি করে লম্বা মিহি দড়ির মতো সরু, মাংসালো গ্রন্থি।

মুকুলের খুব ইচ্ছা হয় আলগোছে বলদুটোকে নিজের হাতে তুলে নেয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

ভাবতে অবাক লাগে মুকুলের, এই বস্তুগুলো তার পেটের ভেতর ছিল এতকাল। এই ছোট্ট ছোট্ট প্রত্যঙ্গগুলো রেখেছিল তাকে, সে যা নয়, কখনো নিজেকে যা ভাবে না, তাই করে। আজন্ম। ওগুলোকে নিজের হাতে ধরার-স্পর্শ করার দুর্নিবার এক স্পৃহা অনেক কষ্টে দমন করে সে।

ওভারিদুটোকে শরীরের বাইরে দেখে ভালো লাগে মুকুলের। নিশ্চিমত্ব হয়। আঃ! কী শামিত্ব! কী ভীষণ তৃপ্তির দিন আজ! এ যে কত বড় পাওয়া। কী সাধের অর্জন! আজকে জীবনে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারবে মুকুল সেই রূপে, যেভাবে নিজেকে সবসময় ভেবে এসেছে সে, যেভাবে বোধ করেছে, যেভাবে নিজেকে দেখতে চেয়েছে। সে সত্যি সত্যি অবশেষে মুক্তি পাবে নিজের শরীরের এই অবাঞ্ছিত বেড়াজাল থেকে। এখনো বিশ্বাস হয় না যেন। আর কী অদ্ভুত! এই মুহূর্তে সবাইকে ডিঙিয়ে, সবকিছু ছাপিয়ে শুধু একটি মুখই চোখের সামনে ভেসে উঠছে, যে-মুখ মার নয়, বাবার নয়, বড় দুই বোনের নয়, এমনকি শীলা নামে তার যে প্রিয় সহপাঠী, যাকে দেখলে সব না-পাওয়া মুহূর্তে ভুলে যাওয়া যায়, তারও নয়। সে-মুখ রতন চৌধুরীর।

মুকুলের খুব ইচ্ছা হয় রতন চৌধুরীকে ডেকে এনে তার হাতে তুলে দেয় এই রক্তাক্ত ওভারিদুটো। রতন চৌধুরী, দেখো, কেমন হেরে গেলে তুমি আমার কাছে। প্রায় বাপের বয়সী হয়েও কত লোভ ছিল তোমার এই শরীরটার ওপর। সবার চোখের আড়ালে যখনি একমুহূর্তের জন্য কাছে পেতে আমাকে, তক্ষুনি তোমার হাত চলে যেত আমার বুকের ওপর, তারপর সুযোগ পেলে ঢোলা হাফপ্যান্টের ভেতরও। তুমি বলতে, কোথাও আমার বিয়ে হবে না। আমার মতো পুরুষালি মেয়েকে কেউ নাকি বিয়ে করবে না। তবে তুমি করবে। কারণ মামা হলেও তোমার সঙ্গে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি বলতে, আমাকে বিয়ে করার জন্য দরকার হলে জোর করে তুমি আমায় পেট বাঁধিয়ে দেবে।

মুকুলের খুব সখ হয় ওভারিদুটো দুই হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে শূন্যে তুলে ধরে ওপরের দিকে। ইচ্ছা হয়, দূরবর্তী রতন চৌধুরীর উদ্দেশে টোস্ট করে বলে, ‘এই নাও আমার ওভারি। এই নাও তোমার সন্তানের দুরাশা।’

‘আগাছার মতো এ-দুটোকে আজ উপড়ে তুলে আনা হয়েছে অরক্ষিত পৃথিবী–এই হাটখোলা সমাজ! মুকুল পদে পদে ধাক্কা খায়। তার বয়সী যুবকদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রচ্ন হতাশ হয় মুকুল। দেখে, তারা প্রায় সকলেই নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে পুরোপুরি অবসেসড। যৌনপ্রতীক ছাড়া মেয়েদের আর কিছুই যেন ভাবতে পারে না তারা। মেয়েরা আড়াল হলেই বা দু-তিনজন যুবক একত্রিত হলেই ভয়ানক অশীল মন্তব্য করে তারা মেয়েদের নিয়ে। এ কেবল নারীসঙ্গবিহীন হতাশ যুবকদের খেদোক্তি নয়, মেয়েদের সম্পর্কে একধরনের নিচু ও ভুল ধারণার অস্তিত্ব আগাগোড়া সর্বত্রই টের পায় মুকুল। সে লক্ষ করে, অধিকাংশ লোকেরই বদ্ধমূল ধারণা, মেয়েদের বুদ্ধি, চিন্তা, যুক্তি বলে তেমন কিছুই নেই। শুধু পুরুষদের আনন্দ দেবার জন্যই তাদের জন্ম। সেই আনন্দদানও মূলত দেহজ। এসব ব্যাপারে কোনো আপত্তি করলে বা বাধা দিতে গেলে নানারকম কটু কথা ও মন্তব্য শুনতে হয়। মুকুল তখন আস্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

কোনো আসর বা আড্ডা থেকে মুকুলের এই নিঃশব্দ ও অকস্মাৎ প্রস্থান এত ঘন ঘন হতে থাকে যে, আজ আর তাই কেউ অবাক হয় না হঠাৎ তার উধাও হয়ে যাওয়া টের পেলে। বন্ধুমহলে তার নামই হয়ে গেছে, ‘এই আছে এই নেই’।

এসবের বাইরে সে আরো কিছু কারণে নিজেকে নিয়ে কিছুটা চিমিত্মত ও বিচলিত হয়ে পড়ে। কিছু লোক তার সমতল বুক আর মুখের একগাদা কালো দাঁড়ির বাইরে গিয়ে তার নরম, পেলব হাত-পা, আঙুল, হালকা মসৃণ ঠোঁট, হাসি, কণ্ঠ, কথাবার্তার মধ্যে কোথায় যেন নারীসুলভ গন্ধ পায়। এসব নিয়ে তির্যক মমত্মব্য করে কেউ কেউ। কেউ কেউ যৌন সংকেত বা যৌন ইঙ্গিতও দেয়। বিরক্ত হয়ে আড্ডা থেকে উঠে যায় মুকুল। সেখানে গিয়েও নতুন কিছু খোঁজে। পায় না। বিরক্ত লাগে তখন।

বাড়িতেও কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। আগে এ-বাড়ির তিন সন্তান–পিঠাপিঠি তিন কন্যা একটি বড় খাটে একসঙ্গেই ঘুমাতো। এখন মুকুলের জন্য ভিন্ন সিঙ্গল খাট পাতা হয়েছে। একই ঘরের দুই পাশে দুটো খাট। অন্য পাশের ডাবলখাটে এখনো একসঙ্গে ঘুমোয় দুই বোন। আগের বাসাতেও ছিল দুটি বাথরুম। একটা ব্যবহার করত মা-বাবা। অন্যটা বাড়ির তিন সন্তান। দুটো বাথরুম আছে এই বাড়িতেও। কিন্তু একটিকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বাবা আর মুকুলের জন্য। অন্যটা মা ও দুই কন্যা ব্যবহার করে। বাবা কম কথা বলে, ঘরে কম থাকে। বরাবরই। আগে মা ও তিন কন্যা বসে অনেকরকম কথা, গল্প করতো। এখন বাড়ির মেয়েদের আড্ডায় মুকুলের ডাক পড়ে না। আর বাবা তো আরো কম কথা বলে আজকাল। বিশেষ করে মুকুলের সঙ্গে বলার যেন আর কিছুই নেই তার। সার্জারির পর থেকে ভালো করে মুকুলের দিকে তাকায় না পর্যন্ত বাবা। আরো যেন গম্ভীর ও নিশ্চুপ হয়ে পড়েছে।

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যায় একটি রেস্টুরেন্ট কাম বারে নিয়ে গেল মুকুলকে তার দুই বন্ধু। গত বুধবার মুকুলের জন্মদিন ছিল। অফিসের কাজের চাপে সেদিন কিছু করতে পারেনি। তাই আজ মুকুলকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়াতে চায় ওরা। **-বাকী অংশ ১৮ পাতায়**

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে পিকআপ এবং ড্রপস্ করে থাকি





আমরা প্রতিদিনই খোলা সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Framework Finance LLC

প্রবাসে থেকে নিশ্চিন্তে
বাড়ি করুন দেশে

এই প্রথম আপনার USA-এর
ক্রেডিট কোয়ালিফিকেশন দিয়ে
বাংলাদেশে ফাইনান্স করতে পারবেন
আপনার স্বপ্নের ফ্ল্যাট/জমিটি

বিস্তারিত জানতে এখনই কল করুন

516-508-6698 (USA)
+880-16786-23252 (BD)

অথবা ভিসিট করুন

www.frameworkfinance.com

118-35 QUEENS BOULEVARD FOREST HILLS TOWER,
#400, FOREST HILLS, NY 11375

NRBC BANK
RUPAYAN GROUP
FDL lifestyle awaits
BUILD

www.jonmobhumi.com



এ সপ্তাহের রাশি ফল

ড. জি সি সরকার

মেষ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচন্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটু চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন।
হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে।
প্রেমের সম্পর্কে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যাঁরা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন।শেয়ারে একটু ওঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যাঁরা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে।ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না।অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে।এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না।
বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উঁচু স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন।সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যাঁরা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাঙ্গলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কৌলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে।পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

গোপালগঞ্জ শহরে রামদা ও চাপাতি নিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের মহড়া, হাসপাতালে হামলা-ভাঙচুর-আগুন

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : রামদা, চাপাতিসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আজ বুধবার সন্ধ্যার পর গোপালগঞ্জ শহরের বিভিন্ন সড়কে মহড়া দিচ্ছেন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। শহরের কিছু এলাকায় তাঁরা সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। সন্ধ্যা সোয়া ৭টার পর শহরের পাচুড়িয়া, কোর্ট এলাকা, লঞ্চঘাট, কাঁচাবাজার মোড়, পুলিশ লাইন ও বেদগ্রাম এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ে মহড়া দেখা যায়। এসব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো টহল দেখা যায়নি। যুদ্ধের সময়ও তো কেউ হাসপাতালে আক্রমণ করে না। এ কী শুরু হয়েছে! হাসপাতালে রোগী ছিল। আজকেও সিজার হয়েছে। সেই অবস্থায় এই হাসপাতালে আক্রমণ করেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যায় শহরের বিভিন্ন দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের মহড়াগুলো জড়ো হয় লঞ্চঘাট এলাকায়। সেখানে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাজু খানের নেতৃত্বে স্লোগান দেওয়া হয়। এ সময় 'খেলা খেলা খেলা হবে'সহ বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।
হাসপাতালে হামলা-ভাঙচুর-আগুন
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, গোপালগঞ্জ সদর আসনের বিএনপিদলীয় সংসদ সদস্য (এমপি) কে এম বাবরের মালিকানাধীন আরাফ জেনারেল হাসপাতাল অ্যান্ড ডায়গনস্টিক সেন্টারে সন্ধ্যা ৭টার পর হামলা করেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। থানাপাড়া এলাকার পাঁচতলা হাসপাতাল ভবনের নিচতলায় প্যাথলজি, ল্যাব ও চিকিৎসকদের বসার চেম্বার রয়েছে। নিচতলার একটি কক্ষ কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করেন এমপি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলার পর রোগী ও তাঁদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্বজনেরা হাসপাতালে ভর্তি থাকা শিশুদের কোলে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, হাসপাতালে ভাঙচুরের পাশাপাশি চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম বাইরে এনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ধোঁয়ায় পুরো ভবন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।
এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, রাত পৌনে আটটার দিকে নবজাতককে কোলে নিয়ে মধ্যবয়সী এক নারী হাসপাতাল থেকে দৌড়ে বের হন। পরে এক স্বজনের সহযোগিতায় রিকশায় ওঠেন। ওই নারী তখন বলছিলেন, তাঁর মেয়ের বাচ্চা হয়েছে গত রোববার। এমন অবস্থায় এ ঘটনা।
হাসপাতালের পাশের একটি ভবনে ভাড়া থাকেন গোপালগঞ্জ সদর আসনে এমপি কে এম বাবর। বর্তমানে ওই বাড়িতে কেউ নেই।











www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-448-5983, Fax: 347-275-0834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



অমর একুশে বইমেলা ২০২৭ : শিব্বীর আহমেদের গল্পগ্রন্থ 'জোছনার জলের কাছে'

বাপা নিউজ, ঢাকা – ভালোবাসা, বিরহ, অপেক্ষা, স্মৃতি ও মানবিক সম্পর্কের নানা অনুভূতি নিয়ে ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন গল্পগ্রন্থ 'জোছনার জলের কাছে'। একগুচ্ছ প্রেমের গল্প নিয়ে রচিত বইটি প্রকাশ করছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অনন্যা।

প্রেমের বিচিত্র অনুভূতি, সম্পর্কের গভীরতা, না-পাওয়ার বেদনা, হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি এবং ভালোবাসার নতুন উপলব্ধি–এমন নানা বিষয় উঠে এসেছে গল্পগ্রন্থটিতে। মানুষের জীবনের নানা বাঁকে প্রেম যেভাবে কখনো আনন্দ, কখনো বিষাদ, কখনো অপেক্ষা আবার কখনো নতুন করে বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়, লেখক তাঁর গল্পগুলোতে সেই অনুভূতিগুলোকে সাহিত্যের ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বইটির নাম 'জোছনার জলের কাছে' নিজেই তৈরি করেছে এক কাব্যিক ও রোমান্টিক আবহ। প্রচ্ছদ করেছেন লেখক নিজেই। প্রচ্ছদে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্র, জলের ওপর রূপালি আলোর প্রতিফলন এবং সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে থাকা এক জুটির দৃশ্য বইটির প্রেমময় বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক অনন্য নান্দনিকতা যোগ করেছে। প্রচ্ছদচিত্রে ভালোবাসা, নিঃসঙ্গতা ও স্মৃতিকাতরতার এক আবেগঘন পরিবেশ ফুটে উঠেছে।

লেখক শিব্বীর আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। গল্প, উপন্যাস, ছড়া, শিশুতোষ সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পঞ্চাশের বেশি বই প্রকাশিত হয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে।

শিশুসাহিত্যেও শিব্বীর আহমেদের রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। সম্প্রতি তাঁর সচিত্র ইংরেজি শিশুতোষ গল্পের বই 'ঞযব ঊষবঢ়যধহঃ'ং ঘবঁ ঝযড়বং' প্রকাশিত হয়েছে। অন্বয় প্রকাশ থেকে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণের এই বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের সব চিত্রাঙ্কন করেছেন লেখক নিজেই। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০২৭ নির্ধারিত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য এটি আগেই প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে লেখা বইটি প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মধ্যে ইতোমধ্যে সাড়া ফেলেছে। শিশুদের জন্য লেখকের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে ছড়া ও ছবির বই 'ধামিয়াম' এবং গল্পের ছবির বই 'ভয়ানক ধামি' ও 'ধামি করবে বিয়ে'।

শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি এবার প্রেমের গল্প নিয়ে পাঠকদের সামনে আসছেন শিব্বীর আহমেদ। 'জোছনার জলের কাছে' গল্পগ্রন্থের মাধ্যমে ভালোবাসার বহুমাত্রিক অনুভূতি এবং মানুষের সম্পর্কের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চান তিনি। ২০২৭ সালের অমর একুশে বইমেলায় বইটি প্রকাশিত হলে প্রেমের গল্পপ্রেমী পাঠকদের মধ্যে এটি আগ্রহ তৈরি করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রকাশ হলো লেখক শিব্বীর আহমেদ এর সচিত্র ইংরেজি গল্পের বই

বাপা নিউজ, নিউইয়র্ক - দেশের খ্যাতনামা লেখক, সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক শিব্বীর আহমেদের নতুন সচিত্র শিশুতোষ ইংরেজি গল্পের বই ÔThe ElephantÕs New ShoesÕ প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ রঙিন ও দৃষ্টিনন্দন অলংকরণে সমৃদ্ধ এই বইটি প্রকাশ করেছে স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'অন্বয় প্রকাশ'। বইটির আনুষ্ঠানিক প্রথম প্রকাশকাল 'ফেব্রুয়ারি ২০২৭' (অমর একুশে বইমেলা ২০২৭ উপলক্ষে) নির্ধারিত থাকলেও, এর আগেই যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বইমেলায় প্রদর্শনের জন্য বইটি আলোর মুখ দেখেছে এবং প্রবাসী পাঠক ও শিশুদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বইটির প্রচ্ছদ ও ভেতরের মনোরম অলংকরণ করেছেন লেখক শিব্বীর আহমেদ নিজেই। শিশুদের কল্পনাশক্তি, কৌতূহল, দয়া এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার লক্ষ্যে লেখা এই গল্পের মূল বার্তা হলো–'প্রত্যেকের মাঝেই বিশেষ কিছু দেওয়ার মতো গুণ বা সামর্থ্য রয়েছে'। চমৎকার সব রঙিন ছবি ও মজাদার গল্পের গাঁথুনি ছোটদের বিনোদনের পাশাপাশি ইতিবাচক মানসিকতা গঠনে সহায়তা করবে। দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত শিব্বীর আহমেদ শিশুসাহিত্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করেছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান–অন্বয় প্রকাশ, অনন্যা, নালন্দা, বাংলাপ্রকাশ ও সময় প্রকাশন থেকে তাঁর পঞ্চাশোর্ধ বই প্রকাশিত হয়েছে। শিশুদের জন্য লেখা তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে–ছড়া-ছবির বই 'ধামিয়ান' এবং গল্পের ছবির বই 'ভয়ানক ধামি' ও 'ধামি করবে বিয়ে'।

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের 'গ্রাফিড ওয়ার্ল্ড' থেকে মুদ্রিত বইটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক পরিম¯লে বইটি সহজলভ্য করতে বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য ও ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে–যুক্তরাষ্ট্র: মুক্তধারা (জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক), কানাডা: বাংলা মিডিয়া (টরন্টো) ভারত: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন ও নয়া উদ্যোগ (কলকাতা) এবং ডি কে বুক এজেন্সিজ প্রা. লি. (নয়াদিল্লি)। বাংলাদেশ ও প্রবাসের শিশুসাহিত্য অঙ্গনে শিব্বীর আহমেদের এই নতুন সংযোজন বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী ও ইংরেজিভাষী শিশুদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হবে বলে আশা করছেন প্রকাশক ও সংশ্লিষ্টরা।



মরহুম আব্দুল খালিক লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেন এর স্মরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক।। আবু সাইয়িদ এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সদস্য মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল এর সঞ্চালনায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপদেষ্টা মরহুম আব্দুল খালিক লালু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মরহুম আলতাফ হোসেন এর স্মরণে শোক সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

শোক সভায় বিপুল সংখ্যক জাতীয় পার্টির নেতা কর্মী সমর্থক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের মরহুম আব্দুল খালিক লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেন এর গুনগ্রাহিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল, উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, সহ-সভাপতি এস এম ইকবাল,সহ-সভাপতি নুর ইসলাম বর্ষন,সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সদস্য আব্দুন নুর, কোষাধ্যক্ষ আবুল কাশেম চৌধুরী, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি আব্দুল কাদির লিপু, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এন এস এন রুবেল সহ অনেকেই।

বক্তারা মরহুম লালু ও মরহুম আলতাফ হোসেনের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। বক্তারা আরো বলেন তাদের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি তথ্য বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির এক বিরাট ক্ষতি হয়েছে। বক্তব্য বলেন, এই দুই নেতা নতুন বাংলা ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাজ করে গেছেন এবং তাঁদের ধ্যান ধারণায় সব সময় দেশের ও জাতীয় পার্টির উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন।

সভা শেষে উপদেষ্টা মরহুম আবুল খালিক লালু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

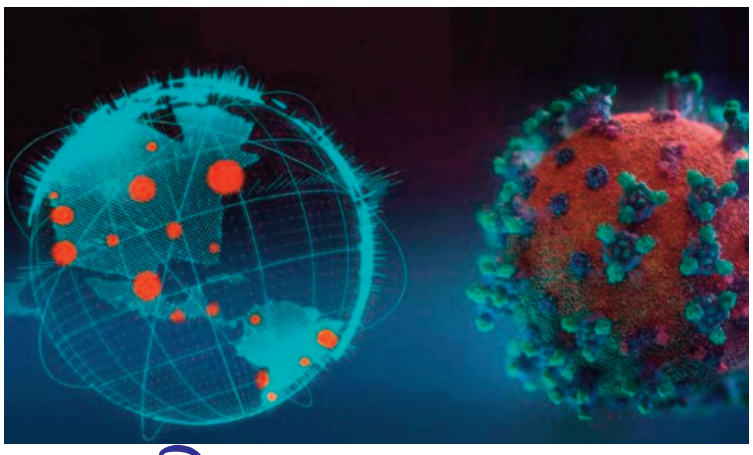








অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



শীতের আগমনে প্রতিদিনের খাবারে রাখুন ৬ উপাদান

দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের সঙ্গে বাড়ছে সর্দি, কাশি, নাক বন্ধ, গলা ব্যথা ও ঠান্ডাজনিত নানা সমস্যা। বিশেষ করে সকাল ও রাতের ঠান্ডা এবং দিনের তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় ধুলাবালি ও শুষ্ক বাতাসও শ্বাসতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

শীতের শুরুতে সুস্থ থাকতে তাই পোশাকের পাশাপাশি প্রতিদিনের খাবারের দিকেও বাড়তি নজর দেওয়া প্রয়োজন। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো রাখা, প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি পূরণ এবং পানিশূন্যতা এড়াতে সুষম খাবারের বিকল্প নেই। এজন্য দামি বা বিশেষ কোনো খাবার খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং প্রতিদিনের পরিচিত খাবারেই কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ভিটামিন, প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকলে শরীর সুস্থ রাখতে তা সহায়ক হতে পারে। শীতের আগমনে প্রতিদিনের খাবারে যে ছয় ধরনের উপাদান রাখবেন, সেগুলো জেনে নেওয়া যাক।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার রাখুন

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে ভিটামিন সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিনের খাবারে ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও সবজি রাখুন। পেয়ারা, আমলকী, কমলালেবু, লেবু ও টমেটো এ ক্ষেত্রে ভালো উৎস। বিশেষ করে মৌসুমি ফল খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এতে শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাবে। তবে ফলের রসের পরিবর্তে আস্ত ফল খাওয়া বেশি ভালো, কারণ এতে আঁশও পাওয়া যায়।

প্রোটিনযুক্ত খাবার খান

শরীরের কোষ গঠন ও মেরামত এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রোটিন প্রয়োজন। এ সময় প্রতিদিনের খাবারে ডিম, মাছ, মুরগির মাংস, ডাল ও দুধ রাখতে পারেন। বিশেষ করে যারা নিয়মিত খাবার খান না, তাদের প্রতিটি প্রধান খাবারে প্রোটিনের কোনো না কোনো উৎস রাখা জরুরি। এতে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে এবং কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

আদা, হলুদ ও রসুনের ব্যবহার বাড়ান

শীতের সময়ে রান্নায় আদা, হলুদ ও রসুন ব্যবহার করতে পারেন। আদা ও হলুদে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যা প্রদাহ কমাতে সহায়ক। অন্যদিকে রসুনেও রয়েছে বিভিন্ন উপকারী যৌগ। গলা খুসখুস করলে আদা দিয়ে হালকা গরম চা পান করতে পারেন। আবার রাতে এক কাপ গরম দুধে সামান্য হলুদ মিশিয়েও খাওয়া যায়। তবে এসব উপাদান ঠান্ডা বা সংক্রমণের চিকিৎসার বিকল্প নয়।

বাদাম ও স্বাস্থ্যকর চর্বিযুক্ত খাবার খান

শরীরের শক্তি ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির জন্য স্বাস্থ্যকর চর্বি গুরুত্বপূর্ণ। কাঠবাদাম, আখরোট, চিনাবাদাম ও বিভিন্ন বীজে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়। এগুলো পরিমিত পরিমাণে প্রতিদিনের নাশতায় রাখতে পারেন। এ ছাড়া রান্নায় পরিমিত পরিমাণে ভালো মানের উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত ভাজাপোড়া ও ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।

অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে এমন খাবার খান

শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের সম্পর্ক রয়েছে। তাই খাবারের তালিকায় টক দইয়ের মতো গাঁজন প্রক্রিয়ায় তৈরি খাবার রাখতে পারেন। পাশাপাশি ডাল, শাকসবজি, ফল ও গোটা শস্যে থাকা আঁশ অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার জন্য ভালো। নিয়মিত এসব খাবার খেলে হজমের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতেও সহায়তা পাওয়া যায়।

পর্যাপ্ত পানি ও উষ্ণ তরল খাবার গ্রহণ করুন

শীতকালে তৃষ্ণা কম পেলেও শরীরের পানির প্রয়োজন কমে না। তাই তৃষ্ণা না পেলেও নিয়মিত পানি পান করুন। পাশাপাশি সবজির স্যুপ, মুরগির ঝোল, ডাল ও হালকা গরম পানীয় খেতে পারেন। গলা শুকিয়ে গেলে বা অস্বস্তি হলে কুসুম গরম পানি পান করলে আরাম পাওয়া যায়। চাইলে হালকা গরম পানিতে মধু ও লেবু মিশিয়েও পান করতে পারেন। তবে অতিরিক্ত চিনি দেওয়া পানীয় এড়িয়ে চলুন।

শীতে সুস্থ থাকতে আরও কিছু অভ্যাস

খাবারের পাশাপাশি প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম ও নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলুন। ধুলাবালি ও ধোঁয়া থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুন। বাইরে থেকে ফিরে হাত-মুখ পরিষ্কার করুন এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা বা কাশি দীর্ঘদিন থাকলে কিংবা জ্বর ও শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। মনে রাখবেন, কোনো একটি বিশেষ খাবার খেলেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় না। বরং নিয়মিত সুষম খাবার, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়।

শীতের শুরুতেই খাদ্যাভ্যাসে সচেতন হলে অনেক মৌসুমি স্বাস্থ্যসমস্যা মোকাবিলা করা সহজ হয়। তাই প্রতিদিনের খাবারে পুষ্টিকর ও সুষম খাবার রাখার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত ঘুম এবং শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিজের শরীরের প্রয়োজন বুঝে খাবার নির্বাচন করুন। মনে রাখবেন, সুস্থ থাকতে কোনো একটি বিশেষ খাবারের ওপর নির্ভর না করে সারা বছরই সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা জরুরি।

ডালিম নাকি আপেল, হার্টের জন্য কোনটি উপকারী?

ডালিম ও আপেল দুই ফলে খাদ্য আঁশ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যা হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে। ডালিমে রয়েছে পলিফেনল, যা হার্টের জন্য উপকারী। অন্যদিকে, আপেলেও রয়েছে খাদ্যআঁশসহ বিভিন্ন ধরনের পলিফেনল। আর এ পলিফেনল হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

ডালিম খাওয়ার উপকারিতা

ডালিম রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাধ্যমে শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে ভূমিকা রাখে। এ ফল প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে। পাশাপাশি হৃদযন্ত্রে রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে ভূমিকা রাখে।

আপেল খাওয়ার উপকারিতা

আপেল মোট কোলেস্টেরল ও ক্ষতিকর এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, রক্তনালির কার্যকারিতা উন্নত করতে ভূমিকা রাখে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, শরীরের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে এ ফল। তবে এসব উপকারের মাত্রা ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক অবস্থা এবং ফল খাওয়ার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। তবে ফল খাওয়াকে কোনো রোগের চিকিৎসার বিকল্প হিসেবে দেখা উচিত নয়।

ডালিমের পুষ্টিগুণ

আধা কাপ ডালিমের দানায় রয়েছে, ক্যালরি ৭২, প্রোটিন ১.৪৫ গ্রাম, মোট চর্বি ১ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ১৬ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৩.৫ গ্রাম, মোট শর্করা ১২ গ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ১০ মি-লিগ্রাম, পটাশিয়াম ২০৫ মিলিগ্রাম এবং সোডিয়াম ২.৬ মিলিগ্রাম।

আপেলের পুষ্টিগুণ

একটি মাঝারি আকারের আপেলে রয়েছে ক্যালরি ৯৬, প্রোটিন ০.৪ গ্রাম, মোট চর্বি ০.৩ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২৩ গ্রাম, খাদ্যআঁশ ৪ গ্রাম, মোট শর্করা ১৭ গ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম ৮.৫ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১৬৯ মিলিগ্রাম এবং সোডিয়াম ৩.৪ মিলিগ্রাম।

দেখা যায়, একটি মাঝারি আপেলে ডালিমের আধা কাপ দানার তুলনায় খাদ্যআঁশ বেশি। অন্যদিকে, ডালিমে প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামের পরিমাণ কিছুটা বেশি। আপেলে ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট ও মোট শর্করার পরিমাণও বেশি। অন্যদিকে, আপেলের অন্যতম প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান হলো ফেনলিক যৌগ। আপেলে রয়েছে পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড ও ভিটামিন সি। এসব উপাদান শরীরের কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়।

কোন ফলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি?

ডালিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জৈব সক্রিয় উপাদান হলো পুনিক্যালাজিন। এটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। হৃদস্বাস্থ্যের ওপর এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও গবেষণা হয়েছে। ডালিমে আরও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পলিফেনল, যেমন এলাজিট্যানিন, ট্যানিন, ফ্ল্যাভোনল, অ্যান্থোসায়ানিন ও এলাজিক অ্যাসিড। অন্যদিকে, আপেলের অন্যতম প্রধান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান হলো ফেনলিক যৌগ। আপেলে রয়েছে পলিফেনল, ফ্ল্যাভোনয়েড ও ভিটামিন সি। এসব উপাদান শরীরের কোষকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিতে ভূমিকা রাখে। তবে শুধু অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বিবেচনা করে কোন ফল হৃদ্‌স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। ফলের পুষ্টিগুণ, শরীরে উপাদানগুলোর কার্যকারিতা এবং সামগ্রিক খাদ্যাভ্যাসও গুরুত্বপূর্ণ।

যেভাবে খাদ্যতালিকায় রাখবেন ডালিম ও আপেল

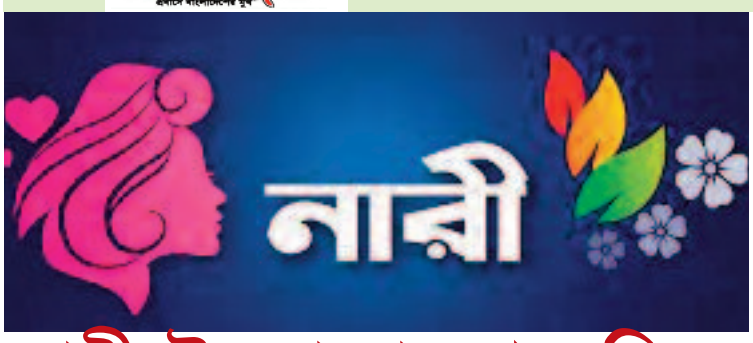
ডালিম ও আপেলের পুষ্টিগুণ পেতে প্রতিদিনের খাবারে সহজেই ফল দুটি যোগ করা যায়। যেমন ফলের রসের পরিবর্তে ডালিমের দানা ও খোসাসহ গোটা আপেল খান, সকালের ওটমিল বা চিনি ছাড়া টক দইয়ের সঙ্গে ডালিমের দানা কিংবা আপেলের টুকরা মিশিয়ে নিন। সালাদ বা শস্যজাতীয় খাবারের সঙ্গে ফল দুটি যোগ করতে পারেন। বাদাম, বীজ, বাদামের মাখন অথবা কম চর্বিযুক্ত পনিরের সঙ্গেও এ দুটি ফল খেতে পারেন।

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
• মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Attending Physician - Jamaica Hospital
134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742

www.jonmobhumi.com



নারী উদ্যোক্তার গল্প নিয়ে ‘চলো এগিয়ে যাই’

বিশিষ্ট সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ এবং উজ্জ্বলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও কো-ফাউন্ডার আফরোজা পারভীনের পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে সৌন্দর্যশিল্প খাতের ৯৯ জন উদ্যোক্তার উঠে আসার গল্পের সংকলন ‘চলো এগিয়ে যাই’। বইটি প্রকাশ করেছে দেশ পাবলিকেশনস। ২৫ সেপ্টেম্বর বনানীর নটর ডেম ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সৌন্দর্য শিল্পখাতের উদ্যোক্তা, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ ও ফ্যাশন ডিজাইনাররা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সূচনাসংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান পরিবেশন করেন অন্তরা রায় চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন সাংবাদিক লাবণ্য লিপি। এরপর বক্তব্য দেন বিশিষ্ট সৌন্দর্যবিশেষজ্ঞ কানিজ আলমাস খান। তিনি এ আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের সৌন্দর্য সেবাখাতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ উইমেনস চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট সংগীতা আহমেদ এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারজানা খান তাদের বক্তব্যে নারীদের পথচলার বিভিন্ন বাধাবিপত্তির কথা তুলে ধরেন।

বইয়ে স্থান পাওয়া উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন মারুফ মুন্না, মহসিনা মুন্নি ও ইকরা আহসান চৌধুরী। তাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে নানা সময়ের নানা প্রতিকূলতার গল্প। সেসব বাধা অতিক্রম করে আজ তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে একটি অবস্থান তৈরি করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক নাসিমা আনিস এবং লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক নাহিদা আশরাফি।

নাসিমা আনিস বলেন, ‘সৌন্দর্যখাতে উদ্যোক্তা তৈরি তৃতীয় বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ আমাদের সমাজে নারীরা পরিবারে শ্রম দিলেও সেখানে কোনো আর্থিক সম্পর্ক থাকে না। এটাই নিগৃহীত হওয়ার বড় কারণ। ফলে একজন নারী উদ্যোক্তা যখন অর্থ উপার্জন করেন, তখন তিনি পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখেন। এর পরই সমাজ তাদের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। আফরোজা পারভীন তার জায়গা থেকে এ কাজটি করেছেন, তা প্রশংসার দাবিদার।’ নাহিদা আশরাফি বলেন, ‘আফরোজা পারভীন সম্পাদিত ‘চলো এগিয়ে যাই’ বইয়ের উদ্যোক্তাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘একজন মেকআপ আর্টিস্ট যখন কাউকে সাজিয়ে তোলেন, তখন তিনি শুধু বাহ্যিকভাবেই সাজিয়ে তোলেন না, বরং তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলেন। এজন্য তাদের আমরা অন্তর থেকে সম্মান জানাতে পারি। আমরা সবাই আসলে বিউটিশিয়ান। কারণ আমরা কেউ শব্দ নিয়ে কাজ করি, কেউ মেকআপ নিয়ে কাজ করি।’

ধন্যবাদ জানিয়ে আফরোজা পারভীন উজ্জ্বলার পথচলা এবং নারী সৌন্দর্যশিল্পী তৈরির প্রয়াসের কথা তুলে ধরেন। একইসঙ্গে ‘চলো এগিয়ে যাই’ বই প্রকাশের পেছনের উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও কথা বলেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। আফরোজা পারভীনের বক্তব্যের পর অতিথিদের উপস্থিতিতে ‘চলো এগিয়ে যাই’ বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী আফসানা মিমি। সাবলীল উপস্থাপনার পাশাপাশি তার কথার বাঁধনে পুরো অনুষ্ঠান প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে তিনি শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার অংশবিশেষও পাঠ করেন।

বৃত্ত ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছেন বিন্তি

তানজিম মাহমুদ

নিজের এগিয়ে যাওয়া মানেই জীবনের সাফল্য মনে করেননি বিন্তি। নিজে যেমন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, পাশাপাশি অনগ্রসর সমাজের অসংখ্য দিশাহীন মানুষকেও আত্মনির্ভরশীল হতে প্রেরণা জোগানোর কাজ করে যাচ্ছেন জামালপুরের নাসিদা শাফিজ বিন্তি। বিশেষ করে মফস্বলের নারীদের জীবন মানোন্নয়নের গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পথ চলছেন জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার নারী উন্নয়নকর্মী নাসিদা শাফিজ বিন্তি। গত দুই বছর ধরে ইসলামপুর উপজেলার অনাচে-কানাচে চষে বেড়াচ্ছেন তিনি। এসব কাজের জন্য মানুষের কাছ থেকেও পাচ্ছেন দারুণ সাড়া ও ভালোবাসা। বিশেষ করে অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য তার সহযোগিতার দুয়ার উন্মুক্ত রেখেছেন। এ উপজেলার চরাঞ্চলের নারীদের নাগরিক অধিকার ও সচেতনতা বৃদ্ধির কাজগুলো বেশ আগ্রহ নিয়েই করে যাচ্ছেন বিন্তি। এর জন্য নিজের পরিবার থেকেও পাচ্ছেন অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। এভাবে কাজের মাধ্যমে অল্প সময়ে একজন সমাজ উন্নয়নকর্মী হিসাবে ইসলামপুর উপজেলায় পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি।

রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হয়েও সহজ, সরল ও সাধারণ জীবনযাপনের কারণে এলাকার মানুষের কাছে তিনি ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছেন। বাল্যবিয়ে, যৌতুক, নারী নির্যাতনসহ সমাজের প্রচলিত অনেক সমস্যা দূর করার জন্য ইসমলামপুর উপজেলায় বিন্তি এখন প্রশংসিত মুখ। এ ছাড়া উপজেলার নদীভাঙন, সামাজিক উন্নয়নসহ নানাবিধ সামাজিক ও মানবিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন বিন্তি। তিনি স্বপ্ন দেখেন সমাজের নানা বাধা পেরিয়ে নারীরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হবেন; উঠে দাঁড়াবেন মাথা তুলে। তিনি বলেন, ‘আমার চাওয়া প্রান্তিক নারীরা তাদের কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন। বিশেষ করে সমাজ থেকে বাল্যবিয়ে, যৌতুক প্রথা, নারী নির্যাতন-এ ধরনের সমস্যাগুলো থেকে আমাদের সমাজমুক্ত হবে। সে প্রচেষ্টাই আমরা করে যাচ্ছি। আশা করি, আমাদের সমাজে একদিন সেই সুবর্ণ সময় আসবে, যখন আরেকজন নারীও কোনো রকম নির্যাতনের শিকার হবেন না এবং সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠবেন।’

জনজীবনে তরুণ নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের প্রত্যয়

ইমন চৌধুরী, মানিকগঞ্জ থেকে ফিরে

জনজীবনে নারীর নেতৃত্ব প্রদান ও বিকাশের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর মানিকগঞ্জের কেউয়া প্রশিকা মানবিক উন্নয়নকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুদিনব্যাপী তরুণ নারী সম্মেলন। নারীপক্ষের আয়োজনে নরওয়ে দূতাবাস ও ইউএন ওমেনের সহযোগিতায় এ সম্মেলনে অংশ নেন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত তরুণ নারীরা। সম্মেলনের উদ্দেশ্য-তরুণ নারী, মেন্টর ও রাজনৈতিক নেত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক শিখন, নেটওয়ার্কিং, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি, অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্ব, নাগরিক সম্পৃক্ততা, স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ, জনজীবনে তরুণ নারীদের সম্ভাবনা, নেতৃত্ব ও অবদান সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা।

জাতীয় সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় সম্মেলন। ইউএন ওমেনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি গীতাঞ্জলী সিং এ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন নারীপক্ষের সভাপতি কে এ জাহান রুমী। পাশাপাশি সম্মেলনের উদ্দেশ্য, প্রকল্প পরিচিতি এবং নেতৃত্ব ও নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নারীপক্ষের অবস্থান তুলে ধরেন সংগঠনের সদস্য মাহীন খান।

গীতাঞ্জলী সিং বলেন, ‘বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ নারী আন্দোলন রয়েছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেও রাজপথে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা গেছে। তবে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি কমে গেছে। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনি ইশতেহারে নারীদের এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার রয়েছে। এর জন্য একটি কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সমতার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা যায়।’ পাশাপাশি সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন দলের নারী সংসদ-সদস্যদেরও নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় একমঞ্চে এসে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

মূল অধিবেশন ‘জনজীবনে নারী নেতৃত্ব : অংশগ্রহণ থেকে প্রভাব বিস্তার’ পর্বে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ-সদস্য ড. নিলোফার চৌধুরী মনি, এনসিপি নেত্রী ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ-সদস্য নুসরাত তাবাসসুম জ্যোতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য জলি তালুকদার, সাংস্কৃতিক কর্মী বীথি ঘোষ ও নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের প্রভাষক তাপসী দে প্রাপ্তি। এ পর্বের সঞ্চালক ছিলেন নারীপক্ষের সদস্য সাদাফ সায সিদ্দিকী ও কামরুন নাহার।

আলোচনায় অংশ নিয়ে ড. নিলোফার চৌধুরী মনি বলেন, ‘এ সময় এসেও নারীরা যেন দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাদের এখনো সংগ্রাম করতে হচ্ছে প্রথম শ্রেণির নাগরিক হয়ে ওঠার। বছরের পর বছর রাজনীতিতে সক্রিয় থাকার পরও নারীদের প্রথম সারির নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে লড়াই করতে হচ্ছে। ২০২৬ সালেও নারীকে তার যোগ্যতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা প্রমাণ করতে হচ্ছে। নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়াতে শুধু নারীদের প্রস্তুত করলেই হবে না, পুরুষদের মানসিকতারও পরিবর্তন করতে হবে।’

মনোনয়নের ক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ তুলে তিনি আরও বলেন, ‘অভিজ্ঞতার অজুহাতে নারীদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। একজন পুরুষ অভিজ্ঞতা ছাড়াই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলে নারীদেরও সে সুযোগ পাওয়া উচিত।’

এনসিপি নেত্রী ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ-সদস্য নুসরাত তাবাসসুম জ্যোতি বলেন, ‘সিদ্ধান্ত গ্রহণের টেবিলে নারীর বসা কোনো বিশেষ লক্ষ্য হতে পারে না, এটি স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হওয়া উচিত। তবে সমাজে নারীদের সবসময় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। একটি বড় ব্যানার ধরতে কয়েকজন নারীকে সামনে রাখা হলেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের আর দেখা যায় না।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

মে. জে. (অব.) এইচআরএম রোকন উদ্দিন

করতে পারে। এরপর ঘটনাভিত্তিক তালিকা মিলিয়ে দেখা সম্ভব হবে, কোনো মৃত্যু নথির বাইরে রয়ে গেছে কি না।

বিচারের অগ্রগতি দিয়েও পরিস্থিতি বিচার করতে হবে। রংপুরের তারাগঞ্জে চুরির সন্দেহে রূপলাল দাস ও প্রদীপ দাসকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এক বছর পরও অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি বলে ২০২৬ সালের ২৫ অক্টোবর 'দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড' জানায়। এমন বিলম্বের কারণ পরিবারকে জানানো দরকার। সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি না, প্রমাণ পরীক্ষায় দেরি হচ্ছে কি না, কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে একসঙ্গে অতিরিক্ত মামলা রয়েছে কি না, তা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। তদন্তের অগ্রগতি তদারক করা এবং আদালতে টেকার মতো প্রমাণ সংগ্রহে সময় দেওয়া-দুটিই জরুরি। পরিবারকে বারবার থানায় গিয়ে একই প্রশ্ন করতে বাধ্য করার বদলে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ ধাপে তাদের খবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

জননিরাপত্তা ফেরানোর সবচেয়ে সরাসরি জায়গা থানা। হুমকি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই বা হামলার অভিযোগ নিয়ে গেলে নাগরিক যেন সহজে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন, একটি রেফারেন্স নম্বর পান এবং পরবর্তী যোগাযোগের দায়িত্বে কে আছেন, তা জানতে পারেন। অভিযোগ গ্রহণে অস্বীকৃতি বা অযথা বিলম্বের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে যাওয়ার সহজ পথ থাকতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য গোপনীয় পরিবেশ, প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা এবং চিকিৎসা ও আইনি সহায়তায় দ্রুত যোগাযোগের ব্যবস্থা দরকার। যেসব থানায় টহলযানের ঘাটতি বা তদন্তের চাপ বেশি, সেসব জায়গায় জনবল ও সরঞ্জাম বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কাজের চাপ এবং এলাকার ঝুঁকি দেখে।

গুজব বা কোনো অভিযোগকে কেন্দ্র করে জনতা জড়ো হলে পুলিশের প্রথম কাজ আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া এবং সহিংসতা ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো। এরপর প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, ভিডিও ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা যাচাই করতে হবে। রাজনৈতিক কর্মসূচির ক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষা করে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং হুমকির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। কারও দলীয় পরিচয় বা প্রভাব যেন তদন্তের গতিপথ নির্ধারণ না করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও তদন্তের সূত্র হতে পারে। তার সময়, স্থান ও প্রেক্ষাপট যাচাই করে অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। একইভাবে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, বেআইনি বলপ্রয়োগ বা নিরপরাধ ব্যক্তিকে হয়রানির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠলে তারও নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাসিক ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক অপরাধ ও মামলার অগ্রগতি প্রকাশ করতে পারে। কতটি অভিযোগ জমা পড়েছে, কতটি মামলা হয়েছে, কতটির তদন্ত শেষ হয়েছে এবং কতটি অভিযোগপত্র আদালতে গেছে, প্রতিটি ধাপের হিসাব আলাদাভাবে দেওয়া উচিত। এতে বোঝা যাবে কোথায় অভিযোগ জমছে, কোথায় তদন্ত আটকে আছে এবং কোন জেলায় অতিরিক্ত সহায়তা দরকার। পাশাপাশি পুলিশি সেবা নিয়ে নাগরিকদের অভিজ্ঞতা জানতে নিয়মিত জরিপ করা যেতে পারে। সাক্ষী ও ভুক্তভোগীর পরিচয় সুরক্ষিত রেখে এসব তথ্য প্রকাশ সম্ভব। গুরুতর ঘটনায় সাক্ষীরা হুমকির মুখে পড়লে অভিযোগ জানানোর নিরাপদ মাধ্যম এবং দ্রুত সুরক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো, মানুষ যদি ধরে নেয় অভিযোগ করে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না, তবে কেউ ভয়ে চুপ থাকবে, কেউ প্রভাবশালীর আশ্রয় নেবে, আবার কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তখন পুলিশ অপরাধ সম্পর্কে কম তথ্য পাবে, অপরাধীরা আরও সাহসী হবে এবং স্থানীয় বিরোধও বড় সংঘাতে রূপ নিতে পারে। এই ঝুঁকি কমানোর সুযোগ সরকারের হাতে আছে। যেখানে পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, তা খোলাখুলি জানিয়ে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোয় সময়সীমাসহ ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ব্যবস্থার ফল দেখা যাবে তিনটি জায়গায়-বিপদে পুলিশ কত দ্রুত পৌঁছায়, অভিযোগের পর তদন্ত কতটা এগোয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যত প্রভাবশালীই হোন, প্রমাণের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে আইন কতটা সমানভাবে প্রয়োগ হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গতানুগতিক অস্বীকার করার প্রবণতাকে বাদ দিয়ে মাঠের বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মেজর (অব.) জেনারেল এইচআরএম রোকন উদ্দিন : নিরাপত্তা বিশ্লেষক

ড. শফিকুল ইসলাম

নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত স্পিনিং রিজার্ভ, ফ্রিকোয়েন্সিভিত্তিক লোডশেডিং এবং বিকল্প ব্যবস্থা সংবলিত শক্তিশালী ৪০০ ও ২৩০ কিলোভোল্ট সঞ্চালন নেটওয়ার্ক অপরিহার্য।

এ বছরের গ্রীষ্মে দেশে সর্বোচ্চ লোডশেডিং ছিল প্রায় ৩,৬০০ মেগাওয়াট, যখন বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল প্রায় ১৬,০০০ থেকে ১৮,০০০ মেগাওয়াট। গ্যাস, এলএনজি, কয়লা ও তেলের সংকটের কারণে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্র পর্যাপ্ত জ্বালানি পায়নি, যদিও দেশে স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা চাহিদার চেয়ে বেশি। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন কমছে, আর প্রাথমিক জ্বালানির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আমদানি করতে হয়। ভূরাজনৈতিক কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ বাড়ে। এসব কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দেয়।

রূপপুরের একটি ইউনিট পূর্ণ সক্ষমতায় চালু হলে আগামী গ্রীষ্ম মৌসুমে বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রায় অর্ধেক মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। ২০২৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটটি পূর্ণ সক্ষমতায় চালু হলে আরও ১,২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত হবে। এতে বিদ্যমান ঘাটতি মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য সহায়তা মিলতে পারে। তবে শুধু রূপপুরের বিদ্যুৎ দিয়ে লোডশেডিং পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হবে না; কারণ, বিদ্যুতের চাহিদা আরও বাড়বে। এর পাশাপাশি সৌরশক্তি থেকে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে যুক্ত করা গেলে ভবিষ্যতে তা সরবরাহের ঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে। তবে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ না করে বর্তমানে চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর দক্ষ পরিচালনা নিশ্চিত করা জরুরি। রূপপুর পূর্ণ সক্ষমতায় চালু হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়বে। তবে আধুনিক ও শক্তিশালী গ্রিড ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না হলে এর সুফল পুরোপুরি পাওয়া কঠিন হতে পারে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ তেল, কয়লা ও আমদানিকৃত এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুতের তুলনায় সাশ্রয়ী হতে পারে। আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের সর্বোচ্চ মূল্য ১০ টাকার কম হতে পারে। তবে বিদ্যুতের দাম চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হলে প্রকৃত মূল্য জানা যাবে।

রূপপুর প্রকল্পের চ্যালেঞ্জও কম নয়। প্রথমত, দক্ষ জনবল গড়ে তোলা ও ধরে রাখা জরুরি। রিঅ্যাক্টর অপারেটর, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিশেষজ্ঞদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পাশাপাশি বিদেশনির্ভরতা কমাতে ধাপে ধাপে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং স্থানীয় জনবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, ব্যবহৃত জ্বালানি ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যরে নিরাপদ ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, জ্বালানি সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়ামের চালান ইতোমধ্যে কয়েক দফায় এসেছে। তবে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, পরিবহণ ও রিফুয়েলিংয়ের জন্য শক্তিশালী ও টেকসই পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। চতুর্থত, বিশাল এ প্রকল্পের ঋণ সময়মতো পরিশোধ করতে হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্থানীয় মুদ্রার ব্যাপক অবমূল্যায়নের কারণে ঋণ পরিশোধের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সব মিলিয়ে, রূপপুরের প্রথম গ্রিড সংযোগ একটি সূচনা, গন্তব্য নয়। প্রথমবার বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, চূড়ান্ত অর্জন নয়। এ মাইলফলককে স্থায়ী সাফল্যে পরিণত করতে প্রয়োজন কঠোর নিরাপত্তা সংস্কৃতি, স্বচ্ছতা, দক্ষ জনবল এবং শক্তিশালী জাতীয় গ্রিড। এসব নিশ্চিত করা গেলে রূপপুর দেশের নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠবে।

ড. শফিকুল ইসলাম : অধ্যাপক, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক ভিজিটিং অধ্যাপক, নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, এমআইটি, যুক্তরাষ্ট্র

হাসান ইলিয়াছ তানিম

এরও কিছুদিন পর, ২০২৬ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ঘিরে ধরে একদল বাংলাদেশি স্লোগান ও কটূক্তি করেন। সে সময় তিনি হুইলচেয়ারে ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে কয়েকজনকে তার উদ্দেশে 'ণড়ঁ ধৎব ধ ঃবৎ-ৎড়ৎরংঃ' এবং 'ডযু ফরফ ুড়ঁ পড়সব যবৎব?' বলতে শোনা যায়। তাকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাের জন্য দায়ী করে নানা অভিযোগও তোলা হয়।

এ ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিরোধ এখন প্রবাসের বিমানবন্দর, সড়ক, সামাজিক অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক আয়োজন, এমনকি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঘিরেও উত্তেজনা তৈরি করছে। কখনো এক পক্ষ অন্য পক্ষকে বাধা দিচ্ছে, কখনো রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে কাউকে অপমান বা আক্রমণের অভিযোগ উঠছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের অধিকার সবার রয়েছে; কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগের নামে অন্যের নিরাপত্তা, সম্মান ও স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে যুক্তরাজ্যের আইনি বাস্তবতাও বোঝা জরুরি। কেউ অপরাধে জড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিদেশি নাগরিকের বহিষ্কারের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে; কিন্তু কোনো দেশের সব নাগরিককে একসঙ্গে বহিষ্কার করার সুযোগ নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধের প্রমাণ, অভিবাসনগত অবস্থান, পারিবারিক ও মানবিক পরিস্থিতি এবং প্রযোজ্য আইনি সুরক্ষা আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হয়। তাই রুপার্ট লোয়ের বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হলেও সেটিকে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রচার করা তথ্যগতভাবে ভুল হবে।

সমস্যাটি শুধু আইনি পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়। এর একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে। বিদেশে একজন বাংলাদেশি যখন সহিংসতা বা অপরাধের ঘটনায় জড়ান, তখন স্থানীয় মানুষের একটি অংশের কাছে বাংলাদেশি সম্প্রদায় সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে। সংবাদমাধ্যমে জাতীয় পরিচয় সামনে চলে এলে অনেক সময় ব্যক্তির দায় আর সম্প্রদায়ের পরিচয়ের মধ্যে পার্থক্যটি আড়ালে পড়ে যায়। এর প্রভাব পড়তে পারে প্রতিবেশী, সহকর্মী, নিয়োগদাতা কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্কে।

এ বাস্তবতার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনীতিরও সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। লাখ লাখ পরিবার এ আয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ, বৈধ অভিবাসনের পথ এবং প্রবাসীদের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স প্রবাহেও প্রভাব পড়তে পারে। এছাড়া বিদেশে বাংলাদেশিদের ভাবমূর্তি নষ্ট হলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান, ভিসা এবং অভিবাসনের সুযোগ নিয়ে বাড়তি প্রশ্ন তৈরি হতে পারে। এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত পড়তে পারে দেশের শ্রমবাজার, বৈদেশিক আয় এবং প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর জীবনে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মতবিরোধ নতুন কিছু নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে মতের পার্থক্য থাকবে, প্রতিবাদ হবে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার আর সহিংসতার অধিকার এক বিষয় নয়। যুক্তরাজ্য, ইউরোপ কিংবা উত্তর আমেরিকার মতো দেশে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে পারেন, সভা করতে পারেন, ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারেন। এ অধিকার যেমন সবার জন্য, তেমনি অন্যের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা রাখার দায়িত্বও সবার। কাউকে হেনস্তা করা, হামলা করা কিংবা ভয় দেখানো কোনোভাবেই গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশ হতে পারে না। বাংলাদেশের রাজনীতির সংঘাত বিদেশের মাটিতে বহন করে নেওয়া তাই শুধু বিব্রতকর নয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের দীর্ঘদিনের অর্জন ও সামাজিক অবস্থানের জন্যও ক্ষতিকর।

লন্ডনের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সময় এখনই। ব্রিটিশ পুলিশ তদন্ত করে দায়ীদের শনাক্ত করবে এবং প্রমাণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে, এটাই প্রত্যাশা। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালিতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোরও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া দরকার, দেশের রাজনৈতিক বিরোধ বিদেশের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে কোনো বাংলাদেশির নিরাপত্তা, সম্মান কিংবা ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে ফেলা যাবে না। বিদেশের মাটিতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে কোনো পক্ষের প্রকৃত বিজয় হয় না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের নাম, প্রশ্নের মুখে পড়ে প্রবাসীদের অর্জিত সম্মান, আর মূল্য দিতে হয় সেই সাধারণ মানুষকে, যার হয়তো কোনো দলীয় পরিচয় নেই, আছে শুধু একজন বাংলাদেশি হিসাবে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার।

হাসান ইলিয়াছ তানিম : প্যারিস প্রতিনিধি

'বিরোধী জোটের কর্মসূচি' নিয়ে টকশোতে মারামারি

ঢাকা, আর্মেনিয়ায় টেলিভিশনের একটি টক শোতে বিতর্কের একপর্যায়ে শারীরিক সংঘর্ষে জড়িয়েছেন দুই অতিথি। অনুষ্ঠানটি আগে থেকেই রেকর্ড করা হলেও মারামারির দৃশ্যসহ পুরো পর্বটি কোনো কাটছাঁট ছাড়াই সম্প্রচার করেছে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় সমালোচনার মুখে পড়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমটি। অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল 'ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোটের কর্মসূচি'। গত ১৩ নভেম্বর 'মেৎস বানাভেচ' বা 'দ্য গ্রেট ডিবেট' নামের অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করার সময় সাংবাদিক বরিস মুরাজি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক হারুতিউন মকর্তচিয়ানের মধ্যে এ সংঘর্ষ ঘটে। ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়। ওইদিন বিতর্কের একপর্যায়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট সেরঝ সার্গসিয়ানের সঙ্গে মুরাজির কথিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মকর্তচিয়ান। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন উল্লেখ করে করা ওই প্রশ্নকে অপমানজনক ও অগ্রহণযোগ্য বলে আখ্যা দেন মুরাজি।



www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

www.jonmobhumi.com



নাচের ঘুঙুর থেকে গিনেস রেকর্ড

ছয় দশকের সুরে উপমহাদেশ জয় করা এক কিংবদন্তি রুনা লায়লা

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : নাচের ঘুঙুর থেকে গানের মঞ্চ, পাকিস্তানের চলচ্চিত্র থেকে বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গন–জীবনের প্রতিটি বাঁকে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন তিনি। প্রতিকূলতা, ঈর্ষা, বয়কট কিংবা সময়ের পরিবর্তন–কোনো কিছুই থামাতে পারেনি তার কণ্ঠের জাদু। দশ হাজারের বেশি গান, অসংখ্য সম্মাননা আর কোটি মানুষের ভালোবাসায় আজও তিনি উপমহাদেশের সংগীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি রুনা লায়লা। আজ ১৭ নভেম্বর, এই কিংবদন্তি শিল্পীর জন্মদিন (১৯৫২ সালের ১৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি)।

কিছু কণ্ঠ থাকে, যাদের পরিচয় কোনো একটি দেশ, ভাষা কিংবা সময়ের গ িতে আটকে থাকে না। কিছু শিল্পী থাকেন, যাঁদের গান শুনলে প্রজন্মের ব্যবধান ঘুচে যায়, স্মৃতির দরজা খুলে যায়, আর সুরের সঙ্গে মিশে যায় ভালোবাসা। রুনা লায়লা তেমনই একজন শিল্পী। ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে যিনি গানকে করেছেন নিজের জীবন, আর সুর দিয়ে জয় করেছেন দেশ থেকে দেশান্তরের শ্রোতাদের হৃদয়।

বাংলা, হিন্দি, উর্দু কিংবা অন্যান্য ভাষা–যে ভাষাতেই গান গেয়েছেন, সেখানেই রেখে গেছেন নিজস্ব স্বাক্ষর। তার কণ্ঠে কখনো প্রেমের কোমলতা, কখনো বিরহের হাহাকার, কখনো উচ্ছ্বাসের ঝলক, আবার কখনো জীবনের গভীর উপলব্ধি। সময় বদলেছে, সংগীতের ধারা বদলেছে, বদলেছে শ্রোতার রুচি; কিন্তু রুনা লায়লার কণ্ঠের আবেদন এতটুকুও হারায়নি।

দশ হাজারের বেশি গান গাওয়ার বিরল অভিজ্ঞতা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি এবং গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে জায়গা করে নেওয়ার মতো অর্জন তাকে শুধু বাংলাদেশের নয়, উপমহাদেশের সংগীত ইতিহাসেরও এক অনন্য অধ্যায়ে পরিণত করেছে। তবে এই সাফল্যের গল্পের শুরুটা ছিল বেশ অন্য রকম।

ঘুঙুরের ছন্দ থেকে গানের ভুবনে

আজ যাঁকে কোটি মানুষ সংগীতশিল্পী হিসেবে চেনেন, ছোটবেলায় তার প্রথম ভালোবাসা ছিল নাচ। করাচিতে কেটেছে রুনা লায়লার শৈশবের একটি বড় সময়। বাবা এমদাদ আলী ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। মা আমিনা লায়লা মেয়ের নাচের প্রতি আগ্রহ বুঝতে পেরে তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেন বুলবুল একাডেমি অব ফাইন আর্টসে। সেখানে আফরোজা বুলবুলের কাছে চার বছর কত্থক ও ভরতনাট্যম শেখেন তিনি।

নাচের প্রতি তার ভালোবাসা কতটা গভীর ছিল, তার একটি মজার স্মৃতিও রয়েছে। ছোটবেলায় নানির কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে ভাইবোনেরা যখন নিজেদের পছন্দের জিনিস কিনেছিল, রুনা কিনেছিলেন এক জোড়া ঘুঙুর। সেই ঘুঙুর পরে বাড়িময় নেচে বেড়াতেন। কে জানত, ঘুঙুরের সেই ছন্দ একদিন মিশে যাবে তাঁর গানের তালে! রুনা নিজেও বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, নাচের সেই শিক্ষা এখনো তাঁর পরিবেশনায় অজান্তেই ফিরে আসে। মঞ্চে গান গাওয়ার সময় কখনো কখনো তার শরীরী অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে নাচের মুদ্রা।

নাচের পাশাপাশি গানের সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল খুব ছোটবেলায়। বড় বোন দিনা লায়লা গান শিখতেন ওস্তাদ আবদুল কাদের ও হাবিব উদ্দিন আহমেদের কাছে। বোনের গানের তালিম চলত, আর পাশের ঘরে খেলতে খেলতে রুনা সেসব গান শুনে মুখস্থ করে ফেলতেন। একসময় নিজেও গাইতে শুরু করেন। তাঁর কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হন ওস্তাদ আবদুল কাদের। ছোট্ট মেয়েটির প্রতিভা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি; ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, একদিন এই মেয়েই গানে অনেক সুনাম অর্জন করবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী যে এত বড় বাস্তবতায় রূপ নেবে, তা হয়তো তখন পরিবারের কেউই কল্পনা করতে পারেননি।

১২ বছর বয়সে প্লেব্যাকে অভিষেক

রুনা লায়লার সংগীতজীবনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় পাকিস্তানে। ১৯৬৪ সালের ২৪ জুন করাচির ইস্টার্ন স্টুডিওতে প্রথম গান রেকর্ড করেন তিনি। পরের বছর ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় তার গাওয়া উর্দু চলচ্চিত্রের গান ‘গুড়িয়া সি মুন্নি মেরি’। তখন তার বয়স মাত্র ১২ বছর।

শুরুটা অবশ্য সহজ ছিল না। চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার প্রস্তাব পেয়ে বাবা প্রথমে রাজি হননি। সে সময় চলচ্চিত্রে কাজ করার বিষয়ে অনেকেরই নেতিবাচক ধারণা ছিল। কিন্তু মেয়ের আগ্রহ বুঝতে পেরে মা আমিনা লায়লা বাবাকে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগ আসে, আর কিশোরী রুনার কণ্ঠ পৌঁছে যায় চলচ্চিত্রের পর্দায়। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অল্প বয়সেই পাকিস্তানের সংগীতাঙ্গনে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। বরেণ্য সুরকার ও সংগীত পরিচালকদের সঙ্গে কাজের সুযোগ পান। একসময় পাকিস্তানের কিংবদন্তি শিল্পী নূরজাহানের পর আলোচনায় উঠে আসে রুনা লায়লার নাম, যা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ভারতসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

রুনা লায়লার সংগীতজীবনের ব্যাপ্তি সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলা, হিন্দি, উর্দুসহ বহু ভাষায় তিনি গান গেয়েছেন। চলচ্চিত্রের গান, আধুনিক গান, গজল, লোকসংগীত কিংবা মঞ্চ পরিবেশনা–প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। ১০ হাজারেরও বেশি গান গাওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর নাম উঠে এসেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে।

দীর্ঘ সংগীতজীবনে উপমহাদেশের অসংখ্য বরেণ্য শিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। মুম্বাইয়ের সংগীতাঙ্গনে কাজ করার সময় ভারতীয় সংগীতের কিংবদন্তি ভূপিন্দর সিংসহ বহু শিল্পীর সঙ্গে তাঁর পেশাগত ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিকে দ্রুত লয়ের উচ্ছল গান, অন্যদিকে গভীর আবেগের গজল–দুই ক্ষেত্রেই তার স্বাচ্ছন্দ্য বিস্ময়কর। গানের কথার আবেগকে কণ্ঠে ধারণ করার অসাধারণ ক্ষমতা আর পরিবারের নিঃশর্ত সমর্থন তাঁকে আজও রেখেছে অনন্য উচ্চতায়।

‘ডিয়ার নাইনটিজ’: নতুন অধ্যায়ে কোয়েল মল্লিক

ঢাকা, অভিনয়জীবনের দীর্ঘ পথচলায় বড় পর্দায় নানা চরিত্রে দর্শকের সামনে এসেছেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। মাঝে টেলিভিশনে নন-ফিকশন অনুষ্ঠানেও কাজ করেছেন।

তবে এবার প্রথমবারের মতো কোনো কল্পকাহিনিনির্ভর ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন এই অভিনেত্রী। নব্বইয়ের দশকের স্মৃতিমাখা গল্পই তাকে নতুন এই অভিজ্ঞতার দিকে টেনেছে।

সনি আটের ধারাবাহিক ‘ডিয়ার ৯০’জ’-এ অভিনয়ের কারণ, চরিত্র ও ভবিষ্যৎ কাজ নিয়ে কথা বলেছেন কোয়েল।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোয়েল জানান, টেলিভিশনে কাজের অভিজ্ঞতা তার আগে থেকেই রয়েছে। তবে এবারই প্রথম কোনো কল্পকাহিনিনির্ভর অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন। সুরিন্দর ফিল্মস প্রযোজিত ‘ডিয়ার নাইনটিজ’-এর গল্প তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

ধারাবাহিকটিতে এমন এক সময়ের কথা উঠে আসবে, যখন ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের উপস্থিতি ছিল না, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেও ছিল অন্য রকম আন্তরিকতা।

কোয়েলের কথায়, ‘টেলিভিশনের প্রতি আমার প্রচ ণ্ড শ্রদ্ধা রয়েছে। অনেক বাড়িতেই সন্ধের সময়ে টিভি সিরিয়াল দেখার একটা অভ্যাস রয়েছে। দর্শকরা ধারাবাহিকের চরিত্রগুলোর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েন। টেলিভিশনের অভিনেতাদেরও তারা পরিবারের সদস্যের মতো আপন করে নেন।’

ধারাবাহিকটিতে অপরাজিতা নামের একজন লেখিকার চরিত্রে দেখা যাবে কোয়েলকে। তার লেখা ‘ডিয়ার নাইনটিজ’ বইটি বেস্টসেলার। গল্পের শুরুতে নিজের স্কুলে ফিরে অতীতের স্মৃ



তি ভাগ করে নিতে চান তিনি। সেই সূত্র ধরেই দর্শক ফিরে যাবেন নব্বইয়ের দশকে।

চরিত্রটি নিয়ে কোয়েল বলেন, ‘এটা ভীষণ একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আসলে পুরো সিরিয়াল জুড়ে আমার ‘ডিয়ার নাইনটিজ’- এর কনসেপ্টটা আমাকে ভীষণ ফ্যাসিনেট করেছিল, ভীষণ এক্সাইট করেছিল। কারণ, নব্বই সাল ছোট বয়সের প্রেম, ভালোবাসা, আনন্দ আর টাইম ট্রানজিস্টরের সময়, মিসড কলের সময় বা ক্যাসেটে আমাদের রোমান্টিক গানের কম্পাইলেশনের সময়। যেগুলো হয়তো এই জেনারেশন জানতেও পারবে না। সব মিলিয়ে এই শো আমাকে দারুণ ফ্যাসিনেট করেছিল। এখানে আমার চরিত্রটা বই লেখে এবং তার নিজের ছোট বয়সের জার্নিটা আবার ফিরে দেখছে। আর সেখান থেকে শুরু হয় ‘ডিয়ার নাইনটিজ’-এর পুরো গল্পটা। যেখানে আমার ছোট বয়স আর আমার প্রেম এবং সেটা নিয়ে তারপরে কী হল পরে জানা যাবে।

ধারাবাহিকের সব পর্বে তাকে দেখা যাবে না বলেও জানিয়েছেন অভিনেত্রী। গল্পে অপরাজিতার শৈশবের অংশ ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানোর সময়ই তার উপস্থিতি থাকবে। ছোট পর্দার পাশাপাশি বড় পর্দায়ও ব্যস্ততা রয়েছে কোয়েলের। মুক্তির অপেক্ষায় আছে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ‘জননী’ এবং অন্নপূর্ণা বসুর ‘স্পর্ধা’।

এ ছাড়া কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়েও আগ্রহী তিনি। কোয়েলের আশা, নতুন ছবিগুলোও দর্শকের ভালোবাসা পাবে।

৫ নভেম্বরের ঘটনা প্রসঙ্গে পরীমনি

‘ব্যাড টাচ বা গুড টাচ হোক, আমার তো ব্যথা লেগেছে’

ঢাকা, রাজধানীর বনানী থানায় করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) আদালতে হাজির হন চিত্রনায়িকা পরীমনি। মামলাটিতে আজ ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এ অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু মামলা অন্য আদালতে বদলি করায় ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রিপন হোসেন শুনানি শেষে এই মামলার অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২৩ ডিসেম্বর তারিখ ধার্য করেছেন।

আদেশের পর আদালত ভবনের সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে নামার সময় সাংবাদিকদের উদ্দেশে পরীমনি বলেন, ‘আপনারা না আমাকে বয়কট করলেন!’

পরে আদালত প্রাঙ্গণে করা বিফ্রিংয়ে পরিমনী জানান, ছয় বছর ধরে আদালতে আসা-যাওয়া



করছেন। কেউ বলতে পারবেন না তিনি কখনো কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। ৫ নভেম্বর আদালত প্রাঙ্গণের ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে পরী বলেন, ‘ব্যাড টাচ বা গুড টাচ হোক, আমার তো ব্যথা লেগেছে।’

৫ নভেম্বরের ঘটনাটি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম তুমি (সাংবাদিক) কেন আমাকে টাচ (স্পর্শ) করছ? তখন সে কার্ড শো করে বলল, “আমি কিন্তু সাংবাদিক।” তখন হিট মোমেন্টে বলেছি, সাংবাদিকগিরি করো আমার সঙ্গে?’

এর আগে, ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন মাহমুদের করা একটি মামলায় ৫ নভেম্বর ঢাকার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান পরীমনি। সেদিন গাড়ি থেকে নেমে এজলাসের দিকে যাওয়ার সময় পরীমনির ছবি-ভিডিও ধারণ করতে চাইলে তার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সাংবাদিকদের ধাক্কাধাক্কি হয়। এ সময় সমকালের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রবিউল হোসাইনের মুঠোফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে পরীমনির বিরুদ্ধে। পরে পরীমনি অভিযোগ করেন, এই রিপোর্টার তাঁকে স্পর্শ করেছেন।

পরীমনির অভিযোগ অস্বীকার করেন সমকালের রিপোর্টার রবিউল। তিনি বলেন, পরীমনি তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। তাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন। সবকিছুই ভিডিওতে দেখা গেছে। ৫ নভেম্বরের এ ঘটনার জন্য লিখিতভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে ৮ নভেম্বর পরীমনির বরাবর আইনি নোটিশ পাঠান সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী।

পরীমনির বিরুদ্ধে মাদক মামলায় বিচার শুরুর তারিখ পিছিয়ে ২৩ ডিসেম্বর

ঢাকা,চিত্রনায়িকা পরীমনির বিরুদ্ধে রাজধানীর বনানী থানায় দায়ের করা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় বিচার শুরু বা অভিযোগ গঠনের শুনানির তারিখ পিছিয়ে ২৩ ডিসেম্বর নির্ধারণ করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রিপন হোসেনের আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন।

পরীমনির আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত সুরভী এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক রবিউল আলমের আদালতে মামলাটির অভিযোগ গঠনরে শুনানির জন্য আজ দিন ধার্য ছিল।

এ জন্য সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পরীমনি আদালতে উপস্থিত হন। পরে আদালতে এসে জানতে পারেন মামলাটি ঢাকার সিএমএম আদালতে বদলি করা হয়েছে।

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *তান্ধর * মাথা ব্যাথা * শিতারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *প্যারাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography
শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিবাহোত্তর পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News & conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বৈরিতা ভুলে একে অন্যকে 'গার্ড অফ অনার' দিল পাকিস্তান ও ভারত

ঢাকা,শেষ অনেক দিন ধরেই পাকিস্তান ও ভারতের রাজনৈতিক বৈরিতা খেলার মাঠেও চলে আসছে। হাত মেলানোও বন্ধ প্রায় এক বছর হতে চলল। এরই মধ্যে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দেখা গেল ভিন্ন এক দৃশ্য। চ্যাম্পিয়ন ভারত ও রানার্স আপ পাকিস্তান একে অন্যকে দিল রীতিমতো 'গার্ড অফ অনার'!

দৃশ্যটির দেখা মিলেছে মঙ্গলবার রাতে ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল শেষে একে অন্যকে গার্ড অব অনার দেয় দুই দল। প্রথমে রানার্সআপ পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সম্মান জানায় ভারত। পদক ও ট্রফি নিতে মঞ্চে ওঠার সময় পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের জন্য সারি করে দাঁড়ান ভারতীয় ফুটবলাররা। পরে একইভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্মান জানায় পাকিস্তান দল।

ম্যাচে অবশ্য জয় পেয়েছে ভারত। পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে রেকর্ড দশমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা।

সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেটে ভারত ও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের হাত না মেলানোর ঘটনা বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ফুটবলের এই দৃশ্য আলাদা করে নজর কেড়েছে।

টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ছিল বাড়তি আগ্রহ। হাত মেলানো নিয়েও ছিল প্রশ্ন। তবে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে দুই দল একে অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তবে ফাইনালে যা হলো, তা অতীতের সব নজিরও ছাপিয়ে গেছে।

ভারতের কোচ নওশাদ মুসা বলেন, 'এটা ছিল শুধু প্রতিপক্ষ দলের প্রতি সম্মান। আপনারা দেখেছেন, তারা যেভাবে খেলেছে, তাতে তাদের প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা রয়েছে। আর ক্রিকেটের দিকে তাকালে দেখবেন, তারা অনেক ম্যাচ খেলে। এর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে আবার কবে খেলব, জানি না। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধরন আলাদা। এখানে ফুটবল মাঠে বিষয়টি ভিন্ন।'

একই প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তানের কোচ নলবার্তো সোলানোও প্রায় একই সুরে কথা বললেন, 'আমরা সব সময় বলি, ফুটবল সুন্দর একটি খেলা। এ কারণেই সারা বিশ্বের মানুষ ফুটবল ভালোবাসে। ফুটবল সব সময় সবাইকে এক করে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সবাই মানুষ, যদিও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা শুধু মাঠেই প্রতিদ্বন্দ্বী। এর বাইরে একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে এবং জিতি কিংবা হারি, একে অন্যকে সম্মান জানাতে হবে।'

রোনালদোর '৭' পরে গোলে করে মেসির মতো উদযাপন, কে এই ফোর্বস?

ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর বিদায়ের পর নতুন নেতৃত্ব খুঁজছে পর্তুগাল। সেই যাত্রায় নতুন এক মুখের আবির্ভাব ঘটেছে। রোনালদোর বিখ্যাত ৭ নম্বর জার্সি গায়ে চাপিয়ে জাতীয় দলের হয়ে নিজের ম্যাচেই প্রথম গোল করেছেন কার্লোস ফোর্বস। এই গোলের পর তিনি উদযাপনটা আবার করেছেন লিওনেল মেসির মতো!

ম্যাচের ৭০ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন ২২ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। এরপরই তিনি দুই হাতের তর্জনি তুলে আকাশের দিকে তাকান। এই উদযাপন ফুটবলপ্রেমিদের খুব চেনা। ক্যারিয়ারে কতশত গোলের পর একই ঢঙে উদযাপন করেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। রোনালদোর '৭' পরে মাঠে নেমে প্রথম ম্যাচেই ফোর্বসের গোল, তারপর মেসির মতো এই উদযাপন তাই খানিকটা কৌতূহলের জন্ম দিয়েছে বৈকি!

ক্লাব ব্রুগের হয়ে খেলা ফোর্বসের জন্য এটি ছিল বিশেষ এক রাত। জাতীয় দলের হয়ে তিন ম্যাচ খেললেও এর আগে গোলের দেখা পাননি তিনি। তিনটি ম্যাচেই বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। ম্যাচ শেষে নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে ফোর্বস বলেন, 'এটি বিশেষ এক অনুভূতি। আজকের দিনটি আমি ভুলব না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা জিততে পেরেছি। এ জন্য আমি খুশি।'

রোনালদোর ৭ নম্বর জার্সি পরার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ফোর্বস। জার্সির নম্বরে ছিল সাবেক অধিনায়কের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার চিহ্ন। তবে এই জার্সি পরতে বাড়তি চাপ অনুভব করেননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

ফোর্বস বলেন, 'আমি জানি, এই নম্বরের বিশেষ গুরুত্ব আছে। তবে এটি পরে আমার ওপর



বাড়তি কোনো চাপ অনুভব হয়নি।'

পর্তুগালের সিন্ত্রায় ২০০৪ সালের ১৯ মার্চ জন্ম ফোর্বসের। তার ফুটবলের শুরু স্পোর্টিং সিপির একাডেমিতে। পরে পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে যান তিনি। ২০১৪ সালে যোগ দেন ম্যানচেস্টার সিটির যুব দলে। সেখানে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দেন। যুব ফুটবলে মৌসুমের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও পান।

২০২৩ সালে যোগ দেন আয়াক্সে। ১৯ বছর বয়সে হেরাক্লেস আলমেলোর বিপক্ষে ডাচ লিগে পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় তার। আমস্টারডামে থাকতেই মায়ের পদবি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেন তিনি। আগে তার নাম ছিল কার্লোস বর্জেস। পরে নাম বদলে হয় কার্লোস ফোর্বস।

এরপর উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সে ধারে খেলেন তিনি। ২০২৪-২৫ মৌসুমে ক্লাবটিতে ছিলেন ফোর্বস। পরে যোগ দেন বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুগে। ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে তার।

গিনিবিসাউ বংশোদ্ভূত ফোর্বসের নাগরিকত্ব পর্তুগাল ও গিনিবিসাউ–দুই দেশেরই। বয়সভিত্তিক সব পর্যায়েই পর্তুগালের হয়ে খেলেছেন তিনি। ২০২৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক হয় তার।

ওয়েলসের বিপক্ষে জয়ের দিনে অবশ্য শুধু ফোর্বসের গোলই আলোচনায় ছিল না। এই জয়ে নেশনস লিগের গ্রুপে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে পর্তুগাল। আগামী মার্চে কোয়ার্টার ফাইনালেও খেলবে দলটি।

তবে জয় পেলেও পর্তুগালের পারফরম্যান্স খুব একটা স্বস্তি দেয়নি। আগের ম্যাচে ডেনমার্কের কাছে ৪-১ গোলে হেরেছিল দলটি। ওয়েলসের বিপক্ষেও রক্ষণে দুর্বলতা দেখা গেছে।

ম্যাচের ১১ মিনিটে বক্সে বাইরে থেকে দারুণ শটে পর্তুগালকে এগিয়ে দেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। তবে দুই মিনিট পরই ডেভিড ব্রুকসের গোলে সমতায় ফেরে ওয়েলস।

৪০ মিনিটে দ্রুত পাল্টা আক্রমণ থেকে গোল করেন সরবা থমাস। তাতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। বিরতির ঠিক আগে ৪২ মিনিটে পেদ্রো নেতোর গোলে সমতা ফেরায় পর্তুগাল।

দ্বিতীয়ার্ধেও দুই দলের লড়াই ছিল সমানে সমান। পর্তুগাল গোলের সুযোগ তৈরি করলেও নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারছিল না। একবার নেতোর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

গোলের জন্য কোচ জর্জ জেসুস বদলি হিসেবে মাঠে নামান জোয়াও ফেলিক্স ও ফোর্বসকে। তাদের মাঠে নামানোর সুফল পায় পর্তুগাল। ৭০ মিনিটে ফোর্বসের গোলেই এগিয়ে যায় দলটি।



এবাদতকে কেন বোলিং করাননি শান্ত, কারণ জানালেন তাসকিন

ঢাকা, জোহানেসবার্গ টেস্টে তিনজন পেসার নিয়ে খেলছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে এবাদত হোসেন বোলিং করেছেন মোটে ৭ ওভার। মাঝে হাসান মাহমুদ চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লে কিছুক্ষণের জন্য পরিণত হয় ২ পেসারের দলে। তখনও এবাদতকে আক্রমণে আনা হয়নি। তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বেশ। এবার সংবাদ সম্মেলনে সে বিষয়ে মুখ খুলেছেন তাসকিন আহমেদ।

হাসান যখন চোট পেলেন, তা কাটিয়ে মাঠে ফিরেও লম্বা সময় বোলিং করেছেন। অথচ এবাদত হোসেন এখনো পর্যন্ত বল করেছেন মাত্র ৭ ওভার। তার কারণ কী? তাসকিনের ভাষায়, '(বোলিংয়ে) একটু এদিক-সেদিক হলেই রান হচ্ছে। খুব ভালো ব্যাটিং উইকেট। গতকাল হয়তো স্পিনাররা ভালো করতে পারেনি। আজ কিন্তু মিরাজ ভালো শুরু করেছে। এ কারণেই দ্রুত কিছু উইকেট পড়েছে। বোলারদের জন্য মার্জিন খুব ছোট। একটু এদিক-সেদিক হলেই রান হচ্ছে। আপনারা দেখবেন, আমরাও প্রায় এক দিনেই ৪০০-এর কাছাকাছি করে ফেলেছিলাম।'





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



সবজির কোরমা খেয়েছেন? রেসিপি জেনে নিন

মাংসের কোরমা তো অনেক হলো, এবার বানান সবজির কোরমা। বাড়িতে যারা সবজি খেতে চায় না, তাদের সবজি খাওয়াতে এভাবে কোরমা বানিয়ে দিতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন তাপসী দাস। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যাকে চেনেন 'পুঁচির মা' বলে।

উপকরণ

তেল সিকি কাপ
বরবটি, মিষ্টিকুমড়া, পটোল, বেগুন, আলু, গাজর, ফুলকপি-সব মিলিয়ে ২ কাপ
দারুচিনি ১টা
তেজপাতা ২টি
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
কাজুবাদামবাটা ১ টেবিল চামচ
কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ
টমেটো পেস্ট পরিমাণমতো
লবণ স্বাদমতো
লাল মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ
আস্ত কাঁচা মরিচ ৫-৬টি
গরম পানি পৌনে এক কাপ
ফেটানো দই ১ কাপ
গুঁড়া দুধ ২ চা-চামচ
ঘি ১ চা-চামচ
গরমমসলার গুঁড়া আধা চা-চামচ

প্রণালি

প্রথমে একটা বড় ফ্রাই প্যানে তেল গরম করে নিন।
সেখানে সব সবজি এক এক করে দিয়ে দিন।
হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে।
এরপর একই তেলে প্রথমে দিয়ে দিন দারুচিনি, তেজপাতা ও আদাবাটা।
এরপর একে একে কাজুবাদামবাটা, কাঁচা মরিচবাটা, টমেটো পেস্ট, লবণ, লাল মরিচের গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া ও আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন।
আধা কাপ গরম পানি দিন। সব মসলা একসঙ্গে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিতে হবে।
কষানো হয়ে এলে ফেটানো টক দই ও গুঁড়া দুধ দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ রান্না করুন।
তেল ভেসে উঠলে ভেজে রাখা সবজি দিয়ে দিন। লবণ দিয়ে বাকি গরম পানি দিন।
ঢাকনা দিয়ে ৫-১০ মিনিট রান্না করে নিন।
নামানোর আগে ওপরে ১ চামচ ঘি ও গরমমসলার গুঁড়া ছিটিয়ে দিন।

গ্রিন আপেল বাটারফ্লাই পি টির রেসিপি দেখুন

চাইলে একটু ভিন্ন আঙ্গিকেও বানাতে পারেন চা। সকাল-বিকেলের বাইরেও অতিথি আপ্যায়নে এমন চা জমবে ভালো। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

উপকরণ

আপেল ১টি
অপরাজিতা ফুল ৬-৮টি
পানি ২ কাপ
চিনি ৩ চা-চামচ
বরফকুচি আধা গ্লাস
লেবুর রস ১ চা-চামচ

প্রণালি

১ কাপ পানি ফুটিয়ে তাতে সবুজ আপেল দিন।
২-৩ মিনিট ফুটিয়ে চিনি দিন।
১ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে ছেঁকে নেবেন।
অন্য পাত্রে ১ কাপ পানি ফুটিয়ে নিন। অপরাজিতা ফুল দিয়ে ১ মিনিট পর চুলা থেকে নামিয়ে ছেঁকে দেবেন।
গ্লাসে বরফকুচি দিয়ে দিন।
এবার আগে থেকে বানানো ঠান্ডা আপেল সিরাপ ঢেলে দিন।
ওপরে অপরাজিতার চা ঢেলে দিন। চাইলে কিছুটা লেবুর রস মিশাতে পারেন।

ডাম্পলিং স্যুপের রেসিপি (ছবি আছে রেসিপি পিকচার নং-০৮)

ডাম্পলিং খাওয়া যায় নানাভাবে। এখানে রইল ডাম্পলিং স্যুপের রেসিপি। হালকা শীতের ভোরে অথবা সন্ধ্যায় এমন ডাম্পলিং খেতে মজা। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

ডাম্পলিংয়ের উপকরণ

ডাম্পলিং র‍্যাপার ১২টি
মুরগির কিমা ২০০ গ্রাম
আদাকুচি ১ চা-চামচ
স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ
সয়া সস ১ টেবিল চামচ
তিলের তেল ১ চা-চামচ
চিকেন স্টক জেলি আধা কাপ (স্টক ঠান্ডা করে জমিয়ে তৈরি করা)

স্যুপের উপকরণ

চিকেন স্টক ৪ কাপ
আদাকুচি ১ চা-চামচ
সয়া সস ১ টেবিল চামচ
স্প্রিং অনিয়ন ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
গোলমরিচ স্বাদমতো

প্রণালি

মুরগির কিমা, আদা, স্প্রিং অনিয়ন, সয়া সস ও তিলের তেল মেশান।
জমাট স্টক জেলি ছোট টুকরা করে কিমার সঙ্গে মেশান।
র‍্যাপারের মাঝখানে পুর দিয়ে চারপাশ ভাঁজ করে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করুন।
স্টিমারে ৮-১০ মিনিট ভাপে রান্না করুন, যতক্ষণ না কিমা সম্পূর্ণ সেদ্ধ হয়।
আলাদা পাত্রে চিকেন স্টক, আদাকুচি ও সয়া সস ফুটিয়ে নিন।
লবণ ও গোলমরিচ দিন।
বাটিতে ডাম্পলিং সাজিয়ে গরম স্যুপ ঢালুন এবং স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মিষ্টিকুমড়ার স্যুপ বানাতে চান? রেসিপি দেখুন

মিষ্টিকুমড়া শুধু ঝোল বা ভাজি হিসেবে নয়, স্যুপ বানিয়েও খেতে পারেন। আর বিশ্বজুড়ে এই স্যুপ খুবই জনপ্রিয়। এখানে সেই মিষ্টিকুমড়া বা পামকিন স্যুপের রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

মিষ্টিকুমড়া ৫০০ গ্রাম
জলপাই তেল ২ টেবিল চামচ
লবণ স্বাদমতো
গোলমরিচ স্বাদমতো
পেঁয়াজ ১টি
রসুন ৪ কোয়া
সবজির স্টক ২ কাপ
ফ্রেশ ক্রিম সিকি কাপ
জায়ফলগুঁড়া ১ চিমটি

প্রণালি

কুমড়া টুকরা করে নিন।
জলপাই তেল, লবণ ও গোলমরিচ মাখিয়ে নিন।
২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট ওভেনে রোস্ট করুন।
প্যানে পেঁয়াজ ও রসুন হালকা ভেজে নিন।
রোস্ট করা কুমড়া ও স্টক দিন।
৫ মিনিট রান্না করে ব্লেন্ডারে মসৃণ করে নিন।
ক্রিম ও জায়ফল মিশিয়ে আরও ২ মিনিট গরম করে পরিবেশন করুন।

ঘরেই রাঁধুন চিতল মাছের কোপ্তা কালিয়া

চিতল মাছের গতানুগতিক পদ খেতে না চাইলে বাসায় রান্না করে ফেলুন চিতল মাছ, নারকেল ও পোস্তের কোপ্তা কালিয়া। অতিথি আপ্যায়নেও ফিউশনধর্মী এ পদ টেবিলে রাখতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন সৈয়দা তাসফিয়া ইসলাম মাহি।

উপকরণ

কোপ্তার জন্য: চিতল মাছ ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ কুচি ২টি, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, চালের গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।

কালিয়ার জন্য: পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল বাটা ৩ টেবিল চামচ, পোস্ত বাটা দেড় টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ করে, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ, টক দই ১ টেবিল চামচ, গরম মসলা চার ভাগের এক ভাগ, কাঁচামরিচ ৩-৪টি, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৩ টেবিল চামচ ও গরম পানি প্রয়োজনমতো।

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে চিতল মাছ পরিষ্কার করে লবণ দিয়ে হালকা ভাপিয়ে নিতে হবে। মাছ ঠান্ডা হলে কাঁটা বেছে শুধু মাছের মাংস আলাদা করে ভালোভাবে চটকে নিন। এরপর চটকানো মাছের সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, আদা-রসুন বাটা, ভাজা জিরার গুঁড়া, ধনেপাতা, লবণ ও চালের গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট গোল কোপ্তা তৈরি করে নিন। কড়াইয়ে তেল ঢেলে মাঝারি আঁচে সোনালি করে ভেজে নিন।

কালিয়া তৈরির জন্য কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে ভালোভাবে কষাতে হবে। এরপর আদা-রসুন বাটা ও মরিচ, ধনে ও জিরার গুঁড়া দিয়ে অল্প পানি দিয়ে মসলা কষাতে হবে।এবার নারকেল বাটা ও পোস্ত বাটা দিয়ে কম আঁচে ভালোভাবে কষিয়ে টক দই মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনমতো গরম পানি দিয়ে মাঝারি ঘন গ্রেভি তৈরি করে ভাজা মাছের কোপ্তাগুলো দিন। কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে কম আঁচে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন। সবশেষে গরম মসলা ছিটিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।

চেহারায় কন্টিনেন্টাল, খাঁটি বাঙালি স্বাদ, রবিবারের সান্ধ্য আড্ডা জমবে মাছের ৩ রকম ফিউশন স্ন্যাক্সে

ছুটির দিনে অন্য রকম কিছু খেতেই মন চায়। সন্ধ্যার আড্ডায় স্ন্যাক্স বললেই চিকেনের কথাই মাথায় আসে, অথবা শিঙাড়া-নিমকি। মাছ দিয়েও বানানো যায় স্বাস্থ্যকর অথচ সুস্বাদু স্ন্যাক্স। ফিশ ফ্রাই নয়, কয়েক রকম ফিউশন স্ন্যাক্সের রেসিপি রইল।

বাঙালি আর মাছ–এই সম্পর্কটা তো চিরন্তন। চায়ের আড্ডায় বা সন্ধ্যার স্ন্যাক্সে শুধু ফিশ ফ্রাই বা ফিশ ফিঙ্গার কেন, স্বাদ বদলাতে একটু অন্য রকম কিছু খেতেই পারেন। রেস্তরাঁ ধাঁচের ফিউশন স্ন্যাক্স যদি বাঙালি হেঁশেলের চিরচেনা উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলা যায়, তবে কেমন হয়?

কাসুন্দি ক্রাস্টেড বেক্ড ভেটকি

ফ্রেঞ্চ বা কন্টিনেন্টাল বেক্ড ফিশের দেশি রূপ, যাতে মেয়োনিজ় বা ক্রিমের বদলে ঝাঁঝালো কাসুন্দির পরত দিতে পারেন। ভেটকি মাছের ফিলের উপরে কাসুন্দি, সর্ষেবাটা, একটু টক দই, কাঁচালঙ্কা বাটা, সর্ষের তেল ও নুন মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। উপরের লেয়ার তৈরি করার জন্য গুঁড়ো করা টোস্ট বিস্কুট, পাউরুটির টুকরো ও সামান্য মাখন মিশিয়ে ফিলেগুলি তাতে মাখিয়ে নিন ভাল করে। অভেনে ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ১৫-২০ মিনিট বেক করুন যতক্ষণ না উপরের অংশ মুচমুচে হয়।

ধনেপাতা-কোরিয়ান চিলি ফিশ

কোরিয়ার ঝাল-মিষ্টি চিলি ফিশ বানাতে পারেন প্রচুর পরিমাণে ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে। কোনও আলাদা সস্ে দরকারই হবে না। ভেটকি বা বাসা মাছের ছোট ছোট টুকরো করে নিন। কাঁটা বার করে নিতে হবে। এ বার প্রচুর তাজা ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, রসুন ও সামান্য মৌরি একসঙ্গে বেটে। এই মিশ্রণে মাছ ম্যারিনেট করে ছোট ছোট বল বা কিউব আকারে গড়ে নিন। ময়দা ও কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো বা ব্রেডক্রাম্ব মাখিয়ে লালচে-সোনালি করে ভেজে নিন।





www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪





৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন ও ধারাবাহিকতার উৎসবিন্দু উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন

জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সিপাহি- জনতার ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে আবির্ভাবের পথ তৈরি করেছিল।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নওশাদ জমির, ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) গোলাম মর্তুজা এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারাও ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় জীবনে এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, এ দিবস জাতীয় ঐক্য, দেশপ্রেম ও সংহতির চেতনাকে ধারণ করে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় স্বার্থে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এ দিনের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেট ও স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আর্জেন্টিনাকে আইনি নোটিশ পাঠাচ্ছেন মেসি

ঢাকা, নতুন ঝড়ের মুখে পড়ল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সংস্থাটির সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে সাবেক অধিনায়ক লিওনেল মেসির সম্পর্ক গুরুতর সংকটে পড়েছে। একাধিক কারণে এএফএকে আইনি নোটিশ পাঠাতে চলেছেন মেসি, এমনটাই জানাচ্ছে আর্জেন্টিনার সংবাদ মাধ্যম।

আর্জেন্টিনার নামী সংবাদপত্র ক্লারিনের সাংবাদিক নিকোলাস উইনিয়াস্কির একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এএফএর বর্তমান নেতৃত্বের সঙ্গে মেসির ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ভেঙে গেছে। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক নিজের ভাবমূর্তি ও সুনাম রক্ষা করতে চান। বিরোধ ব্যক্তিগত মতপার্থক্যের বাইরে চলে গেছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে এটি আইনি পদক্ষেপে গড়াতে পারে।

সম্পর্ক ভাঙার মূলে আছে এএফএর অর্থ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্দেহ। বিশেষ করে সভাপতি তাপিয়া ও কোষাধ্যক্ষ পাবলো তোভিগ্গিনোকে ঘিরে। ক্লারিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অভিযোগের মূলে আছে দেশের বাইরে থাকা একগাদা কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক, যেখানে আর্জেন্টিনা থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে। প্রতিবেদনটির দাবি, এই অর্থ পাওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টাইন ক্লাবগুলোর।

মেসি অবসর নিলেও আর্জেন্টিনা তাকে পোস্টারবয় হিসেবে প্রচার করা বন্ধ করেনি। তার ছবি সামনে রেখে এসব সন্দেহজনক কাজের ফলে নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে শঙ্কায় পড়ে গেছেন আর্জেন্টাইন এই কিংবদন্তি। বহু বছর ধরে তিনি বিশ্বজুড়ে অসাধারণ সুনাম গড়েছেন। শুধু মাঠের সাফল্যে নয়, মাঠের বাইরের ভাবমূর্তি ও আচরণেও। সে ভাবমূর্তি হারানোর শঙ্কা থেকে এই পদক্ষেপ নিতে চলেছেন মেসি।প্রতিবেদনের তথ্য, এই সংকট একদিনে তৈরি হয়নি। এএফএ মেসির পরিবারের সঙ্গে সমন্বয় না করে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে বাণিজ্যিক বিরোধের মুখে পড়েছে তার পরিবার।



নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা

মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গত ১৪ নভেম্বর শনিবার দুপুরে জ্যামাইকার কাফিস মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। খবর ইউএনএ'র।

ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা এবং সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক মমিন মজুমদার। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শাকের আব্দুল্লাহ আল মোর্শেদ। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট সহ ক্লাব বিষয়ক সংশ্লিস্ট বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান ও এবিএম সালেউদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, কার্যকরী সদস্য শেখ সিরাজুল ইসলাম, রওশন হক, শাহ আহমেদ, সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ, আজাদ শিশির, এমদাদ চৌধুরী, চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল, মোজাম্মেল হক, শাকের আব্দুল্লাহ আল মোর্শেদ, মোহাম্মদ তানবিরুল ইসলাম, সৈয়দ আজাদ, আফরোজা ইসলাম, রাশিদা আক্তার প্রমুখ।

গভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মাহাথির খান ফারুক, দপ্তর ও প্রচার সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, কার্যকরী সদস্য ফারুক হোসেন, সদস্য নূরুল আমিন রোকন ও আবু সাইম। সভায় সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ক্লাবের নিজস্ব ভবন ক্রয়, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন আর ফান্ড রেইজিং সহ আসন্ন রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয়। এছাড়াও সভায় সদস্যদের মধ্যকার সৌহার্দ-সম্প্রীতি আরো জোদারের উপর গুরুত্বারোপ এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির উদ্যোগে অফিস স্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।



DAS WINE & LIQUOR



UTTAM
347-885-2025



RATAN
646-361-5660



KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



পরকীয়ার জেরে বিপাকে জেনসেন হুয়াং

ট্রাম্প পাশে দাঁড়ালেও হুয়াংয়ের ফেরার সম্ভাবনা নেই, জানিয়ে দিল এনভিডিয়া

হুয়াং-এর চরবৃত্তির অভিযোগ ঘিরে হইচই পড়ে যায়। যার জেরে বিখ্যাত মার্কিন এআই চিপ সংস্থা এনভিডিয়ার সিইও-র পদ ছাড়তে হয়েছে হুয়াংকে। তাঁকে এনভিডিয়ায় ফেরানোর জন্য জোরদার প্রচার চলছে। এমনকি এই ইস্যুতে হুয়াংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও সেই সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে বিখ্যাত এই মার্কিন এআই চিপ সংস্থা। সিইও পদে হুয়াংয়ের ফেরানোর বিষয়টি এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদ বিবেচনা করছে না বলে তিনজন প্রথম সারির কর্তাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স।

হুয়াংকে ফেরানোর দাবিতে ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষ একটি পিটিশনে সই করেছেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ নিজেদের এনভিডিয়া কর্মী দাবি করেছেন। টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক এই প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে, 'হুয়াং ফের সিইও হিসেবে ফিরে এলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।' যদিও হুয়াংকে ফেরানো নিয়ে আগাম সতর্ক করে দিয়েছেন একাধিক কর্পোরেট গভর্ন্যান্স এক্সপার্ট এবং বিনিয়োগকারীদের একাংশ।

ইতিমধ্যেই এনভিডিয়ার পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সংস্থা বা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কোন গোপন প্রযুক্তিগত তথ্য পাচার হয়েছে কিনা। যদিও অভিযুক্ত অ্যালিসকে গুপ্তচর বলে মানতে নারাজ চীন। চরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করে বেজিং জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ম্যাডিসন বনাম ক্রেস! জেনসেনের অবর্তমানে এনভিডিয়ায় দুই নারীর ক্ষমতার লড়াই

জেনসেনের ইস্তফার পর এনভিডিয়ার অন্তর্বর্তিকালীন সিইও হিসেবে কোলেট ক্রেসকে বেছে নিয়েছে সংস্থা। অস্বস্তিতে ম্যাডিসন হুয়াং।

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, তথ্যপাচার-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠার পর এনভিডিয়ার (ঘারফরধ) সিইও পদ ছেড়েছেন জেনসেন হুয়াং। এরপর সংস্থার কর্তৃত্ব নিয়ে শুরু হয়েছে দুই নারীর সংঘাত! একদিকে জেনসেনের মেয়ে ম্যাডিসন হুয়াং, অন্যদিকে সংস্থার অন্তর্বর্তিকালীন সিইও কোলেট ক্রেস। আধুনিক প্রযুক্তি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেনের মেয়ে ম্যাডিসন। বলা বাহুল্য সংস্থার উপর তাঁর দাবি প্রশ্নাতিত। এতদসত্ত্বেও জেনসেনের ইস্তফার পর এনভিডিয়া অন্তর্বর্তিকালীন সিইও হিসেবে কোলেট ক্রেসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এই অবস্থায় এনভিডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। যা সংস্থার ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয় বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শুধু ম্যাডিসন নয়, তাঁর স্বামী নিকো ক্যাপ্রেজও এনভিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। অন্যদিকে, ক্রেস সংস্থার চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার (সিএফও)। জানা গিয়েছে, অতীতেও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নারীর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। তবে কিনা জেনসেনের ইস্তফা এবং ক্রেসের অন্তর্বর্তিকালীন সিইও হওয়ার পর ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক সংস্থার কর্মীরা জানাচ্ছেন, ম্যাডিসন, নিকো এবং জেনসেনের ছেলে স্পেন্সার হুয়াং পারিবারিক শক্তির দাপটে কোম্পানিতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে অনাধিকার চর্চার অভিযোগ ওঠে। এই নিয়েই অতীতে ক্রেসের সঙ্গে ঝামেলা চরমে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে একাধিক প্রশ্ন উঠছে।

ক্রেস অন্তর্বর্তিকালীন সিইও হলেও তিনি কি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন? তাছাড়া স্থায়ী সিইও নিয়ে এখনও এনভিডিয়া সিদ্ধান্ত নেয়নি। মনে করা হচ্ছে, পরিবারবারিক আধিপত্যের জোরে সেই পদ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ম্যাডিসন, নিকো এবং স্পেন্সার। মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, জেনসেনের কাছে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কারণে তাঁর মেয়ে এবং জামাতা মাঝেমধ্যেই তাঁদের চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্তাদের উপরও 'ছড়ি ঘোরাতেন'। অন্যদিকে দৃঢ়চেতা ক্রেস একসময় খোদ জেনসেনের বহু সিদ্ধান্তে আপত্তি করে সংস্থার কর্তাদের একাংশের মন জয় করেন।

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাইল রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর ৯ নভেম্বর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।



প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে নির্বাসিত অবস্থায় থাকা শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য নতুন পাসপোর্টের আবেদন করেছিলেন। তবে ৫ নভেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির জানান, শেখ হাসিনাকে নতুন সাধারণ পাসপোর্ট কিংবা দেশে ফেরার জন্য ট্রাভেল পাস দেওয়া হবে না। তাঁকে বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দিল্লি থেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর পরিচালক সুহাস চাকমা বলেন, নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও স্বীকৃত। তিনি জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৩(২) অনুচ্ছেদ এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির (ওঈঈচজ) ১২(৪) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, এসব বিধানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। সুহাস চাকমা আরও বলেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশ ত্যাগ এবং পুনরায় দেশে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদেও নাগরিকদের আইনের সমান আশ্রয় ও সুরক্ষার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ২০২১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের একটি রায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, নাগরিকের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে হলে তার আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে এবং তা জনস্বার্থে যুক্তিসংগত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর দাবি, আইনি ভিত্তি ছাড়া নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে এ ধরনের অধিকার সীমিত করা অসাংবিধানিক হতে পারে।

শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান ও প্রত্যর্পণ প্রসঙ্গে রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ জানায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে যান। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং বর্তমান সরকারও ভারতকে তাঁর প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছে। সুহাস চাকমার দাবি, বাংলাদেশ-ভারত প্রত্যর্পণ চুক্তিতে এমন কোনো বিধান নেই, যার মাধ্যমে প্রত্যর্পণের অনুরোধের মুখে থাকা কোনো ব্যক্তিকে পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথি দেওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায়। তিনি চুক্তির ২০ অনুচ্ছেদ এবং ওঈঈচজ-এর ১২(৪) অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন।

রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর মতে, কোনো নাগরিক নিজ দেশে ফিরতে চাইলে তার জাতীয়তা যাচাই করে পাসপোর্ট অথবা উপযুক্ত ভ্রমণ নথি দেওয়া আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সংস্থাটি মনে করে, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে ভ্রমণ নথি না দেওয়া তাঁর মৌলিক অধিকার বাধাগ্রস্ত করার শামিল।

তবে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়টি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনি পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে দেশে বিচারিক রায় ও প্রত্যর্পণসংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। ফলে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে মানবাধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক–সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় শেখ হাসিনার দেশে ফেরার অধিকার নিয়ে রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ এর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাওয়ার উদ্যোগ আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ভয়াবহ বিপর্যয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) ছয়টি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এই তথ্য জানিয়েছে। তবে 'এনএসএ নেট' নামে পরিচিত এই নেটওয়ার্কটি অচল হয়ে পড়ার পেছনে এখন পর্যন্ত কোনো সাইবার হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'এনএসএ নেট' নামক এই বিশেষ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংস্থাটির কর্মীরা নিজেদের মধ্যে অতিগোপনীয় ও স্পর্শকাতর তথ্য আদান-প্রদান করেন। বর্তমানে এই কারিগরি বিভ্রাটের পরিধি ও কারণ খতিয়ে দেখছে এনএসএ। তবে এক মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, অভ্যন্তরীণ এই নেটওয়ার্ক অচল হয়ে পড়লেও বর্তমানে এশিয়া সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে জরুরি গোয়েন্দা তথ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে সংস্থাটির সক্ষমতায় কোনো বিঘ্ন ঘটবে না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একাধিক বিকল্প ব্যবস্থা ও সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে ফিলিপাইনে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে বুধবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁর চীন সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বিমান সংস্থা ও শীর্ষস্থানীয় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে একের পর এক প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ের মধ্যেই এনএসএর এই নেটওয়ার্ক অচল হওয়ার ঘটনা ঘটল। এর আগে গত শুক্রবার দেশজুড়ে একটি সিস্টেমে ত্রুটির কারণে কয়েক ঘণ্টা বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। এতে হাজার হাজার ফ্লাইট বিলম্বিত হয় এবং বহু ফ্লাইট বাতিল করতে হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানায়, আরকানসাস অঙ্গরাজ্যের একটি রাউটারের ত্রুটির কারণে ওই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

এ ছাড়া তার আগের সপ্তাহে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের পৃথক একটি প্রযুক্তিগত বিপর্যয়ে বিশ্বজুড়ে তাদের বিভিন্ন সেবা ব্যাহত হয়। সে সময় ব্যবহারকারীরা মাইক্রোসফট আউটলুক ও টিমস ব্যবহারে চরম সমস্যায় পড়েন। তবে সংশ্লিষ্ট মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক এসব ঘটনার কোনোটির পেছনেই সাইবার হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।



লন্ডনে আওয়ামী লীগ-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অন্তত পাঁচজন

ক্রমশ চড়ছে পদ্মাপারে। এই আবহেই সেদেশের ঘরোয়া রাজনীতির সংঘাত আছড়ে পড়ল টেমসের পাড়ে। স্থানীয় সময় সোমবার মধ্যরাতে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং আওয়ামি লিগের সমর্থকরা। এখনও পর্যন্ত ৫ জনের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

পূর্ব লন্ডনের রমফোর্ডে এনসিপি'র সংসদ সদস্য নাহিদ ইসলামের নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের একটি সংগঠন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামি ও ইসলামি ছাত্রশিবিরের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীও। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, নাহিদের অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন লিগের কর্মী-সমর্থকরা। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে এনসিপি এবং লিগ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েক দফা লাঠিচার্জ করে লন্ডন পুলিশ।

আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৪ জনের আঘাত গুরুতর। এই ঘটনার জন্য লিগকে দায়ী করেছেন নাহিদ। সমাজ মাধ্যমে তিনি দাবি করেন, আওয়ামি লিগ কর্মীরা সাধারণ প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের উপরে হামলা চালিয়েছে।

এআই নজরদারিতে টয়লেটে যেতে পারেন না কর্মীরা

ঢাকা, টয়লেটে গিয়েও স্বস্তি নেই, ঘড়ির কাঁটার নির্ধারিত সময়ের বাইরে বিরতি নিলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হচ্ছে নজরদারি। এ কারণে সময়মতো শৌচাগারে যেতে না পেরে গুদামের পণ্য রাখার জায়গাতেই প্রস্রাব ও মলত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন কর্মীরা।

এমন অভিযোগ উঠেছে নিউজিল্যান্ডের বৃহত্তম খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান দ্য ওয়্যারহাউস গ্রুপের বিরুদ্ধে।

নিউজিল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আরএনজেডকের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট। প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্মীদের ভবিষ্যৎ চাকরির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে এ সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানটির অকল্যান্ড ও ক্রাইস্টচার্চের বিতরণকেন্দ্রে বিক্ষোভ করেছেন তিন শতাধিক কর্মী। এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মীদের ওপর নজরদারি এবং ব্যাপক ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্কার্স ফার্স্ট ইউনিয়নের অভিযোগ, কর্মীদের বিরতির সময় এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে হিসাব রাখায় অনেকে প্রয়োজনের সময় শৌচাগারে যেতে পারছেন না। ফলে বিতরণকেন্দ্রের পণ্য রাখার জায়গাতেই প্রস্রাব ও মলত্যাগের মতো ঘটনা ঘটেছে।

তবে এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে দ্য ওয়্যারহাউস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির দাবি, এমন ঘটনা কখনোই ঘটেনি।

কর্মীরা জানিয়েছেন, তাদের সঙ্গে মানুষের পরিবর্তে রোবটের মতো আচরণ করা হচ্ছে। চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন।

২৩ বছর ধরে একটি বিতরণকেন্দ্রে কাজ করা এক কর্মী বলেন, 'আমি কি রোবটের মতো দেখতে? না, আমি তা নই। আমরা এসব বিষয়ের প্রতিবাদ করতে এসেছি। কারণ, কাজটি একজন মানুষের করার কথা, রোবটের নয়।'

ইউনিয়ন সংগঠক হেইলি কোর্টনি বলেন, ব্যবস্থাপকেরা কর্মীদের শৌচাগার পর্যন্ত অনুসরণ করছেন এবং তাদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য তিরস্কার করছেন। বিষয়টি একেবারেই অযৌক্তিক। গত আট মাস ধরে তিনি এ সমস্যা নিয়ে লড়াই করছেন বলেও জানান।

কোর্টনির ভাষ্য, কর্মীরা দক্ষতা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার কিংবা আধুনিকায়নের বিরোধিতা করছেন না। তবে এসব পরিবর্তনের ফলে তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ কী হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা চান তারা।

তিনি অভিযোগ করেন, পণ্য বাছাইয়ের কাজে বড় আকারের একটি রোবট যুক্ত করছে প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি এআইচালিত ড্রোন ব্যবহার করে শারীরিকভাবে পণ্য গণনার কাজে নিয়োজিত কয়েকজন কর্মীর জায়গা নেওয়া হয়েছে। এখন কর্মীরা কতক্ষণ শৌচাগারে থাকছেন, সেটিও এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কোর্টনি আরও জানান, শৌচাগারে যাওয়ার প্রয়োজন হলেও কর্মীরা সময়ের হিসাবের ভয়ে তা আটকে রাখার চেষ্টা করছেন। এতে দুর্ঘটনাও ঘটেছে।

সংবাদমাধ্যম দ্য পোস্টকে তিনি বলেন, 'আমরা মেঝেতে কিছু (মল) পড়ে থাকতে দেখেছি। আমি বিষয়টি নিয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়ার পর অবশ্য তা বন্ধ হয়েছে। তবে এর আগে একাধিকবার এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা আমরা জানি না। এমন পরিস্থিতিতে পড়া যে কারও জন্য অত্যন্ত অপমানজনক।'

তবে এসব অভিযোগকে বিস্ময়কর ও আপত্তিকর বলে উল্লেখ করেছে দ্য ওয়্যারহাউস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান জনবল কর্মকর্তা রিচার্ড পার্কার বলেন, কর্মীদের দক্ষতা পর্যবেক্ষণে তারা যে প্রযুক্তি ব্যবহার করেন, সেটি এআই নয়। বিতরণকেন্দ্রগুলোতে কয়েক দশক ধরে বিশ্বজুড়ে ব্যবহৃত স্ক্যানিং যন্ত্রের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এর সঙ্গে শৌচাগার ব্যবহারের কোনো সম্পর্ক নেই।

www.jonmobhumi.com

Please Visit our YouTube Channels

Ratan Talukder Live NY

Jonmobhumi News TV

Alaap USA

Phone: (646) 327 7964
Email: jonmabhumi@gmail.com
Web: www.jonmobhumi.com

Ratan Talukder, Host

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



শেখ হাসিনার সঙ্গে গ্লোবাল বেঙ্গলী হিন্দু কোয়ালিশনের ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত

শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠক নিয়ে নানান কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে এবং সামাজিক মাধ্যমে কিছু বিতর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বিষয়ে গ্লোবাল বেঙ্গলী হিন্দু কোয়ালিশনের বক্তব্য ও অবস্থান হচ্ছে, "ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কোনো রাজনৈতিক দলের কিংবা কোনো নেতার ক্ষমতায় ফিরে আসার হাতিয়ার বা নিছক রাজনৈতিক সমর্থনভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। তাঁদের নিরাপত্তা, সমতা, মর্যাদা ও সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে। সংখ্যালঘুদের অধিকার কোনো রাজনৈতিক অনুগ্রহ নয়; এটি তাঁদের সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার। আর এই অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব যেকোনো ভবিষ্যৎ সরকারের। শুধু রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়–আমরা চাই কার্যকর পদক্ষেপ, দৃশ্যমান পরিবর্তন এবং স্থায়ী নিশ্চয়তা"।

বৈঠকে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও মন্ত্রণালয় গঠন, ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর উত্তর ছিলো গতানুগতিক। দুঃখজনকভাবে, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর যথেষ্ট সুস্পষ্ট, সন্তোষজনক কিংবা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরার পরিবর্তে শেখ হাসিনার বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট ছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর উত্তর থেকে এমন ধারণা পাওয়া গেছে যে, অতীতে তাঁর শাসনামলে সংখ্যালঘুদের ওপর সংঘটিত অবিচার ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার বা তার কার্যকর সমাধান উপস্থাপনের পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও অন্যান্য দলের ওপর দোষারোপের প্রচলিত ধারাই অনুসরণ করেছেন। তবে টরোন্টোর ইরা দত্ত-র উত্থাপিত সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপদ অঞ্চল বা 'সেফ জোন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি প্রশংসা পেয়েছে। তিনি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা অথবা এ ধরনের অন্য কোনো কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবির প্রতি শেখ হাসিনা'র অবস্থান জানতে চান।

আলোচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় সরকার গঠনের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে আমেরিকান রাজনীতিবিদদের কাছে লবিং করার জন্য তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ, পরিচিতি ও প্রভাব কাজে লাগানোর আহ্বান জানান। এখানে স্বাভাবিকভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে যে, "বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কি কোনো রাজনৈতিক নেতার পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবিং করার দায়িত্ব নেওয়া উচিত, যখন তাঁদের নিজেদের মৌলিক অধিকার, জানমালের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং সমান নাগরিকত্ব নিশ্চিত করার বিষয়ে এখনো সুস্পষ্ট, বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি"? এ বৈঠক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বেগ ও দাবিগুলো সরাসরি তুলে ধরার একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু সেটি কাজে লাগানো যায়নি। একই সঙ্গে আলোচনা এ কথাও স্পষ্ট করেছে যে, শুধু রাজনৈতিক আশ্বাস, পারস্পরিক দোষারোপ কিংবা ক্ষমতাকেন্দ্রিক নির্বাচনী হিসাব-নিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে সংখ্যালঘুদের দীর্ঘদিনের সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেবল সহানুভূতি, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা মৌখিক প্রতিশ্রুতি চান না। তাঁরা চান: সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সমান নাগরিক অধিকার। সাংবিধানিক অধিকার ও আইনের সমান সুরক্ষা। জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা। স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার। নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার। অপরাধীদের রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাব নির্বিশেষে জবাবদিহির আওতায় আনা। আইনের শাসনের নিঃশর্ত ও কার্যকর বাস্তবায়ন। পরিশেষে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে মূল প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে, আগামী দিনে দেশ কে শাসন করবে; বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো–ভবিষ্যতের যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা কি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদা, সমতা, নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকার বাস্তবিক অর্থে নিশ্চিত করতে সক্ষম ও আন্তরিক হবে? শেখ হাসিনা'র সাথে এ বৈঠকে তেমন কোন দিক-নির্দেশনা ছিলোনা। বরং এটি অনেকাংশে আপোষকামী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং সংখ্যালঘু উন্নয়নের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ প্রধান্য পেয়েছে।

বার্তা প্রেরক: অরুন দত্ত, গ্লোবাল বেঙ্গলী হিন্দু কোয়ালিশন, টরন্টো।

আগে বলা হতো, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক, 'বাঙ্গালী দাঙ্গা করেনা'। কথাটা মিথ্যা। পূর্ব-পাকিস্তান বা বিশেষত: বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর সেই 'মিথ' ভেঙ্গে গেছে। বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালী হিন্দু নির্যাতনে অন্য মুসলিমদের থেকে মোটেও পিছিয়ে নেই!

হিসাবটা সাদামাটা। ১৯৪৭'র পর হিন্দু-বাঙ্গালী সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি। পক্ষান্তরে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব-পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ভুরিভুরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে এবং সাম্প্রদায়িক নির্যাতন তো নিত্য-নৈমত্তিক ঘটনা। ১৯৪৬-এ কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, যা 'ডাইরেক্ট একশ্যান ডে' নামে খ্যাত, এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে এজন্যে 'বুচার অফ কলকাতা (কলকাতার কসাই); বলা হয়। ঐ হত্যাযজ্ঞে বাঙ্গালী মুসলমানের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিলো।

এরপর একই বছর ১০ই অক্টবর লক্ষীপূজার দিন নোয়াখালী দাঙ্গার মূলহোতা একজন বাঙ্গালী মুসলমান। বীভৎস সেই হত্যাকান্ড। বাঙ্গালী মুসলমান প্রমান করে তারাও পারে? এ দু'টি হত্যাকাে্ডর বিশদ ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার একটি বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রমমন্ত্রী যোগেন মন্ডলের পদত্যাগপত্রে। ভদ্রলোক দলিত-মুসলমান অলীক ঐক্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাকিস্তানের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন, তাঁকেও পালিয়ে কলকাতা গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়?

এরপর ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা। সবুর খানের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এ হত্যাকাে্ডর তীব্রতা এতটাই ছিল যে, হিন্দুপ্রধান খুলনা রাতারাতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায় এবং আগরতলা শহরে 'বাঙ্গাল হিন্দু' সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায়। এরপর ১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ, হিন্দুদের সেখানে টার্গেট করে হত্যা করা হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিহারী মুসলমান নেতৃত্ব দিলেও বাঙ্গালী মুসলমান সাথী ছিলো। বাংলদেশ হবার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুরো কৃতিত্ব বাঙ্গালী মুসলমানের!

পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় বাঙ্গালী হিন্দু একটি মুসলিম পরিবারের জমি দখল করেনি, বাংলাদেশের চিত্রটি ঠিক উল্টো, বলা যায় হিন্দুর সম্পত্তি দখল করেনি কে? ভারতভাগের সময় পূর্ব-বাংলার বেশিরভাগ সম্পত্তি ছিলো হিন্দুর। এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। জোর-জবরদস্তি, কমমূল্যে, বিনামূল্যে, ভয়ভীতি দেখিয়ে হিন্দুর সম্পত্তি বেদখল হয়েছে, আজো হচ্ছে। সাতচল্লিশে যদি আপনার বাড়ী না থাকে তাহলে আপনার পূর্ব-পুরুষ একই কায়দায় হিন্দু সম্পত্তি কমমূল্যে কিনেছে বা দখল নিয়েছে?

আমাজনে আমার সদ্য প্রকাশিত বই, 'বাংলাদেশ: এক্সটিংশন অফ হিন্দুজ ইন গ্লোবাল কনটেক্ট'-এ 'বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বাঙ্গালীর বসবাস, মিল-অমিল' শীর্ষক একটি নিবন্ধের বাংলা অনুবাদ কিছুটা এখানে দিলাম:

হিন্দুরা মুর্ত্তিপূজা করে, মুসলমানরা মুর্ত্তি ভাঙ্গে, হুজুররা প্রতিনিয়ত মুর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে ও মুর্ত্তিভাঙ্গার পক্ষে ওয়াজ করেন, ব্রাহ্মণরা তা করেনা। হিন্দুরা গড়ে, মুসলমান ভাঙ্গে। হিন্দুরা বাঙ্গালী সংস্কৃতি লালন করে, মুসলমান করেনা। পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুন, বাংলাদেশে হিন্দু কমে অর্ধেককেরও কম, কেন?

পাকিস্তান ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বাতিল করে (পশ্চিম পাকিস্তানে তা বাতিল হয়নি) হিন্দু জমি কেড়ে নেয়ার জন্যে। হিন্দু জমিদাররা ভারতে চলে যায়, জমিদারি দখল নেন প্রভাবশালী মুসলমানরা। মৌলানা ভাসানী'র সন্তোষের বাড়িটি তেমনই একটি। অবাক হবার কিছু নেই? হিন্দু সম্পত্তি দখলের মহোৎসব থেমে যায়নি, আজো চলছে? হিন্দু নারী অপহরণ, ধর্মান্তর গত ৭৯ বছর ধরে পূর্ব-বাংলায় বা বাংলাদেশে সমানে চলছে, পশ্চিমবঙ্গে উল্টোটা নেই, একেবারেই নেই?

একটি উদাহরণ দেই, বাংলাদেশের বিনোদন জগতে (৭৯ বছরে) প্রায় প্রতিটি হিন্দু রমণীকে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছে, সেটি প্রথম নায়িকা পূর্ণিমা সেন থেকে শুরু করে অপু বিশ্বাস পর্যন্ত? পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনা নেই। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্মম অত্যাচার হয়, মুসলমান প্রতিবাদ করেনা। ভালুকায় দিপু চন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে মারার পর ক'জন মুসলমান প্রতিবাদ করেছেন? পশ্চিমবাংলায় মুসলমানদের কিছু হলে হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঝাঁপিয়ে পরে? শুধুমাত্র মমতা ব্যানার্জী'র মত একজন সংখ্যালঘু বান্ধব নেত্রী কি বাংলাদেশে আছে?

বাঙ্গালী হিন্দু অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ঘটনা নেই? পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে মুসলমানরা ভাল আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে হিন্দুরা ভাল নেই? ধর্ম কি এর কারণ, নাকি গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব? কেউ হয়তো বলতে চাইবেন, বাংলাদেশে তো মুসলমানও ভাল নেই? মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে অ-মুসলমান দেশে ভাল থাকে এবং ভাল করে। অধিকাংশ মুসলিম দেশেই গন্ডগোল। বিশ্বে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি শরণার্থী, এঁরা কোন মুসলিম দেশে যাবেনা, বা মুসলিম দেশগুলোও নেবেনা।

কারণ কি? বাংলাদেশিদের জন্যে পাকিস্তান দুয়ার খুলে দিয়েছ, ক'জন মুসলমান দৌড়ে যাচ্ছেন? ইউরোপ দুয়ার খুলে দিক, বাংলাদেশ খালি হয়ে যাবে। নেপাল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, সেখানে জেন-জি আন্দোলন করলো, সরকারের পতন ঘটলো। ছাত্ররা শিক্ষাঙ্গনে ফিরে গেলো। বাংলাদেশে জেন-জি আন্দোলন করে সরকারের পতন ঘটালো, এঁরা সরকারে গেলো, লুটপাট করলো, দেশদ্রোহিতা করলো। এমনকি গণভবন লুট করে সোনাদানা, হাঁস-মুরগি বা এমনকি একজন বয়স্ক মহিলার পেটিকোট পর্যন্ত নিয়ে গেলো!

কখনো কি ভেবেছেন এসবের কারণ? এই বিপরীত চরিত্রের বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান কি একসাথে থাকতে পারবে? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ ও না? পারবে যদি হিন্দুরা শাসন করে, দৃষ্টান্ত পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরা, নেপাল। না, দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান, বা যেকোন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শুধুই মুসলমানের। অমুসলিম রাষ্ট্র সবার, এমনকি মুসলমানেরও। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের এতটা চারিত্রিক বৈপরীত্য কেন তা হয়তো মনোবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন, এর কারণ কি ধর্ম? নাকি খাদ্যাভ্যাস? নাকি সমাজ ও রাষ্ট্র?

শিতাংশু গুহ ঃ লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট নিউইয়র্ক

বিপুল ভোটে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রস্তাব গৃহীত

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) কর্তৃক উত্থাপিত একটি প্রস্তাব বিপুল ভোটে গৃহীত হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে ১২৮টি দেশ, বিপক্ষে ৬টি এবং ভোটদানে বিরত ছিল ৩৩টি দেশ।

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য প্রদানকালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হক দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের ব্যাপকভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়ার নয় বছর অতিবাহিত হলেও তাদের প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে



স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নানামুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হক গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আসন্ন রায়ের গুরুত্বও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এ রায় রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ বছরের প্রস্তাবে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও আরাকান আর্মি কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবে অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধ, মানবিক সহায়তা নিশ্চিত এবং ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৬ সালের জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যানসহ রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তায় পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করা, তাদের রাজনৈতিক ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং স্বেচ্ছায়, নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানান। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের সৃষ্টি হয়েছে মিয়ানমারে, তাই এর স্থায়ী সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে মিয়ানমারেই। প্রস্তাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) প্রসঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকায় যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটিতে ভোটাভুটির আহ্বান জানায়। ভোটের ব্যাখ্যায় দেশটি জানায়, বিভিন্ন প্রস্তাবে আইসিসি'র- উল্লেখের বিপক্ষে তাদের একটি সাধারণ অবস্থান রয়েছে। তবে মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে বলে স্পষ্ট করে। একই সঙ্গে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ১২ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ায় বাংলাদেশের উদারতা ও মানবিক ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে দেশটি।



ইউএনডিপি ও ইউএনএফপিএর সহযোগিতা চাইলেন উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) আরও জোরালো সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। সোমবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ইউএনডিপির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ও সহকারী মহাসচিব কান্নি উইগ্গারাজা এবং ইউএনএফপিএর নির্বাহী পরিচালক দিয়েন কেইতার পক্ষে সংস্থাটির কর্মসূচি বিভাগের উপপরিচালক সোয়োলতুয়া বায়ারার সঙ্গে পৃথক বৈঠকে তিনি এ সহযোগিতা কামনা করেন। বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স রাষ্ট্রদূত সঞ্চিতা হকসহ জাতিসংঘের উভয় সংস্থা ও বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইউএনডিপির আঞ্চলিক পরিচালক কান্নি উইগ্গারাজার সঙ্গে বৈঠকে জহির উদ্দিন স্বপন বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (এসটিএস) বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ উন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। কান্নি উইগ্গারাজা এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক আইন আধুনিকায়ন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ইউএনএফপিএর উপপরিচালক সোয়োলতুয়া বায়ারার সঙ্গে বৈঠকে উপদেষ্টা জনসংখ্যা গবেষণা, নির্ভরযোগ্য জনসংখ্যা উপাত্ত সংগ্রহ এবং তথ্য-প্রমাণভিত্তিক নীতিনির্ধারণে সংস্থাটির আরও সহযোগিতা কামনা করেন। জবাবে উপ-পরিচালক বায়ারা মাতৃ ও প্রজননস্বাস্থ্যসেবা, ধাত্রীসেবা সম্প্রসারণ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং রোহিঙ্গা নারীসহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ইউএনএফপিএর চলমান কার্যক্রম তুলে ধরেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এবং সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে সংস্থাটির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির সদস্যদের সরকারের কার্যক্রমের ওপর কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় সংস্থার চলমান কর্মসূচিগুলোকে আরও সময়োপযোগী করার বিষয়ে পরামর্শমূলক প্রস্তাব দেন। উভয় সংস্থার প্রতিনিধিরা তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২





প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মাম্বুনুর রশীদ
ডিন অপারেটিওটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার
ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-633-1112
Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP
Board Certified
(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)
with TJH Medical services PC
Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking $4 fee for patient flat fee)
Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

www.jonmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY



- TAX SERVICES
- INSURANCE
  - TLC INCURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
  - Life Insurance
  - Auto • Home • Business
  - Medicare Health Insurance
- Immigration Services
- DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
- Pay your Bill here

Tel: 347-536-5107
Office: 917.396.4509
Authorized e-file Provider
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

LOW COST
Notary Public
প্রতি রবিবার একঘন্টার ফ্রি কর্মশালা

GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES
FULLY LICENSED & INSURED

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERICAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরণের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি



Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বন্ধুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রীনিং
সব ধরনের টিকা
চেম্বারে রক্ত, ইকেজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

আমারা প্রায় সকল ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199
চেম্বারে আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন





Khagendra Gharti-Chettry, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York Law School, NY, USA.
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনের যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

TAX
IMMIGRATION

IRS e-file PROVIDER



Tareq Hasan Khan
CEO

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ALL CHOICE ENERGY
- WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- BALAKA 3 STAR STAFFING
- MERCHANT SERVICES
- NEW YORK STATE ENERGY BROKER



FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL:FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

www.jonmobhumi.com

For Online Advertisement:
Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com



NY HOME CARE SERVICE INC.

কর্মসংস্থানের সুযোগ
যোগ্য HHA ও PCA সার্টিফিকেটধারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়

আমরা HHA ও PCA সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

আমাদের সেবাসমূহ
PCA
OPWDD
HHA

যোগাযোগ করুন
718-874-0047
ই-মেইল: info@nyhcs.org
ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org


ফয়সাল আজিজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্


এম. আজিজ
প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা | বিশ্বস্ত সহযোগী | মানসিক শান্তি

www.jonmobhumi.com

সাপ্তাহিক জন্মভূমি
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.37 Thursday 19 November 2026 Weekly Janmobhumi

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

লন্ডনে আওয়ামী লীগ-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অন্তত পাঁচজন

লন্ডন ডেস্ক ঃ লন্ডনে আওয়ামী লীগ-এনসিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অন্তত পঁ-চজনআহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৪ জনের আঘাত গুরুতর। এই ঘটনার জন্য লিগকে দায়ী করেছেন নাহিদ।

এক নয়া রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণের দোরগোড়ায় বাংলাদেশ। আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তা নিয়ে উত্তেজনা -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

শেখ হাসিনার সঙ্গে গ্লোবাল বেঙ্গলী হিন্দু কোয়ালিশনের ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত

অরুন দত্ত,টরন্টো থেকে ঃ । নিউইয়র্ক ভিত্তিক নুতন একটি সংগঠনের আহবানে শনিবার ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায়, বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়



গবেষণার জন্য মরদেহ দান করা হবে ইউনিভার্সিটি অব মায়ামীতে

কথাসাহিত্যিক ড. পূরবী বসু'র পরলোকগমন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধিক ও বিজ্ঞানী এবং বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত-বাকী অংশ ২০ পাতায়

বিপুল ভোটে জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রস্তাব গৃহীত

নিউইয়র্ক, ১৮ নভেম্বর মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

ইউএনডিপি ও ইউএনএফপিএর সহযোগিতা চাইলেন উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন

নিউইয়র্ক, ১৬ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং জনসংখ্যাগত -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

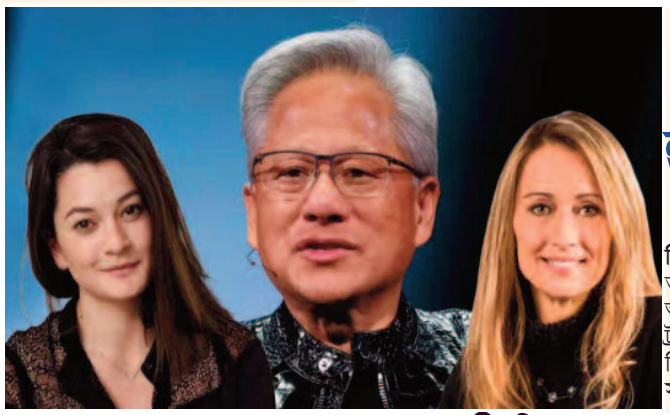
ভয়াবহ বিপর্যয়ে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

নিউইর্য়কঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির (এনএসএ) অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত অত্যন্ত গোপনীয় নেটওয়ার্ক হঠাৎ অচল হয়ে পড়েছে।-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়



৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন ও ধারাবাহিকতার উৎসবিন্দু উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন

নিউইয়র্ক, ১৩ নভেম্বর ২০২৬: ৭ নভেম্বরকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের দর্শন ও ধারাবাহিকতার উৎসবিন্দু হিসেবে অভিহিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন এমপি। মহান জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, নিউইয়র্ক এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের যৌথ উদ্যোগে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। -বাকী অংশ ৩৩ পাতায়



পরকীয়ার জেরে বিপাকে জেনসেন হুয়াং

ট্রাম্প পাশে দাঁড়ালেও হুয়াংয়ের ফেরার সম্ভাবনা নেই, জানিয়ে দিল এনভিডিয়া

নিউইর্য়ক ডেস্ক ঃপরকীয়ার জেরে বিপাকে জেনসেন হুয়াং। তাঁর সঙ্গিনী চীনা নাগরিক অ্যালিস হুয়াং-এর চরবৃত্তির অভিযোগ ঘিরে হইচই পড়ে যায়।

ট্রাম্প পাশে দাঁড়ালেও হুয়াংয়ের ফেরার সম্ভাবনা নেই, জানিয়ে দিল এনভিডিয়াপরকীয়ার জেরে বিপাকে জেনসেন হুয়াং। তাঁর সঙ্গিনী চীনা নাগরিক অ্যালিস -বাকী অংশ ৩৪ পাতায়



নিউইয়র্কে মওলানা ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র উদ্যোগে আলোচনা সভা আর দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিক, আফ্রো-এশিয়ার গণমানুষের অধিকার আদায়ের অবিসম্বাদিত মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী পারিত হয়েছে। মওলানা ভাসানীর-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

ড. জীবন বিশ্বাসের একক সংগীতানুষ্ঠান

নিউইর্য়ক ঃ সংগীতশিল্পী, লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. জীবন বিশ্বাসের একক সংগীতানুষ্ঠান। তিনি কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক, সুরকার ও গীতিকার কমল দাশগুপ্তের বহু জনপ্রিয় গান পরিবেশন করেন। তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে গানগুলো শুনে -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার অধিকার নিয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ চাইল রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ

বাপা নিউজ: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজ দেশে ফিরে আসার অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে ভারতের মানবাধিকারবিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি সংস্থা রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালাইসিস গ্রুপ । সংস্থাটি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক এবং জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদকদের এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের চারিত্রিক বৈপরীত্য

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক, । ইতিহাস সাক্ষ্য দে যে, বাঙ্গালী হিন্দু কখনো বাঙ্গালী মুসলমানের ওপর আক্রমন করে নাই, দাঙ্গা লাগায়নি, বা হত্যাকান্ড চালায়নি। ইতিহাস বলে বাঙ্গালী মুসলমান বারবার বাঙ্গালী হিন্দু'র ওপর আক্রমন চালিয়েছে।-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লাবের নিজস্ব ভবন ক্রয়, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন আর ফান্ড রেইজিং সহ আসন্ন রমজান-বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

www.jonmobhumi.com


Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office:
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm


York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Now Hiring Sales Persons
Free Training (We will pay course fees)
Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com


AUTHORIZED e-file PROVIDER
Mohammed Nasiruddin Khan
MS in Acctg & Fin Mgmt Concentration
Certified Public Accountant (CPA)
MBA, MCOM, FCGA, LLB
Brilliant Accounting & Tax Services Inc.
Ph: (929) 287-7354, (929) 395-2322
Email: bat.info20@gmail.com
42 Ellsworth Drive, Cheektowaga, Buffalo, NY 14225
TAX & NOTARY


খলিলের
খাবার দিয়ে আপনায়
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
2062 McGraw Ave Bronx, NY 10462 Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd. Bronx, NY 10462 Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

বাপ্পি সুইটস্
85-07,Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372
Tel:718-507-0903
cell :917-254 - 8955

RATAN TALUKDER LIVE
RT
NY,USA
LIVE STREAMING
YouTube SUBSCRIBE
RatanTalukderLIVE
646-327-7964


Donation Box
পুরোহিত টিটন আচার্য্য

MERIT KABAB PALACE
We specialized in Indoor & Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-396-5827


Ma Travel Ageny
IATA And ARC Approved
Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
We do real estate, sell, buy, rent, tax file, notary.
Ticket Sell NYC TO Dhaka-RT- 599
37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights, NY-11372
Above Nobanno Rastaurant


বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ বিশ্বস্ত
MUSHFIQA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
যোগাযোগ করুন
Cell: 917 502 6445

Editor: Ratan Talukder, Published by Jonmobhumi group Inc. 37-39-74 street,Jacktion Height,NY-11372.Tell: 718-380-6712 Cell: 646-327-7964,E-mail: Jonmabhumi@gmail.com